NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ হারলেও লড়াই ছাড়বেন না, লিখলেন বাবুল চট্টোপাধ্যায়

বনগাঁয় ব্যবসায়ীকে গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৫

কলকাতা ১২ নভেম্বর ২০২৪ ২৬ কার্তিক ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ১৫১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 12.11.2024, Vol.18, Issue No. 151 8 Pages, Price 3.00

দেশের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ বিচারপতি সঞ্জীব খান্না

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: দেশের ৫১তম প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিলেন সঞ্জীব খান্না। নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার সকাল ১০টায় রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। দেশের ৫০তম প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের স্থলাভিষিক্ত হলেন বিচারপতি খান্না। আগামী ছ'মাস দেশের বিচারব্যবস্থার শীর্ষপদে থাকবেন তিনি। তাঁর অবসর গ্রহণের দিন ২০২৫-এর ১৩ মে।

দিল্লির জেলা আদালতে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু খান্নার। পরে তিনি দিল্লি হাইকোর্টের আইনজীবী হন। ২০০৪ সাল পর্যন্ত তিনি আয়কর বিভাগের সিনিয়র আইনজীবী ছিলেন। ২০০৫ সালে দিল্লি হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন তিনি। ২০০৬ সালে স্থায়ী বিচারপতি হন। ২০১৯ সালের ১৮ জানুয়ারি বিচারপতি খান্না সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে নিযুক্ত হন। বিচারপতি খান্না মুষ্টিমেয় কয়েক জনের মধ্যে অন্যতম, যাঁরা দেশের কোনও হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি না হয়ে সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হয়েছেন।

সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ সংক্রান্ত মামলায় সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চের অন্যতম বিচারপতি ছিলেন তিনি। এ ছাড়া নির্বাচনী বন্ড, দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের জামিন-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সুপ্রিম কোর্টের বেঞ্চের অংশ থেকেছেন বিচারপতি খান্না। চলতি বছরে অগস্টে মুম্বইয়ের এক কলেজে পড়ুয়াদের বোরখা, হিজাব পরার উপর নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত মামলারও শুনানি হয়েছিল তাঁর বেঞ্চে। কলেজ কর্তৃপক্ষের নির্দেশিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে, তাতে আংশিক স্থগিতাদেশ দিয়েছিল তাঁর বেঞ্চ।

বিচারপতি খান্নার আরও একটি পরিচয় হল, তিনি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি হংসরাজ খান্নার ভাইপো। তাঁর পিতা দিল্লি হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দেবরাজ খান্না। বিচারপতি হংসরাজ যে এজলাস থেকে অবসর নিয়েছিলেন, সেই এজলাস থেকেই সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন তিনি।

সাধারণত অবসর গ্রহণের আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি তাঁর উত্তরসূরি হিসাবে শীর্ষ আদালতের প্রবীণতম বিচারপতির নাম সুপারিশ করেন। সেই প্রথা মেনেই সদ্য প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে সম্প্রতি বিচারপতি খান্নার নাম সুপারিশ করেছিলেন। তার পরেই রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে পরবর্তী প্রধান বিচারপতি হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

শুরু আরজি কর মামলার শুনানি

'ইন ক্যামেরা'য় প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সোমবার থেকে 'ইন ক্যামেরা' বিচার শুরু হয়েছে। সাক্ষ্য দিতে শিয়ালদহ আদালতে উপস্থিত ছিলেন নির্যাতিতার বাবা। এই মামলায় অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আদালতে। দুপুর সওয়া ২টো নাগাদ অভিযুক্তকে এজলাসে নিয়ে যাওয়া হয়। শুরু হয় সাক্ষ্যগ্রহণ পর্ব। প্রায় তিন ঘণ্টা পরে শেষ হল প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ।

এই মামলার সঙ্গে যুক্ত নন যাঁরা, তাঁদের আদালতকক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, 'ইন ক্যামেরা'র অর্থ বন্ধ কক্ষে বিচার। এই রুদ্ধদ্বার বিচার প্রক্রিয়ায় বাইরের কারও প্রবেশাধিকার নেই। আদালতে উপস্থিত ছিলেন নির্যাতিতার পরিবারের আইনজীবী বৃন্দা গ্রোভারও। উপস্থিত ছিলেন নির্যাতিতার এক প্রতিবেশী সঞ্জীব মুখোপাধ্যায়ও, যিনি নিজেকে 'কাকু' বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। যদিও আরজি কর কাণ্ডের পর তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ উঠেছিল।

সোমবার সঞ্জীব দাবি করেন যে, তিনিও সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য আদালতে গিয়েছেন।

আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনায় বিচার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে শিয়ালদহ আদালতে। এই মামলায় প্রথম দুই সাক্ষী হিসাবে আদালতে বয়ান নথিবদ্ধ করাবেন নির্যাতিতার বাবা-মা। বয়ান নথিবদ্ধ করবে শিয়ালদহ আদালত। এই মামলায় মোট ১২৮ জন সাক্ষী রয়েছেন। এই ১২৮ জনের মধ্যে রয়েছেন জুনিয়র ডাক্তার, কলকাতা

পুলিশ, ফরেন্সিক বিভাগের আধিকারিকেরাও। ধাপে ধাপে প্রত্যেকেরই বয়ান নথিবদ্ধ করা হবে। তবে সবার প্রথমে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের সাক্ষ্যগ্রহণ করবে আদালত।

দুপুর ১২টা নাগাদ নির্যাতিতা চিকিৎসকের বাড়িতে যান সিবিআইয়ের এক আধিকারিক। সিবিআইয়ের গাড়িতে করেই নির্যাতিতার বাবা কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসের উদ্দেশে রওনা দেন। সেখান থেকেই তিনি আদালতে যান। কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তায় আদালতে ঢোকেন তিনি। বাবার পরে সাক্ষ্য দেবেন নির্যাতিতার মা।

সোমবারের প্রথম শুনানির পর রোজ আরজি কর ধর্ষণ এবং খুনের মামলার শুনানি চলবে। আরজি কর-কাণ্ডের পরদিনই কলকাতা পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। এই মামলায় সিবিআইয়ের জমা দেওয়া চার্জশিটেও অভিযুক্ত হিসাবে শুধু মাত্র তাঁরই নাম রয়েছে। গত সোমবার শিয়ালদহ আদালতে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়। এক সপ্তাহ পরে, সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বিচার পর্ব।

'বিনীত গোয়েলরা সাজিশ করে ফাঁসিয়েছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর হাসপাতালে ধর্ষণ এবং খুনের মামলায় সোমবার থেকে বিচার শুরু হয়েছে। প্রথম দিনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে শিয়ালদহ আদালত থেকে প্রিজন ভ্যানে করে বেরোনোর সময় ফের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুললেন ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার। দাবি করলেন, তাঁকে ফাঁসিয়েছেন কলকাতা পুলিশের তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। তাঁর কথায়, 'বিনীত গোয়েল আমাকে সাজিস (ষড়যন্ত্র) করে ফাঁসিয়েছে!' প্রিজন ভ্যানের জানলার কাছে মুখ এনে তাঁর দাবি, 'আমাকে কোনও কথা বলতে দেয়নি। বড় বড় অফিসার সব! আমি নাম বলে দিচ্ছি। বিনীত গোয়েল আমাকে ফাঁসিয়েছে। বিনীত গোয়েল, ডিসিডিডি স্পেশ্যাল সাজিশ করে আমাকে ফাঁসিয়েছে। আমাদের সরকারও ওদের সমর্থন করেছে।' গত সোমবারও শিয়ালদহ আদালত থেকে বেরোনো সময় নিজেকে নির্দোষ দাবি করে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলেছিলেন ধৃত সিভিক ভলান্টিয়ার। বলেছিলেন, 'আসলদের বাঁচানোর জন্য আমাকে ফাঁসানো হয়েছে।'

মহারাষ্ট্রে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে মিথ্যা প্রচার চলছে

উত্তরবঙ্গে পৌঁছে দাবি মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: মহারাষ্ট্রে লক্ষ্মীর ভান্ডার নিয়ে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই মহিলাদের জন্য মাসে মাসে লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা দেওয়া হয়। অন্যান্য রাজ্যে শুধু প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হয়, টাকা মেলে না! উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এ বার এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সোমবার বাগডোগরা বিমানবন্দরে নেমে মমতা দাবি করেন, মহারাষ্ট্রে লদীর ভান্ডার নিয়ে মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। ভারতের অন্য কোনও রাজ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডারের মতো মাসে মাসে টাকা দেওয়া হয় না। প্রচারের জন্য রাজনৈতিক দলগুলি অসত্য প্রতিশ্রুতি দেয়। মহারাষ্ট্রে আসন্ন নির্বাচনের মুখেই এই মন্তব্য মমতার। তবে মহারাষ্ট্রের নির্বাচন প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে মমতা বলেন, 'অন্য কোনও রাজ্যের বিষয়ে কোনও টিপ্পনী কাটতে চাই না। নির্বাচনের আগে এ রকম মন্তব্য করা উচিতও নয়। তবে নিশ্চয়ই চাইব, মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিন।'

প্রসঙ্গত, ভোটপর্বে পশ্চিমবঙ্গের 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' প্রকল্পের ধাঁচে মহারাষ্ট্রে মুখ্যমন্ত্রী শিন্ডের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার চালু করেছিল 'লাডকি বহিন' প্রকল্প। এই প্রকল্পে মহিলাদের প্রতি মাসে দেড় হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যেই আবার শিন্ডে প্রতিশ্রুতি দেন, বিধানসভা ভোটে জিতলে এই ভাতার পরিমাণ ১,৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২,১০০ টাকা করা হবে। তার পরেই রাহুল গান্ধি, শরদ পাওয়ার, উদ্ধব ঠাকরে প্রমুখ মুম্বইয়ে বিরোধীদের 'মহা বিকাশ আঘাড়ি'র যৌথ প্রচারের মঞ্চ থেকে ঘোষণা করেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে 'মহালদী যোজনা' চালু করে মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা করে ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন। ভোটের আবহে দু'পক্ষের এ হেন প্রতিশ্রুতির লড়াইকেই এ বার কটাক্ষ করলেন মমতা। সোমবার পাহাড় সফরে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সকালে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে দুপুরেই বাগডোগরা পৌঁছন তিনি। এরপর মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৩টেয় দার্জিলিংয়ে জিটিএ সদস্যদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা মমতার। পাহাড়ের উন্নয়নে জিটিএ'র সদস্যদের কোনও নতুন নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রী দেবেন কি না সেই দিকেও চোখ রয়েছে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলের। এর পর আগামী ১৩ তারিখ, বুধবার দুপুরে দার্জিলিং চৌরাস্তায় সরস মেলার উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। শেষে দু'দিনের পাহাড় সফর সেরে আগামী ১৪ নভেম্বর শিলিগুড়ি হয়ে কলকাতায় ফিরবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার পর কলকাতায় ফিরেই আগামী ১৫ নভেম্বর বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজারহাটে আদিবাসী ভবনে একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এই সফরে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, উদয়ন গুহ-সহ অন্যরা। সোমবার দুপুরে বাগডোগরা বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে নেমেছিল পাহাড়বাসীর ঢল।

মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন পাহাড়ের বিভিন্ন উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিনিধিরাও। এর পর বাগডোগরা থেকে সড়কপথে কার্শিয়াংয়ের রিচমন্ড হিলের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উপনির্বাচনে দলীয় প্রার্থীদের জেতানোর আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ছটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীদের জেতানোর আহ্বান জানালেন দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার দুপুরে তিনদিনের দার্জিলিং সফরের আগে বিমানবন্দরে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'বাংলার জনতাকে ধন্যবাদ, আপনারা সবসময়ে আমাদের সঙ্গে থেকেছেন। এই উপনির্বাচনেও তাঁদের জেতান। উন্নয়নের কাজ হবে। যাঁরা ইতিমধ্যে বিধায়ক, সাংসদ আছেন, তাঁরা তো কাজ করছেনই। এবার নতুনদের হাত ধরে আরও ভালোভাবে কাজ হবে।' সোমবার দমদম বিমানবন্দর থেকে বাগডোগরা রওনা হওয়ার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, 'সিতাই, মাদারিহাট, মেদিনীপুর, নৈহাটি, হাড়োয়া, তালড্যাংরায় ১৩ তারিখ উপনির্বাচন। সিতাইয়ে সঙ্গীতা, মাদারিহাটে জয়প্রকাশ, মেদিনীপুরে সুজয়, নৈহাটিতে সনৎ, হাড়োয়ায় রবিউল আর তালড্যাংরায় ফাল্গুনী সিংহবাবু লড়ছে আমাদের দল থেকে। ওঁরা সবাই খেটেছে। আমি সকল মা-বোনকে বলতে চাই, আমাদের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করুন। এমনিতে আমি আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ যে আপনারা সবসময়ে আমাদের পাশে থেকেছেন, ভরসা রেখেছেন। এবারও প্রার্থীদের জেতান। উন্নয়নের কাজ আরও ত্বরান্বিত করতে সাহায্য করুন।'

সোমবার বাবুঘাটে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জন।

ছবি-অদিতি সাহা

রামমন্দির গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুমকি পান্নুনের

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানের পর এবার খলিস্তানিদের নিশানায় অযোধ্যার রামমন্দির! হিন্দুদের আস্থার এই মন্দির বোমা মেরে গুঁড়িয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিল খলিস্তানি জঙ্গি গুরপতবন্ত সিং পান্নুন। এক ভিডিও বার্তায় হুমকি দেওয়া হয়েছে, ১৬ থেকে ১৭ নভেম্বরের মধ্যে হামলা চালানো হবে অযোধ্যার রামমন্দিরে। জানা যাচ্ছে, এই ভিডিও শুট করা হয়েছে কানাডার ব্রাম্পটনে। যেখানে কিছুদিন আগেই হামলা চালিয়েছিল খলিস্তানি সমর্থকরা। ওই ভিডিও বার্তায় পান্নুনের তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, হিন্দুত্ববাদী বিচারধারার ভিত হল অযোধ্যা। সেখানকার মাটি আমরা কাঁপিয়ে দেব। এই ভিডিও বার্তায় দেশের একাধিক হিন্দু মন্দিরের ছবি তুলে ধরা হয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রামমন্দিরের উদ্বোধন করছেন এমন একটি ছবি। রামমন্দির উড়িয়ে দেওয়ার হুমকির পাশাপাশি কানাডার ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদ চন্দ্র আর্যকেও হুমকি দিতে দেখা দিয়েছে পান্নুনকে। খলিস্তানি জঙ্গির বার্তা, 'কানাডায় বাস করেও ভারতীয় বংশোদ্ভূত একাধিক ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদির বিচার ধারা নিয়ে চলেন। তাঁদের জন্য স্পষ্ট বার্তা, কানাডার প্রতি সৎ না হলে দেশ ছেড়ে চলে যান।' বিদেশের মাটিতে বসে পান্নুনের এমন হুমকি অবশ্য প্রথমবার নয়, এর আগে এয়ার ইন্ডিয়ায় বোমা হামলার হুমকি দিয়েছিল এই খলিস্তানি জঙ্গি। এক ভিডিও বার্তায় শিখ দাঙ্গার ৪০ তম বর্ষপূর্তির প্রসঙ্গ তুলে খলিস্তানি সংগঠন শিখস ফর জাস্টিসের নেতা পান্নুন বলে, '১ থেকে ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে সফর করবেন না। এটা শিখ নরসংহারের ৪০তম বর্ষপূর্তি। ফলে এই সময় এয়ার ইন্ডিয়ার বিমানে হামলা হতে পারে।'

সুকান্তকে নোটিস নির্বাচন কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: তালড্যাংরা উপনির্বাচনের প্রচারে গিয়ে পুলিশের অশোক স্তম্ভ ব্যবহার নিয়ে মন্তব্যের জেরে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে শোকজ নোটিস পাঠায় নির্বাচন কমিশন। গত বৃহস্পতিবার সুকান্ত গিয়েছিলেন তালড্যাংরায়। সেখানেই তিনি তৃণমূলের সঙ্গে পুলিশের ঘনিষ্ঠতার অভিযোগ করেন। সেই সঙ্গে তৃণমূলের হয়ে পুলিশ কাজ করছে বলেও মন্তব্য করেন। তার পরেই কমিশনে নালিশ জানায় তৃণমূল। আর তাতেই কমিশনের চিঠি সুকান্তকে। যদিও নির্দিষ্ট সময়ে কমিশনকে তিনি জবাব দেবেন জানিয়ে সুকান্ত বলেন, 'আমি জবাব দেব। কিন্তু যা বলেছিলাম, ভুল বলিনি। প্রয়োজন আবার বলব। কারণ, শাসকদলের হয়ে পুলিশের কাজ করাটা সত্য এবং তার প্রতিবাদ হওয়া দরকার।'

গত বৃহস্পতিবার তালড্যাংরায় সুকান্ত বলেন, 'পুলিশের উর্দি পরে তৃণমূলের হয়ে দালালি করবেন না। তৃণমূলের হয়ে দালালি করলে, পুলিশের যে টুপিটা পরেন, ঘাড়ে যে অশোক স্তম্ভটা পরেন, সেই অশোক স্তম্ভ টুপি থেকে খুলে রাখুন। একটা হাওয়াই চটির সিম্বল ওখানে লাগিয়ে নিন।' সুকান্ত আরও বলেছিলেন, 'ভোটে তো আমাদের তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই নয়, পুলিশের সঙ্গে লড়াই। পুলিশ সরিয়ে দিলে ১৫ মিনিটও তৃণমূল কংগ্রেস বলে কোনও দল থাকবে না। পুলিশকে বলতে চাই, পরিষ্কার করে শুনে রাখুন, সময় আসছে। মনে রাখবেন, চিরকাল কারও সমান যায় না।' এই মন্তব্য পুলিশের প্রতি, অশোক স্তম্ভের প্রতি অপমান বলে দাবি করে কমিশনে যায় তৃণমূল। শনিবার দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে গিয়ে এই অভিযোগ জানান তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ পাঁচ নেতা-নেত্রী। ওই দলে ছিলেন তৃণমূল সংসদীয় নেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভায় দলের সংসদীয় নেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, লোকসভা সাংসদ কীর্তি আজাদ, রাজ্যসভার সাংসদ সাকেত গোখলে এবং সুস্মিতা দেব।

উপনির্বাচনের ভোটগ্রহণ বুধবার। সোমবারই শেষ হচ্ছে প্রচার। আর প্রচারের শেষ লগ্নে নোটিস পেলেন সুকান্ত। সোমবার তিনি নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থীর হয়ে প্রচারে গিয়েছেন। সেই পর্ব মেটার পরে তিনি জবাবি চিঠি পাঠাতে পারেন কমিশনকে।

ট্যাব কেনার টাকায় বেনিয়ম

প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে ছাত্র ছাত্রীদের ট্যাব কেনার টাকা নিয়ে বেনিয়মের ঘটনায় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকদের গাফিলতি স্পষ্ট। রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ তদন্তে এই তথ্য উঠে এসেছে। ট্যাবের টাকা অন্য

অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসায় প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হয়েছে। রাজ্যজুড়ে শুরু হয়েছে তদন্ত। সোমবার এই নিয়ে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ নবান্নে ডিজিপি, বিদ্যালয় শিক্ষা সচিব-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক নিয়ে সরকারি ভাবে কিছু না জানানো হলেও এই ঘটনায় অভিযুক্ত প্রধান শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিতে হবে বলে তিনি বিদ্যালয় শিক্ষা সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেন তিনি।

আগামী দিনে এই ধরনের ঘটনা যেন না ঘটে তার জন্যে সিস্টেমকে আরও উন্নতি করার কথাও বলেছেন মুখ্যসচিব। এই দিকে এই প্রকল্পে রাজ্যে বিভিন্ন সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের তিনশোর বেশি পড়ুয়া ট্যাব কেনার টাকা পায়নি বলে বিভিন্ন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছ থেকে বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে রিপোর্ট জমা পড়েছে। এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকায় উদ্বিগ্ন শিক্ষা দপ্তর পুনরায় প্রতিটি জেলাকে নতুন করে নাম যাচাই করার নির্দেশ দিয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় বা দায়িত্বপ্রাপ্ত এজেন্সির কি ভূমিকা রয়েছে এবং তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে মুখ্যসচিব রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। ট্যাবের টাকা গায়েব হয়ে যাওয়ার ঘটনায় বৈঠকে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন বলে জানা গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদে উলটপুরাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পড়ুয়াদের ট্যাব কেনার জন্য টাকা কী ভাবে অন্য ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকছে, এ নিয়ে শোরগোল রাজ্যে। সোমবার বিকেলেই এ নিয়ে নবান্নে বৈঠক করেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। ঠিক তার আগে নতুন অভিযোগে তোলপাড় মুর্শিদাবাদ। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, একাদশ এবং দ্বাদশ শ্রেণির মোট ৪৮৪১ জন পড়ুয়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গড়ে ২০ হাজার টাকা ঢুকেছে। 'তরুণের স্বপ্ন' প্রকল্পে মমতার সরকার ট্যাব কেনার জন্য পড়ুয়াদের দেয় ১০ হাজার টাকা। সেখানে ছাত্রছাত্রীরা কী ভাবে দ্বিগুণ টাকা পেল, তাই নিয়ে শুরু হয়েছে চর্চা। দ্বিগুণ টাকা ঢোকার পর ওই পড়ুয়ারা পড়েছে আর এক সমস্যায়। কারণ, তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে।

দক্ষিণী সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: বাৎসরিক সারস্বত সম্মাননা এবং স্মারক বক্তৃতা প্রদান অনুষ্ঠান মনোরমা ভিলাতে অনুষ্ঠিত হল। সভামুখ্য ছিলেন, সংস্থার সভাপতি শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শুভেন্দু বারিক, এবছর সারস্বত সম্মান প্রদান করা হয় বিশিষ্ট সাংবাদিক ও ছড়াকার অমর নস্করকে। স্মারক বক্তৃতার বিষয় ছিল, বাংলা সংবাদপত্রে সাহিত্য। স্মারক বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রদ্ধেয় ড. স্নেহাশিস সুর। যেহেতু এবছর জাতির জাগরণ মন্ত্র বন্দেমাতরম সংগীত সৃষ্টির দেড়শো বছর তাই বন্দেমাতরম সংগীত দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। সংগীত পরিবেশন করেন অন্নপূর্ণা ঘোষ রায় ও সহশিল্পীবৃন্দ। সাহিত্যিক ড. দিলীপ মজুমদার বিশেষ অতিথির আসন অলংকৃত করেন। তিনি তাঁর ভাষণে সাংবাদিক অমর নস্করের জীবনকৃতির প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনুপুঙ্খ আলোচনা করেন এবং তাঁর জীবনের কয়েকটি চমকপ্রদ ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, তার সাংবাদিকতার সঙ্গে কাঙাল হরিনাথের সাংবাদিকতার যথেষ্ট মিল রয়েছে। দক্ষিণী সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে অমর নস্করের হাতে একটি সুন্দর স্মারক এবং সম্মানিক হিসেবে কিছু অর্থ তুলে দেওয়া হয়।

গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল মহিলার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা: সন্তানকে স্কুলে দিয়ে ফেরার পথে গাড়ির ধাক্কায় প্রাণ গেল মায়ের। মৃত মহিলার নাম পিয়ালি নাথ। সোমবার সকালে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার সুভাষগ্রামে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত মহিলার বাড়ি সোনারপুর থানার সুভাষগ্রাম নাথ পাড়ার বাসিন্দা। তবে ঘটনাটি ঘটে কোদালিয়া সখেরবাজার এলাকায়। মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সোমবার সকালে সন্তানকে স্কুলে দিয়ে, দোকানে কাজের জন্য সাইকেল নিয়ে জানকী নাথ বসু রোড দিয়ে যাচ্ছিলেন পিয়ালিদেবী। সেই সময় আচমকাই পিছন দিক থেকে একটি চারচাকা গাড়ি দ্রুত গতিতে এসে তাঁর সাইকেলে ধাক্কা মারে। গাড়ির ধাক্কায় ওই মহিলা রাস্তার উপরে পড়ে যান। তখন তাঁর শরীরের উপর দিয়েই চলে যায় গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই মহিলার। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর আরও অভিযোগ, পুজোর জন্য রাস্তার উপরেই আলোর গেট তৈরি করা হয়েছিল। সেই কারণেই রাস্তা আরও সংকীর্ণ হয়ে গেছে। সেই কারণেই ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। গত বছরও ওই জায়গাতেই এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছিল বলে জানান স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে সোনারপুর থানার পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ কর্মীরা। বেশ কিছুক্ষণ এই রাস্তা বন্ধ থাকে।

বাংলায় তৃণমূলকে বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছে নির্বাচন কমিশন: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: প্রচারের শেষ বেলায় সোমবার নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্রের সমর্থনে প্রচারে ঝড় তুলল বিজেপি। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে বর্ণাঢ্য পদযাত্রায় অংশ নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, ভোট প্রচারে অবমাননাকর মন্তব্যের অভিযোগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন। এপ্রসঙ্গে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং দাবি করেন, বাংলায় তৃণমূলকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। শাসকদলের লোকেরা ভুয়ো ভোট দিলে, তা নির্বাচন কমিশনের চোখে পড়ে না। এদিন তিনি ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, বাংলার মানুষ তথা নৈহাটির মানুষ এই শোকজের জবাব দেবে। নৈহাটির সাহেব কলোনি মোড় থেকে গোয়ালাফটক মোড় পর্যন্ত পদযাত্রায় বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ছাড়াও হাজির ছিলেন নির্বাচনী পর্যবেক্ষক তাপস রায়, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভানেত্রী ফাল্গুনী পাত্র, ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে প্রমুখ।

সালকিয়া হাওড়া ১০ নং ওয়ার্ড-এর ঘেঁটুপুকুরের জগদ্ধাত্রী পুজো।

তৃণমূলের দালাল সরকারি কর্মচারীদের অশোক স্তম্ভ ব্যবহারের অধিকার নেই: সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফের নিজের বক্তব্যে অনড় থাকলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ভোট প্রচারে অবমাননাকর মন্তব্যের জেরে তাঁকে শোকজ করেছে নির্বাচন কমিশন। সুকান্ত মজুমদার বলেছেন, পুলিশের উর্দি পরে তৃণমূলের দালালি করবেন না। যদি করতে হয়, তাহলে টুপি ও অশোকস্তম্ভ খুলে রেখে দালালি করুন। সোমবার বিকেলে নৈহাটিতে দলীয় প্রার্থী রূপক মিত্রের সমর্থনে ভোট প্রচারে ফের নিজের বক্তব্যে অনড় থেকে সুকান্ত মজুমদার বলেন, তিনি শোকজের উত্তর দিয়ে দেবেন। তাঁর কথায়, কোনও সরকারি কর্মচারী যিনি অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করেন। তাঁর নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা উচিত। কিন্তু যারা তৃণমূলের দালালি করে। তাদের অশোকস্তম্ভ ব্যবহার করার নৈতিক অধিকার নেই। তাঁর দাবি, বাংলার মানুষ বিজেপির সঙ্গে আছে। সুযোগ পেলেই মানুষ বিজেপিকে ভোট দেবে। কিন্তু বাংলার মানুষ ঠিকমতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারছেন না। এদিন তিনি আরও দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লদী ভাণ্ডারের নাম বদলে 'অন্নপূর্ণা' প্রকল্পে মহিলাদের মাসে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশে প্রথম 'লাডলি বহিনা' প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রতি বছর উক্ত প্রকল্পে সরকার ওখানে টাকা বাড়ায়।

উপনির্বাচনের আগে কুণাল ফিরলেন তাঁর পুরনো পদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপনির্বাচনের আগেই কুণাল ফেরত পেলেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদকের পদ। তবে এবার আর ঢাকঢোল পিটিয়ে নয়। নিঃশব্দে পদ ফিরিয়ে দেওয়া হল কুণাল ঘোষকে। সূত্রে খবর, সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে তৃণমূল কংগ্রেস যে স্মারকলিপি জমা দেয়, তাতে দেখা যায় কুণাল ঘোষকে জেনারেল সেক্রেটারি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এদিকে মুখপাত্রের পদ থেকে কুণাল ঘোষ সরে গেলেও তারপরও বিভিন্ন ইস্যুতে দলের তরফে বক্তব্য রেখেছেন তিনিই। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে মুখপাত্রের পদ ফিরিয়ে দেওয়ার কথা তৃণমূল কখনওই ঘোষণা করেনি। একইভাবে জেনারেল সেক্রেটারির পদ খুইয়ে আবার ফিরে পেলেন কুণাল ঘোষ। তবে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পদ কেড়ে নেওয়ার সময় দল বিবৃতি জারি করে জানালেও, কুণাল ঘোষের কাছে হারানো পদ ফিরল নিঃশব্দে।

প্রসঙ্গত, লোকসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি প্রার্থীর তাপস রায়ের সঙ্গে সামাজিক অনুষ্ঠানে মঞ্চ শেয়ার করেছিলেন কুণাল। এরপরই জেনারেল সেক্রেটারি পদ খোয়ান কুণাল। সেই সময় ডেরেক ও'ব্রায়েনের মাধ্যমে তৃণমূল বিবৃতি জারি করে বলেছিল, 'সম্প্রতি কুণাল ঘোষ এমন অনেক কথা বলছিলেন যা দলের অবস্থানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। উনি যা বলছেন, তা সম্পূর্ণভাবে তাঁর ব্যক্তিগত অভিমত। এর সঙ্গে দলের ভাবনার কোনও সম্পর্ক নেই।' বরখাস্তের চিঠি পেয়ে কার্যত ব্যঙ্গের সুরেই কুণাল বলেছিলেন যে দলের তরফে প্রেমপত্র এসেছে। সেই সময় জানিয়েছিলেন যে এই পদ ছাড়ার ব্যাপারে দলকে তিনি আগেই জানিয়েছিলেন। এরপর উপনির্বাচনের প্রাক্কালে পদ ফিরে পেলেন কুণাল।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী	নাম-পদবী
গত ২৯/১০/২৪ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৫০৩ নং এফিডেভিট বলে Ganesh Prasad S/o. Mohan Prasad ও Ganesh Tanti S/o. M. Tanti সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।	গত ২৮/১০/২৪ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮ নং এফিডেভিট বলে Tabrez Alam S/o. Md Nayeem Ansari ও Tabrej Alam S/o. Md Naim সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১২ ই নভেম্বর। মঙ্গল বার ২৬ শে কার্তিক, একাদশী তিথি। জন্মে মীন রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র যমহাদশা ও বিংশোত্তরী শনি র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : এক বান্ধবের পূর্ণ সহযোগিতায় কোন আইনি বিষয় থেকে লাভ প্রাপ্তি। অর্থ বৃদ্ধি। বাণিজ্য বৃদ্ধি। গৃহ সরঞ্জাম কেনার জন্য পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। সন্ধ্যার পর নিমন্ত্রিত অতিথি দ্বারা শান্তির বাতাবরণ। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। জয় তারা জয় তারা বলুন পথ চলুন।

বৃষ রাশি : আজ কর্মে সুনাম বৃদ্ধি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রশংসিত হবেন পুরাতন বান্ধবের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। যে প্রতিবেশী কিছুদিন আগে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, তিনি আজ আপনার বন্ধুর জায়গায় থাকবেন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। দেবতা গণেশের চরণে ১০৮ দুর্বা দিন। হলুদ পুষ্প দিন। অতীব শুভ হবে।

মিথুন রাশি : সচেতন ভাবে আজ পথ চলুন। ধৈর্য সহ আজ কথা বলুন। অন্যের কথার গুরুত্ব দিন। অর্থনৈতিক লাভ প্রাপ্তি হবে। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ বৃদ্ধি। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন বা কোন প্রতিনিধি মূলক কর্মে আছেন তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। এক প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ বলুন পথ চলুন বিপদ নাশ হবে।

কর্কট রাশি : কর্মে সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। এক শিক্ষকের আচরণে সম্মান বৃদ্ধি। কোন এনজিওর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। যে গৃহ সরঞ্জাম কিনবেন বলে ঠিক করেছেন, তা আজ ক্রয় করুন। দেবতা ভগবান বিষ্ণুর চরণে তুলসীপত্র দিন।

সিংহ রাশি : আজ দৈব আশীর্বাদ প্রয়োজন। কর্মে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা থেকে মুক্তির কারণে দৈব আশীর্বাদ চাই। যে বৃদ্ধ প্রবীণ নাগরিক আপনাকে নতুন পথের সন্ধান দেখিয়েছেন। তার কথা মান্যতা দিন শুভ হবে। আপনার নামে নয়, এমন কোন সম্পদ থেকে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। নেত্র কণ্ঠ মুখ গহবর পীড়া থেকে সতর্কতা। ভগবান শ্রী গনেশের চরণে ১০৮ দুর্গা দিন শুভ হবে।

কন্যা রাশি : ছোট চিন্তা করবেন না। বড় ভাবুন। এগিয়ে চলুন। পরিবার আজ আপনাকে সহযোগিতা করবে না। বন্ধু-বান্ধব থেকে সতর্ক থাকুন। দুপুরের পর সন্ধ্যা পর্যন্ত বিবাদ বিতর্ক বৃদ্ধি। কর্মে যে নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পালনে সচেষ্ট থাকলে, শুভ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ বিশেষত যারা উচ্চ বিদ্যায় আছেন তাদের জন্য শুভ। হরি ওম হরি ওম, বলুন পথ চলুন।

তুলা রাশি : অতি উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। বন্ধু-বান্ধবের সহযোগিতা। পরিবারের সকল সদস্যের সহযোগিতা। সন্তানের বিদ্যালয়ে যে সমস্যা ছিল, সেখান থেকে মুক্তির পথ। যারা আইন বিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। দোকান বাণিজ্য ব্যবসায় অর্থ প্রাপ্তি-অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ১০৮ বার দেবী মহাকালী মন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : সমাজে সম্মান বৃদ্ধি। সুনাম বৃদ্ধির দিন।যারা রাজনৈতিকভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মানসিকতা তৈরি করেছেন, তারা আজ প্রভাবশালী মানুষের সহায়তা লাভ করবেন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধি হবে। কালী মন্দিরে দান করুন।

ধনু রাশি : ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল ইন্টারনেট, দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সমস্যার সমাধান হয়ে পড়বে। যে প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার আশা করেছিলেন, তিনি সহযোগিতা করবেন। সম্পত্তি বিক্রয় নিয়ে ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। লাল বস্ত্র কাপড় দান করুন মন্দিরে।

মকর রাশি : এমন একটি সুযোগ আজ পাওয়া যাবে যেটা আপনি বহুদিন ধরে ভেবে এসছিলেন। কোন আইনি বিবাদ মিটে যাবে। পরিবারে যদি বিচ্ছেদের কোন মামলা চলে, সেখানে শুভ ফলপ্রাপ্তি। এরপরে নতুন কিছুর বিরাট সম্ভাবনা। প্রবল সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। যারা কর্মের আবেদন করেছেন, তাদের জন্য শুভ হবে। কৃষ্ণ মহামন্ত্র বলুন এগিয়ে চলুন।

কুম্ভ রাশি : টাকা পয়সা যা আটকে ছিল তা পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। শিক্ষক অধ্যাপকদের কাছে নতুন সুযোগ বৃদ্ধি। যারা এনজিওতে সোশ্যাল সার্ভিস দেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। কর্মের নতুন পথের সন্ধান প্রাপ্তি। যারা রাজনীতি করতে চান তারা জয়েন করতে পারেন। ১০৮ তুলসী পত্র দিন ভগবান শ্রী গনেশ কে।

মীন রাশি : বহুদিন ধরে চলে আসা লড়াইয়ে, কিছুটা স্বস্তি আপনি পাবেন। দাম্পত্য জীবনে যাদের বিচ্ছেদের মামলা চলছে, তারাও শান্তির বাতাবরণ পাবেন। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। ব্যবসায়ীদের জন্য শুভ।

(অখন্ডদান একাদশী তিথী। উত্থান একাদশী তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

নৈহাটিতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে ধমকানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: নৈহাটিতে বিজেপি কর্মীর বাড়িতে গিয়ে ধমকানো, চমকানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় আতঙ্কিত বিজেপি কর্মীর পরিবার। অভিযোগ, সোমবার বেলায় তৃণমূলের বাইক বাহিনী হানা দেয় নৈহাটি পুরসভার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের ৫ নম্বর বিজয়নগরে বিজেপি কর্মী চঞ্চল দাস ওরফে আপ্পুর বাড়িতে। ঘটনায় হতচকিত হয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীর পরিবার। চঞ্চলের মা বয়স্কা অশোকা দাস বলেন, এদিন বেলায় ২০-২৫ জনের দল বাইকে চেপে তাঁর বাড়িতে আসে। বেশি বাড়াবাড়ি করলে ছেলের হাত-পা কেটে দেওয়ার ওরা হুমকি দেয়। অশোকা দেবীর দাবি, ছেলে বিজেপি করার কারণেই তৃণমূলের লোকজন বাড়িতে এসে হুমকি দিয়ে যায়। দলীয় প্রার্থীর

সমর্থনে পদযাত্রা শেষে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার চঞ্চলের বাড়িতে গিয়ে তাঁর বৃদ্ধ মা-কে আশ্বস্ত করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত মজুমদার বলেন, নির্বাচন কমিশন কিংবা কেন্দ্রীয় বাহিনী পরিচালনার দায়িত্ব থাকে জেলা প্রশাসনের ওপর। কিন্তু মমতার সরকার জেলা প্রশাসনকে অপদার্থে পরিণত করেছে। হুমকির বিষয়ে তৃণমূল প্রার্থী সনৎ দে বলেন, এই ধরনের ঘটনা নৈহাটিতে ঘটেনি। ওরা বুথে এজেন্ট বসানোর লোক পাচ্ছে না। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বুথে এজেন্ট বসানোর দায়িত্ব নেবেন।

ভয়াবহ দুর্ঘটনায় এসবিএসটিসির বাস, মৃত সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: সোমবার ভরসন্ধ্যায় ভয়াবহ যাত্রীবোঝাই বাস দুর্ঘটনায় মৃত্য হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ার সহ মোট ২ জনের। আহত একাধিক। ঘটনাটি ঘটেছে পুরুলিয়ার আনাড়াতে।

এদিন সন্ধ্যায় পুরুলিয়া-বরাকর রাজ্য সড়ক দিয়ে একটি এসবিএসটিসি বাসযাত্রী নিয়ে যাওয়ার পথে পুরুলিয়ার পাড়া থানার অন্তর্গত আনাড়ার চাপুড়ি রেলগেটের অদূরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা একাধিক মোটর বাইক চালক, একাধিক সাইকেল আরোহী ও এক সিভিক ভলেন্টিয়ারকে পর পর ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশের একটি বাড়িকে ধাক্কা মেরে একটি দোকানের ভিতর ঢুকে যায়। যার জেরে ঘটনায় এখনও পর্যন্ত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।মৃতদের মধ্যে একজন সিভিক ভলেন্টিয়ার। তাঁর নাম প্রশান্ত গরাঁই(৩৫)।তিনি পাড়া থানার অন্তর্গত ভাগাবাঁধ গ্রামের বাসিন্দা। তবে অপর মৃত ব্যক্তির এখনো পরিচয় জানা যায়নি। অন্যদিকে দুর্ঘটনার জেরে ওই বাসে থাকা প্রায় ১৫ জন যাত্রী কমবেশি আহত হয়েছেন। তাঁদের রঘুনাথপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারা।

ইউকে শিক্ষামেলার আয়োজনে অ্যাডামাস

কলকাতা: কলকাতা ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহযোগিতায় শনিবার বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ইউকে শিক্ষামেলার আয়োজন করে অ্যাডামাস ইউনিভর্সিটি। উপস্থিত ছিলেন ১৮টি স্কুলের ২৫০ জন শিক্ষার্থী এবং ব্রিটেনের প্রখ্যাত ২৩টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরা। ভারতীয় উচ্চ শিক্ষার আন্তর্জাতিকীকরণ, যা জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ হিসেবে বিবেচিত, সেই কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে, অ্যাডামাসের চ্যান্সেলর-ফাউন্ডার প্রফেসর ড. সমিত রায়ের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষামেলার আয়োজন করে।

আবাস যোজনার বিতর্ক এড়াতে ফের রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আবাস যোজনা প্রকল্পে কোনওরকম বিতর্ক এড়াতে তালিকা যাচাই প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পূর্ণ করতে রাজ্য সরকার আরও একবার নির্দেশিকা জারি করেছে। পঞ্চায়েত দফতর থেকে সব জেলা সমীক্ষকদের কাছে পাঠানো এগারো দফা নির্দেশিকায় অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল থেকে আসা নামগুলিকে পুনরায় যাচাই করার কথা বলা হয়েছে। যে সব নাম বাতিল করা হয়েছে সেগুলি পুনরায় সরেজমিনে পরীক্ষা করার কথা বলা হয়েছে। দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের নির্দেশিকা মেনে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থদের বাড়ির তালিকা তৈরি করার কথা বলা হয়েছে। কোনও রাজনৈতিক দল বা সাধারণ মানুষের সঙ্গে কোনওরকম ভুল বোঝাবুঝি যেন না হয় সেইজন্যে নির্দেশিকায় এলাকায় মাইকিং প্রচার করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। গ্রাম সভা ও ব্লক লেভেল কমিটির অনুমোদন সহ সব নাম যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করতে হবে। এইদিকে তালিকা যাচাই নিয়ে রাজ্য সরকার যে মান্য কার্যবিধি তৈরি করেছিল সেখানে আগামী বৃহস্পতিবার ক্রস চেকিংয়ের পরে ২০ তারিখে উপভোক্তাদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করার কথা। কেন্দ্রের বেঁধে দেওয়া বিভিন্ন শর্তের কারণে আবাস যোজনা প্রকল্পে যেসব উপভোক্তার নাম বাদ গেছে তাঁদের তথ্য পুনরায় যাচাই করতে এই সমীক্ষা করা হয়। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত জেলাশাসক এবং মহকুমা শাসকের মতো উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা মাঠে নেমে তথ্য যাচাই করছেন। সমীক্ষার কাজ ১৪ নভেম্বরের মধ্যে শেষ করার কথা থাকলেও তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে যাতে ভুল না হয়ে যায় তার জন্য বাড়তি সময় নেওয়া হতে পারে।

সরকারি কর্মীরা প্রথম পর্যায়ে সমীক্ষার কাজ করার পর অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। অনেকের পাকাবাড়ি রয়েছে। তারপরও সমীক্ষার সময় তাঁরা গোয়ালঘর বা রান্নাঘরে আশ্রয় নিয়েছিলেন। সেই সব পাকাবাড়ির মালিকদের কেউ কেউ তালিকায় থেকে যেতে পারেন। সুপার চেকিংয়ে তাঁদের নাম বাদ দেওয়া হবে। কোনও সুপারিশ মেনে তালিকা তৈরি হবে না। গ্রামবাসীদের অনেকের মধ্যে ধারণা রয়েছে নতুন করে তালিকায় নাম নথিভুক্ত করা হচ্ছে। সেটা ঠিক নয়। তবে সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী প্রকল্পে যারা আবেদন করেছিলেন তাঁদের তালিকা যাচাই করা হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই সরকার প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই কারণে দ্রুত সমীক্ষার কাজ শেষ করার জন্য সমস্ত দপ্তরের কর্মীদের ময়দানে নামানো হয়েছে।

ন্যায্য মূল্যে ধান সংগ্রহ শুরু, প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে রয়েছে নানা পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্য সরকার চলতি খারিফ মরশুমে চাষিদের কাছ থেকে ন্যায্য মূল্যে ধান সংগ্রহ শুরু করেছে। গত শনিবার পর্যন্ত ৬৮০০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। উত্তর ২৪ পরগনা থেকে সর্বাধিক ২৮০০ টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে। এবছর ধান সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ৭০ লক্ষ টন।

এবার মরশুমের শুরুতেই ১৮ লক্ষ কৃষক সরকারের কাছে ধান বিক্রি করার জন্য নাম নথিভুক্ত করেছেন। যা গত বছরের তুলনায় ৩ লক্ষ বেশি। ধান সংগ্রহের প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবার এক গুচ্ছ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষকদের জমির পরিমাণ খতিয়ে দেখার পাশাপাশি শিবিরে বায়োমেট্রিক তথ্য যাচাই করা হচ্ছে বলে খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে।

আগে খোলা বাজারে ধানের দাম বেশি থাকত। চাষিরা ক্রয়কেন্দ্রে না গিয়ে ফড়েদের ধান বিক্রি করত। অধিকাংশ জেলা ধান কেনার টার্গেট পূরণ করতে পারত না।

কিন্তু, গত বছরও ধানের দাম সরকার বেশি দেওয়ায় অধিকাংশ জেলা ধান কেনার টার্গেট ছুঁয়ে ফেলেছে।

ধান কেনার ক্ষেত্রে পূর্ব বর্ধমান জেলা এক নম্বরে রয়েছে। দ্বিতীয় স্থানে হুগলি রয়েছে। সামনের মরশুমে প্রতিটি জেলাতেই ধান কেনার টার্গেট বাড়ানো হয়েছে। অনেক সময় ফড়েরা অন্যের নথি দিয়ে ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করে। তারা সেটা যাতে করতে না পারে তার জন্য বায়োমেট্রিক ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। নাম নথিভুক্ত হওয়ার পর চাষিদের আঙুলের ছাপ দিতে হবে।

তবে এবার থেকে বর্গাদাররাও ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করতে পারবেন। তবে তাঁদের জমি সংক্রান্ত স্ব-ঘোষণাপত্র দিতে হবে।

সরকার ধানের দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় চাষিরা খুশি। কৃষিক্ষেত্রে সব জিনিসের দাম বেড়ে গিয়েছে। সারের দাম আকাশ ছোঁয়া। এবছর অনেক জমিতে দু'বার ধান রোপণ করতে হয়েছে। ধানের দাম না বাড়ানো হলে চাষিরা সমস্যায় পড়তেন।

মূল্যবৃদ্ধির জন্য চাষিদের নাভিশ্বাস উঠেছে। সরকার দাম বাড়িয়ে সঠিক পদক্ষেপ নিয়েছে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ২০২৪, ২৪ কার্তিক, মঙ্গলবার

পুজোর ছুটি কমিয়ে কর্মদিবস বৃদ্ধির প্রস্তাব বিচারপতিদের কমিটির, ক্ষুব্ধ আইনজীবীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিচারপ্রার্থীদের ভোগান্তি কিছুটা কমাতে উদ্যোগী হল হাইকোর্ট প্রশাসন। 'ট্র্যাডিশন' ভেঙে ২০২৫ সাল থেকে পুজোর মোট ছুটি থেকে ৭ দিন বাতিলের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে চার বিচারপতির বিশেষ কমিটির তরফে। এই কমিটিতে রয়েছেন বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন, বিচারপতি সৌমেন সেন, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি এবং বিচারপতি তপব্রত চক্রবর্তী। আইনজীবীদের তিনটি সংগঠনকে নিয়ে ইতিমধ্যে বৈঠকে বিদ্রোহের আঁচ পেয়েছে বিচারপতিদের কমিটি। কিন্তু এরপরও এই কমিটি হাইকোর্টের ক্যালেন্ডারে আরও সাতটি কাজের দিন যোগ করতে মরিয়া। এদিকে এই প্রস্তাব প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভ উগরে দেন আইনজীবীদের একাংশ। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত করার চেষ্টা হলে বড়সড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন আইনজীবীদের একাংশ। যদিও নিজেদের নিরপেক্ষ রেখে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করছেন অপর অংশ।

এখনও পর্যন্ত দুর্গাপুজোর ষষ্ঠী থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত টানা বন্ধ থাকে হাইকোর্টের স্বাভাবিক কাজকর্ম। মাঝে কটা দিন অবকাশকালীন বেঞ্চ থাকে। এবার এই দীর্ঘ ছুটি বাতিলের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে লক্ষ্মীপুজো থেকে কালী পুজোর মধ্যেকার ৭ দিনে ছুটি বাতিলের। পাশাপাশি এও জানা গেছে, বছরে ২২২ দিনের কর্মদিবস লক্ষ্যে এই নতুন সিদ্ধান্ত নিয়েছে হাইকোর্টের ছুটি সংক্রান্ত ৪ বিচারপতির বিশেষ কমিটি।

কমিটির বক্তব্য, সুপ্রিম কোর্ট বছরে ২২২ দিন হাইকোর্ট চালু রাখ তে বলেছে। সেই নির্দেশ কার্যকর করতে আইনজীবীদের তিনটি সংগঠনের মতামত চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু বার অ্যাসোসিয়েশন ও বার লাইব্রেরি ছুটি বাতিলের প্রস্তাবে আপত্তি তুলেছে। ইনকর্পোরেটেড ল'সোসাইটি আবার বিচারপতিদের কমিটি যে সিদ্ধান্ত নেবে, তাতেই সহমত হওয়ার কথা জানিয়েছে। বৈঠকে একটি সংগঠন ছুটি কমানোর বদলে রামনবমী ও মে দিবসে (ওই দুটি দিন আদালত খোলা থাকে) ছুটি দেওয়ার পালটা দাবি তুলেছে। আগে হাইকোর্টে গরমের ছুটি থাকত প্রায় মাস খানেক। গত কয়েকবছর ধরে সেখানেও থাবা বসিয়েছে সুপ্রিম কোর্টের কর্মদিবস বৃদ্ধির ফতোয়া। বর্তমানে সব মিলিয়ে হাইকোর্ট বছরে মোট ২১০ দিন চালু থাকে। আপাতত চার বিচারপতির সুপারিশ অন্য বিচারপতিদের কাছে পাঠিয়ে মত চাওয়া হয়েছে। এরপর সব বিচারপতিদের নিয়ে 'ফুল কোর্টে' তা গৃহীত হবে। এই প্রসঙ্গে ক্ষোভ উগরে দিয়ে হাইকোর্টের বৃহত্তর আইনজীবী সংগঠন বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শংকরপ্রসাদ দলপতি জানান, 'শুধু ছুটি বন্ধ করে কাজের দিন বাড়ালেই মামলার পাহাড় কমবে না। সুপ্রিম কোর্টকে এই বিষয়টাও নজরে রাখ তে হবে যে, হাইকোর্টে ৭২ জন বিচারপতি থাকার কথা, সেখানে ২০,২২ টি পদ ফাঁকা। আবার দীর্ঘদিন বার থেকে বিচারপতি নিয়োগ বন্ধ হয়ে রয়েছে।'

রাজনৈতিক মত বিরোধ থাকলেও এক্ষেত্রে বারের বর্তমান সম্পাদককে সমর্থন করেন প্রাক্তন সম্পাদক বিশ্বব্রত বসুমল্লিকও। তাঁর বক্তব্য, 'সর্বক্ষেত্রে কলকাতা হাইকোর্ট বঞ্চিত। তাই শুধু দিন বাড়িয়েই মামলা নিষ্পত্তি করা যাবে না।' পাশাপাশি তিনি এও জানান, 'হাইকোর্টের সব বিচারপতির কার্যক্ষমতাও সমান নয় কেউ সারা দিনে ৫০ টা মামলা শোনেন আবার কেউ ৫ টিও মামলা নিতে পারে না। তাছাড়াও আইনজীবীরা যেখানে রাজি নয়, সেখানে এভাবে জোর করে সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যায় না।'

রাজাবাজারের অস্ত্র পাচারকারীর সঙ্গে মিলল ডাকাতির যোগসূত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা থেকে উদ্ধার বিপুল অস্ত্র ও গুলির সূত্র ধরে সামনে এল রাজাবাজারের অস্ত্র পাচারকারী মহম্মদ ইজরায়েলের সঙ্গে দাগী ডাকাতের যোগসূত্র, দাবি এসটিএফের। উদ্ধার হওয়া ওই অস্ত্র বাংলাদেশে পাচার করার ছক কষা হয়েছিল কি না, সেই তথ্যও খতিয়ে দেখছে কলকাতা পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। শনিবার মধ্য কলকাতার মুচিপাড়া এলাকার সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অদূরে অস্ত্র পাচার করার অভিযোগে মহম্মদ ইজরায়েল খান নামে এক ব্যক্তিকে কলকাতা পুলিশের এসটিএফ গ্রেপ্তার করে। তার কাছ থেকে তিনটি ওয়ান শটার, দু'টি সেভেন এমএম পিস্তল ও ৯০টি বুলেট উদ্ধার করা হয়। ওই ৯০টির মধ্যে রয়েছে ৫০টি ৮ এমএম ও ৪০টি ৭.৬৫ এমএম বুলেট।

এদিকে গোয়েন্দা সূত্রে খবর, রাজাবাজারের পাটোয়ার বাগান লেনে ইজরায়েল এখন পরিবার নিয়ে থাকলেও তার আসল বাড়ি ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলার ঘাংড়ির হান্টারগঞ্জ এলাকায়। ঝাড়খণ্ডে যাতায়াতের সূত্র ধরেই অস্ত্র পাচারের মতো অপরাধে হাত পাকাতে শুরু করে সে। শেষ পর্যন্ত হাতে পর্যাপ্ত অস্ত্র আসার পর রীতিমতো ডাকাত দল তৈরি করে ফেলে সে। এরপর ২০১৪ সালে উত্তর কলকাতার সিঁথি এলাকার একটি দোকানে ঢুকে হাতে রিভলভার নিয়ে ডাকাতি করে ইজরায়েল। সিঁথি থানার পুলিশ ও লালবাজারের গোয়েন্দারা তদন্ত করে জানতে পারে যে, ওই ডাকাতির মাস্টারমাইন্ড ছিল এই এই মহম্মদ ইজরায়েল খান। তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ডাকাতির মামলায় জেল থেকে বের হওয়ার পরও সে থেমে থাকেনি। ফের শুরু করে অস্ত্র পাচার। বেশ কয়েকবার বিভিন্ন থানা ও গোয়েন্দা পুলিশের হাতে অস্ত্র পাচারের অভিযোগে ইজরায়েল গ্রেপ্তার হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর, রবিবার ইজরায়েলকে ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয়। সরকারি আইনজীবী অরূপ চক্রবর্তী আদালতে জানান, বেআইনি অস্ত্র নিয়ে ওই ব্যক্তি ধরা পড়েছে। বেআইনি অস্ত্র কারবারী তথা পাচারকারী হিসাবে তার বদনামও রয়েছে। এই অস্ত্র পাচারে দেশের নিরাপত্তার প্রশ্ন জড়িত। অভিযুক্ত জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত করেছে। তার সঙ্গে 'টেরর লিঙ্ক' বা জঙ্গিযোগ পাওয়া যেতে পারে। তাকে জেরা করে আরও কয়েকজনের নাম উঠে এসেছে। তাদের গ্রেপ্তার করার প্রয়োজন। অভিযুক্তর আইনজীবী তার জামিনের আবেদন জানান। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে অভিযুক্তকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দেন বিচারক।

গোয়েন্দা সূত্র জানিয়েছে, মূলত বিহারের মুঙ্গের থেকেই অস্ত্র সংগ্রহ করে সে। সেই মুঙ্গেরি রিভলভার ও পিস্তল এজেন্টের মাধ্যমে কখনও সড়কপথ, কখনও বা রেলপথে নিয়ে আসে কলকাতায়। ক্রেতা বুঝে সেগুলি চড়াদামে বিক্রি করে সে। সামনেই বিভিন্ন জেলায় উপনির্বাচন। তার আগে কলকাতায় এই অস্ত্র পাচারের ঘটনা চাঞ্চল্য বাড়িয়েছে। যদিও অনেক সময়ই কলকাতা থেকে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে এজেন্ট মারফৎ অস্ত্র পাঠানো হয়। সীমান্ত পার হয়ে কয়েক গুণ দামে অস্ত্র ও বুলেট বিক্রি করা হয় বাংলাদেশে। বাংলাদেশে এখন জঙ্গিরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। তাই তাদের অস্ত্র বিক্রি করা এখন অনেক সহজ। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

শুভেন্দুকে সেন্সরের দাবি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দ্বারস্থ তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উপনির্বাচনের আগেই শুভেন্দু অধিকারীকে সেন্সরের দাবি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দ্বারস্থ রাজ্যের শাসক দল। হেট স্পিচ বা ঘৃণামূলক মন্তব্যকে কেন্দ্র করেই শাস্তির দাবি জানিয়েছে তৃণমূল। এই মর্মে কমিশনের কাছে স্মারকলিপিও জমা দিল তৃণমূলের প্রতিনিধি দল।

সোমবার কুণাল ঘোষ, শশী পাঁজা ও জয়প্রকাশ মজুমদার কমিশনের দ্বারস্থ হন। সেখানে একটি স্মারকলিপি জমা দেন তারা। কমিশনের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করার পর সাংবাদিক বৈঠকে করে কুণাল ঘোষ বলেন, 'আমরা মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে কিছু বক্তব্য জানিয়েছি, স্মারকলিপি দিয়েছি। যে বিষয়টি নিয়ে আমরা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তা হল শনিবার ৯ নভেম্বর নির্বাচনী প্রচারে ভয়ঙ্কর আপত্তিজনক বক্তব্য রেখেছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তারা হেট স্পিচ দিচ্ছেন। নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি মানা হচ্ছে না। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ও প্ররোচনামূলক বক্তব্য রেখেছেন।' এর পাশাপাশি কুণাল এও জানান, 'বাংলাদেশ আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র। এর অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় কথা বলা যায় না। সেখানে কী হয়েছে, তার নির্দিষ্ট তথ্য আমাদের কাছে নেই। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ সম্পর্কে অত্যন্ত উত্তেজনামূলক বক্তব্য রেখে তিনি সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ, মেরুকরণ ও প্রতিহিংসার উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করেছেন। বিজেপির এই ভেদাভেদের সংস্কৃতি

চলতে দেওয়া যায় না। উপনির্বাচনে হার নিশ্চিত বুঝে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে।'

সঙ্গে কুণাল এও জানান, 'ওই ভিডিওতে শুভেন্দু বলছেন এই ছবি দেখেছেন, ওই টাইলস ভাঙা হচ্ছে। আমরা স্মারকলিপির সঙ্গে ওই বক্তব্য পেনড্রাইভে করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দিয়েছি। এটা শুধু নির্বাচন বলে নয়, সমাজে ধর্মের নামে হিংসা তৈরির চেষ্টা, ধর্মীয় ভাবাবেগকে হিংসায় পরিণত করার চেষ্টা করা হয়েছে ওই ৪০ মিনিটের ভাষণে। এটা সমাজের পক্ষে, আইন-শৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকারক। আমাদের বক্তব্য কেন্দ্রের নির্বাচন কমিশন ও রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের কাছে সেন্সর করার দাবি জানিয়েছি।' ভোটের শেষবেলায় এই অভিযোগ কেন, তার ব্যাখ্যা দিয়ে তৃণমূল নেতা জানান, 'আমাদের প্রচার এবার শেষ হচ্ছে। কিন্তু এই ভাষণের প্রভাব নির্বাচন বা উপ-নির্বাচনে সীমাবদ্ধ থাকছে না। এর প্রভাব আরও পড়বে। সম্ভাব্য যাবতীয় আইনি পদক্ষেপ করতে পারেন। তার আগে অবিলম্বে সেন্সর করতে হবে। নির্বাচন কমিশনরে কড়া বার্তা দিতে হবে হেট স্পিচ নিয়ে। এটা বিজেপির সংস্কৃতি। জানে ৬টার ৬টা আসনেই হারতে চলেছে। তাই মরিয়া হয়ে এইসব করছে। এই স্পিচ সংবাদমাধ্যম, সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নির্বাচন কমিশনকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা গোটা বিষয়টি বলেছি। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন। অপকর্ম করে শাসক দলের ওপর চাপানোর ষড়যন্ত্র চলছে। ঘৃণার ভাষণ তারই প্রস্তুতি।'

সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিলের আবেদন খারিজ আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে বড়সড় ধাক্কা খেল বিরোধী শিবির। কারণ, আসন্ন উপনির্বাচনে সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায়ের মনোনয়ন বাতিলের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের বক্তব্য, ভোটের দু'দিন আগে এই বিষয়টি দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কমিশন মনে করলে সেই পদক্ষেপ নিতে পারে। তবে বিরোধীদের দায়ের করা মামলায় আদালত হস্তক্ষেপ করবে না।

প্রসঙ্গত, সিতাইয়ের তৃণমূল প্রার্থী সংগীতা রায় সম্পর্কে কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার স্ত্রী। এই কেন্দ্রের বিধায়ক আগে ছিলেন জগদীশই। চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে তিনি কোচবিহার থেকে জিতে সাংসদ হওয়ায় এই কেন্দ্রে উপনির্বাচন এবং সেখানকার প্রার্থী তাঁরই স্ত্রী। সংগীতাদেবীও দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক বৃত্তে রয়েছেন। বাম ও কংগ্রেসের অভিযোগ, সংগীতা নির্বাচনী হলফনামায় যে জাতিগত শংসাপত্র পেশ করেছেন, তা সঠিক নয়। তথ্যগত ভুল রয়েছে তাতে। এনিয়ে প্রথমে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিল বাম-কংগ্রেস। কিন্তু তা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ না করায় সিপিএমের তরুণ নেতা তথা আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেন। সেখানে তিনি অভিযোগ তোলেন, নির্বাচনী হলফনামায় তফসিলি জাতিগত ভুয়ো শংসাপত্র জমা দিয়েছেন সংগীতা রায়। যদিও

সোমবার প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সাফ জানিয়ে দিল, আদালত এই মামলায় হস্তক্ষেপ করবে না। নির্বাচনী হলফনামা সংক্রান্ত তথ্য স্ক্রুটিনির দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। ফলে ১৩ তারিখ সিতাই উপনির্বাচনে তাঁর লড়াইয়ের পথে আর কোনও বাধা রইল না। এই কেন্দ্র তৃণমূলের দখ লেই ছিল। এখন সংগীতাদেবী সেই গড় রক্ষা করতে পারবেন কি না, সেটাই দেখার।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ, আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার আগে গ্রেপ্তার যুবক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোশ্যাল মিডিয়ায় আলাপ হওয়া বান্ধবীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার ধর্ষণ। এরপর বান্ধবী বিয়ের জন্য চাপ দিতেই কলকাতা ছেড়ে সোজা পাড়ি আমেরিকায়। মাস তিনেক আগে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে দেশে ফেরেন। ফের শনিবার পাড়ি দিচ্ছিলেন আমেরিকায়। তবে তার আগেই দিল্লি বিমানবন্দরে আসতেই অর্ঘ্য পট্টনায়েককে ধরে ফেলে সেখানকার অভিবাসন দপ্তর। রবিবার দিল্লি থেকে পেশায় ওই সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারকে গ্রেপ্তার করেন মধ্য কলকাতার নিউ মার্কেট থানার আধিকারিকরা। কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর, ২০১৯ সাল নাগাদ মেদিনীপুরের বাসিন্দা ওই যুবকের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় পরিচয় হয় অভিযোগকারিণী ওই যুবতীর। ওই যুবতীও পেশায় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। তাই দু'জনের মধ্যে সহজেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। এরপর লকডাউন থানার কারণে দু'জনই বাড়িতে বসে কাজ করতেন। বিশ্রামের সময় সোশ্যাল মিডিয়ায় দু'জন কথা বলতেন। এভাবে দু'জন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। লকডাউন ওঠার পর দু'জনের মধ্যে দেখা হওয়া সুবিধাজনক হয়। মেদিনীপুর থেকে অর্ঘ্য কলকাতায় আসেন। অভিযোগ, যুবতীকে প্রথমে বিবাহিত বলে পরিচয় দেননি। ক্রমে ওই যুবক বান্ধবীকে বলেন যে, তাঁর বিবাহিত জীবন একেবারেই সুখী নয়। তাই তিনি তাঁর স্ত্রীকে ডিভোর্স দিয়ে তাঁকেই বিয়ে করতে চান। যুবতীও অভিযুক্ত যুবককে বিশ্বাস করে ফেলেন। এরপর দু'জন বিভিন্ন সময় কলকাতার একাধিক হোটেলে গিয়ে ঘর ভাড়া নেন। যুবতীর অভিযোগ, বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেন ওই যুবক। বছর দু'য়েকের ঘনিষ্ঠতার পর যুবতী অভিযুক্তকে বিয়ের জন্য চাপ দেন। কিন্তু যুবক জানান, তিনি আমেরিকা চলে যাচ্ছেন। এখনই বিয়ে করা সম্ভব নয়। যুবতীকে এড়িয়ে চলতে থাকেন তিনি। এরপর অর্ঘ্য একটি সংস্থার হয়ে কাজ করার জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেন। থাকতে শুরু করেন ক্যালিফোর্নিয়ায়। যুবতী তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বান্ধবীকে একেবারেই এড়িয়ে চলতে থাকেন ওই যুবক। সোশ্যাল মিডিয়াতেও যোগাযোগ রাখতে চাইতেন না।

এরপর ২০২২ সালে যুবতী তাঁর ওই 'বন্ধু'র বিরুদ্ধে নিউ মার্কেট থানায় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ জানান। পুলিশ আধিকারিকরা মেদিনীপুরে গিয়ে নিশ্চিত হন যে, যুবক আমেরিকায় রয়েছেন। মাস তিনেক আগে অর্ঘ্য আমেরিকা থেকে বাড়িতে ফিরে আসেন। পুলিশ সেই তথ্য জানত না। মাস দু'য়েক আগে পুলিশের পক্ষ থেকে যুবকের বিরুদ্ধে 'লুক আউট সার্কুলার' জারি হয়। সেই তথ্য জানতেন না অর্ঘ্যও। ফের তিনি আমেরিকায় পাড়ি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। ক্যালিফোর্নিয়ার বিমান ধরার জন্য শনিবার দিল্লি বিমানবন্দরে পা দেওয়া মাত্রই যুবককে ধরে ফেলে অভিবাসন দপ্তর। খবর যায় নিউ মার্কেট থানায়। পুলিশ দিল্লিতে গিয়ে ওই যুবককে গ্রেপ্তার করে। এরপরই তাঁকে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়।

অর্জুন কাণ্ডে আদালতে ধাক্কা খেল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আদালতে বড় ধাক্কা খেল রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তর অর্থাত সিআইডি। আদালতের তরফ থেকে সোমবার স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয় অর্জুন সিংকে তলব উপনির্বাচনের আগে নয়। শুধু তাই নয়, কলকাতা হাইকোর্টের এই নির্দেশের পর পিছিয়ে গেল অর্জুন সিংকে তলবের দিন। শুধু তাই নয়, একইসঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হল চার ঘণ্টার বেশি জেরাও করা যাবে না প্রাক্তন এই সাংসদকে।

প্রসঙ্গত, ১২ নভেম্বর অর্জুন সিংকে ভবানী ভবনে ডেকে পাঠানো হয়। সঙ্গে এও জানা গেছে, ২০২০ সালের একটি তছরুপের মামলায় অর্জুনকে ডাকা হয়েছে বলেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর। ভাটপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান থাকার

পাশাপাশি ভাটপাড়া নৈহাটি কো-অপারেটিভ ব্যাংকেরও চেয়ারম্যান ছিলেন অর্জুন সিং। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই সময় কো-অপারেটিভ ব্যাংকে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এরই তদন্তে অর্জুনকে সিআইডির তরফে তলব করা হয়েছে বলেই খবর। এদিকে বুধবার চলতি মাসের ১৩ তারিখ ব্যারাকপুর লোকসভার অন্তর্গত নৈহাটি বিধানসভার উপনির্বাচন। এর ঠিক আগের দিন তলব করা নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই তোপ দাগেন অর্জুন সিং। এরপরই রাজ্য গোয়েন্দা দপ্তরের তরফ থেকে যে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে তাকে চ্যালেঞ্জে জানান অর্জুন। সোমবার সেই মামলারই শুনানি হয় বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের বেঞ্চে। সেইসঙ্গে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের আদেশ দেন, ১৪ নভেম্বর হাজিরা দেবেন অর্জুন সিং। কিন্তু চারঘণ্টার বেশি জেরা করা যাবে না।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, অর্জুন সিং এর আগে বিভিন্ন তদন্তে সবসময়ই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এবারেও তাঁর কোনও আপত্তি নেই। তবে তিনি মনে করেন উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবেই উপনির্বাচনের আগের দিন তাঁকে ডাকা হয়েছে। শুধু তাই নয়, অর্জুন সিং এও জানান, নির্বাচনের আগের দিনই তাঁকে ডেকে প্রচার নষ্টের পরিকল্পনা করেছিল সিআইডি। তবে তা আর হচ্ছে না। ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনার কথা বুঝতে পেরেই সিআইডিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। তাঁর এই আর্জিতে সাড়াও মিলল আদালতের তরফ থেকে।

চিড়িয়াখানায় নয়া চমক, এবার খাঁচায় প্রবেশের অনুমতি দর্শকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের মরশুমে দর্শকদের জন্য থাকছে নয়া চমক। চিড়িয়াখানায় গিয়ে এবার খাঁচার ভিতর ঢুকতে পারবেন দর্শকেরা। এবার এমন সুযোগই করে দিতে চলেছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। তবে বাঘ বা সিংহের খাঁচায় নয়, পাখির খাঁচায় ঢোকার ছাড়পত্র দেওয়া হচ্ছে। সেজন্য চিড়িয়াখানায় করা হয়েছে বিশালাকার একটি খাঁচা। যেখানে হরেক প্রজাতির পাখি থাকবে। খাঁচায় ঢুকে তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন দর্শকরা। উল্লেখ্য, ভিনরাজ্যে এরকম অনেক চিড়িয়াখানা রয়েছে যেখানে পশুপাখিদের খাঁচায় প্রবেশের অনুমতি রয়েছে দর্শকদের। কিন্তু এ রাজ্যে এমন কোনও ব্যবস্থা ছিল না। এই প্রথম আলিপুর চিড়িয়াখানা দর্শকদের খাঁচায় প্রবেশের ছাড়পত্র দিচ্ছে। বিশালাকার কাচে মোড়া সেই খাঁচা। সেখানে দর্শকদের হেঁটে ঘোরার জন্য থাকছে ওয়াকিং ওয়ে। প্রায় ১২ প্রজাতির পাখি থাকছে। জলজ পাখি রাখা হচ্ছে। সেজন্য খাঁচার মধ্যে রয়েছে জলাশয়। আলিপুর চিড়িয়াখানা দেড়শো বছর পূর্তি উপলক্ষে দর্শকদের এই উপহার দিতে চলেছে। চলতি মাসেই দর্শকদের জন্য এই খাঁচা খুলে দেওয়া হচ্ছে বলে আলিপুর চিড়িয়াখানা সূত্রে খবর।

এর পাশাপাশি শীতের মরশুমে আলিপুরে আসছে নয়া অতিথি। শিলিগুড়ি বেঙ্গল সাফারি থেকে আসছে একটি চিতা-বিড়াল (লেপার্ড ক্যাট)। এই প্রথম আলিপুরে আসছে চিতা-বিড়াল। আগামী দু-একদিনের মধ্যে তাকে নিতে আলিপুর থেকে প্রতিনিধিরা উত্তরবঙ্গে রওনা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা শুভঙ্কর সেনগুপ্ত এও জানান, আলিপুর চিড়িয়াখানাকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে। দেড়শো বছর পূর্তিতে প্রবেশ পথে নতুন ফটক উদ্বোধন করা হয়েছে। এবার দর্শকদের জন্য খাঁচায় প্রবেশের ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে। পাখিদের একটি নতুন খাঁচা তৈরি হয়েছে। সেখানে দর্শকরা প্রবেশ করতে পারবেন। তবে তাদের ছুঁতে পারবেন না। কাচে মোড়া সেই খাঁচার ভিতরে পাখিদের সঙ্গে ছবি তুলতে পারবেন দর্শকরা। সেখানে চাইলে বসে একটু বিশ্রাম করে নিতে পারবেন। সেজন্য খাঁচার ভিতরে চেয়ার রাখা হয়েছে।

এদিকে আলিপুর পশুশালার কর্তারা এও জানান, বছর কয়েক ধরে সবুজ অ্যানাকোন্ডা নিয়ে আসার কথা চলছে। মাদ্রাজ ক্রোকোডাইল ব্যাংক থেকে তাকে নিয়ে আসার কথা। পাশাপাশি ভিন দেশেও তার খোঁজ চালায় কর্তৃপক্ষ। এই মরশুমে হয়তো তা হাতে পেতে পারে কর্তৃপক্ষ। কারণ ইতিমধ্যে আলিপুরে তার ঘর গোছানো হয়ে গিয়েছে। তবে তাকে হাতে পেতে আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।

সম্পাদকীয়

বেঁচে থাকুক শ্যামাপোকা, বাড়ুক ফলন ধানেরও

শ্যামাপুজো এলেই চোখে পড়ে রাশি রাশি শ্যামাপোকা। কোথাও এর নাম কালীপোকা। কেউ বলে হৈমন্তী পোকা। শ্যামাপোকা দেখতে ফ্যাকাসে হলুদ সবুজ। ডানায় থাকে কালো দাগ। যুগ যুগ ধরেই এই পোকাদের দেখা যায়। আসলে এরা আলোর দিকে ধেয়ে আসে। শ্যামাপুজো বা দীপাবলি যে-হেতু আলোর উৎসব, তাই এদের বেশি আনাগোনা। বাংলায় এই পোকাকে তাই দীপাবলির বাহক-ও বলা হয়ে থাকে। বাংলা ছাড়াও সব ধান উৎপাদক রাজ্যেই এদের দেখাপাওয়া যায়। শ্যামাপোকা ধান গাছের রস খেয়ে ক্ষতি করে। এরা আবার এক রকম রোগের বাহকও বটে, যে রোগে ধানগাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়। গাছ শুকিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। শুধু তা-ই নয়, গাছের বৃদ্ধি বাধা পায়। তার ফলে কমে যায় ধানের উৎপাদন। প্রশ্ন উঠেছে, যে পোকা এত ক্ষতি করে সেই পোকা বাঁচিয়ে রেখে কী লাভ? আবার এটাও ঠিক, প্রকৃতিতে জীববৈচিত্রের ভারসাম্যে সব পতঙ্গের ভূমিকা থাকে। তবে এই পোকা নিজের দোষেই মরে যায়। যে-হেতু আলোর দিকে ধেয়ে আসে, তাই আলোর তাপে পুড়ে শেষ। তা ছাড়া কম বৃষ্টি, খামখেয়ালি আবহাওয়া ও জমিতে যথেষ্ট কীটনাশকের ব্যবহারে কমে যায় শ্যামাপোকা। প্রকৃতিপ্রেমী বা সাধারণ মানুষ চাইবে না যে শ্যামাপোকা হারিয়ে যাক। প্রকৃতিতে কম হলেও বেঁচে থাকুক শ্যামাপোকা। অন্য দিকে, ধানগাছও থাকুক সুস্থ। বাড়ুক ধানের ফলন। কৃষকের মুখে ফুটুক স্বস্তির হাসি।

শব্দবাণ-৯৯

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. খুব সকাল ৩. মাতা ৫. বিস্তীর্ণ জলরাশি ৭. গন্ডার ৮. তরঙ্গ, ঢেউ ১০. প্রবল বন্যা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. ঠিকানা ২. এ কাজ করতে ভীষণ ভালোবাসে ৩. উত্তম, তোফা ৪. রূপকথার এক নায়ক ৬. মুছতে লাগে ৯. যজ্ঞ।

সমাধান: শব্দবাণ-৯৮

পাশাপাশি: ১. বাজিগর ৩. আলাদা ৪. কানাই ৬. নিপট ৯. ভাবন ১০. কাগাবগা।

উপর-নীচ: ১. বাদাম ২. রওনা ৩. আশমানি ৫. ইনসান ৭. পলকা ৮. অভাগা।

জন্মদিন

আজকের দিন

দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়

১৯২৭ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*
১৯৪০ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা আমজাদ খানের জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শতরূপা সান্যালের জন্মদিন।*

বাংলার জগদ্ধাত্রী পূজা

তন্ময় সিংহ

'জয় সর্বগত দুর্গে জগদ্ধাত্রি নমহোস্তে'

আমরা সমস্ত করব সেরা পুজো গুলোর জন্য তাকিয়ে থাকি কলকাতার দিকে কিন্তু শহর কলকাতা ছেড়ে যে পুজোর ব্যাপ্তি গ্রামবাংলায় সবচেয়ে বেশি তা হলো জগদ্ধাত্রী পূজা। আসলে ইংরেজ আমলের পূর্বে কলকাতা আজকের কলকাতা হয়নি তখন পশ্চিমবঙ্গ শাসিত হতো নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদার সুলতান অথবা রাজাদের দ্বারা। সেই সময়ই আমাদের নদীয়ার কৃষ্ণনগরে প্রথম জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলন হয় এবং সেই থেকেই পরবর্তীতে হুগলির চন্দননগরে ব্যাপকভাবে এই পূজা জনপ্রিয় হয়। যদি অষ্টম শতকে জগদ্ধাত্রী পূজার বাংলায় প্রচলনের ঐতিহাসিক নমুনা দেখা যায়। কৃষ্ণনগর আর চন্দননগর এর এই লড়াইয়ের জন্যই, বছরের এই সময়টাতেই স্লোগান উঠে সামাজিক মাধ্যমে 'চন্দননগর চলো' ও 'কৃষ্ণনগর চলো'।

ইতিহাসে পিছিয়ে গেলে আমরা দেখতে পাই, নদীয়ার কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নজরানা দিতে না পারায়, নবাব আলীবর্দীর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। তার যখন কারাগার মুক্তি হয় তখন দুর্গাপূজার বিসর্জন হয়ে যাওয়ায় আকাশে বাতাসে বিজয়ার সুর। ধর্মপ্রাণ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেবীর কাছে তার মনস্তাপ করতে থাকেন এ বছর রাজরাজেশ্বরীর পূজা না করতে পারার জন্য। ভক্তের এই আকুল প্রার্থনা হয়তো মাতৃ হৃদয়কে ছুয়ে গিয়েছিল, ভক্তের নৈবেদ্য ছাড়া তিনিও হয়তো ফিরতে পারছিলেন না। কথিত আছে চতুর্ভূজা সিংহবাহিনী দেবী মূর্তির দর্শন পান রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, সঙ্গে কার্তিক মাসের শুক্লা নবমীতেই একদিনেই সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী তিথির পূজা করার নির্দেশ দেন দেবী মূর্তি। সেই থেকে জনশ্রুতি মতে ১৭৬৬ সাল থেকে নদীয়ার কৃষ্ণনগরে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের রাজবাড়ীতে প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন হয়। আজও নবমীর দিনেই এই পূজার সমস্ত তিথির পূজা গুলি সম্পন্ন হয়। সারা বাংলাতেও বেশিরভাগ জায়গাতে এই মডেল অনুসরণ করা হয়

পরবর্তীকালে রাজবাড়ীর পুজো দেখাদেখি সমগ্র কৃষ্ণনগরে ব্যাপকভাবে প্রচলন হয় জগদ্ধাত্রী পূজার। অনেকে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপৌত্র গিরিশচন্দ্রকে এই পূজার অন্যতম স্থপতি কার হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। রাজবাড়ীর দেখাদেখি নদীয়ার গোয়ালারা ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে চাঁদা দিয়ে ঘটে ও পটে জগদ্ধাত্রী পূজা। বারোয়ারি সংস্কৃতির শুরু হয় এই পূজার মাধ্যমে। এরপরে পটে আঁকা জগদ্ধাত্রী পূজা পূজাকে ১৭৯০ সাল থেকে মূর্তি পূজায় রূপান্তরিত করেন গোবিন্দ ঘোষ। এই পূজা বর্তমানে বুড়িমার পূজা নামে বিখ্যাত। কৃষ্ণনগরের মানুষের মতে এই দেবী খুবই জাগ্রত এবং মনস্কামনা পূর্ণকারী তাই বর্তমানে প্রায় ৭০০ ঘরি গয়না দিয়ে সাজানো হয় এই দেবীকে। সেই থেকে কৃষ্ণনগর শহর পশ্চিমবঙ্গে জগধাত্রী পূজার অন্যতম স্থান। প্রায় দুশো বারোয়ারি জগদ্ধাত্রী পূজা আজকের দিনে কৃষ্ণনগরে হয়। যা চন্দননগরের সংখ্যার সাথে পাল্লা দেয়।

যদিও আজও আম বাঙালির ধারনা, জগদ্ধাত্রী পুজো মানে চন্দননগর আর চন্দননগরের আলো। ব্যবসায়ীরা প্রথম তাদের আলোর কারুকার্য শুরু করেছিল এই চন্দননগরে এবং এই আলোয় সারা বছর বায়না হত সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মন্ডপে ও অনুষ্ঠানে। আজকের দিনে এসে চন্দননগরের আলোর সেই রমরমা অনেকটা কেটে গেছে থিম প্যান্ডেলের জাঁকজমকে। সারা পৃথিবী যখন বোকা বাক্স আর মুঠোফোনে এসে বন্দী হয়ে গেছে তখন আর আলোর খেলা টানতে পারে না মানুষ কে। তবুও উৎসব প্রেমী বাঙালির মনে চিরস্থায়ী জায়গা নিয়েছে চন্দননগরের আলো। আর সেই আলোর লড়াইয়ের দেখা মেলে জগদ্ধাত্রী পূজাতেই।

যদিও চন্দননগরে জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলনের সাথে জড়িয়ে আছে এক জাতিস্বরের গল্প। প্রচলিত মতে কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ানের বাড়ি ছিল চন্দননগরে, তাঁর বংশের কেউ আবার পরবর্তীতে ফরাসি ঘাঁটি চন্দননগরে ফরাসি দুর্গের দেওয়ান হয়। তিনি স্মরন করতে পারেন পূর্বজন্মে কৃষ্ণনগরে জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁকজমকের কথা। জনশ্রুতি হিসেবে শুভেন্দু মাঝি ছিলেন তাঁর জাতিস্মর, যদিও বর্তমানে চন্দননগরের ইতিহাসে এদের কোন স্থান নেই। বরং নিচুপট্টির পূজা প্রচলনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীকে। তাঁকেই কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের দেওয়ান বলে ধরে নেওয়া হয় ও এদের বাড়িতেই আড়াইশো বছর আগে শুরু হয়েছে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার প্রচলনের ইতিহাস বললে জনপ্রিয় মত।

লক্ষ্মীগঞ্জের চাউলপট্টির এই প্রতিমায় সাদা সিংহের বিপরীতমুখী অবস্থান ও জলে প্রতিমা নিরঞ্জনের পরেই সাপের আবির্ভাব এই দেবীর জাগ্রত মহিমা রক্ষিত করে। শ্রীধর বা শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূজা চন্দননগরে ১৭৬৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু করেন, চাউল পট্টির ব্যবসায়ীদের সাথে ঝামেলার পর লক্ষ্মীগঞ্জে। প্রায় তিনশোর বেশি পূজা আজকের দিনে চন্দননগরে হয় এবং এর মধ্যে বাছাই করা ৭৫ -৮০ টি পূজা নিয়ে কার্নিভালের জন্য সারা বাংলা থেকে মানুষ হুমড়ি খেয়ে চন্দননগরে পৌঁছায়। পূজার দিনগুলোতেই চন্দননগর জুড়ে ভীড় কলকাতার বড় বড় পূজার সাথে তুলনা চলে।

আবার জয়রামবাটির জগদ্ধাত্রী পূজার সাথে সারদার মায়ের ইতিহাস জড়িত। জনশ্রুতি মতে সারদা দেবীর মা, শ্যামাসুন্দরী দেবী, নব মুখুর্জে দের বাড়িতে প্রত্যেক বছর কালীপুজোর নৈবেদ্য পাঠাতেন। এক বছর বিবাদ এর কারণে এই পদ্ধতিতে বাধা পড়লে শ্যামাসুন্দরী দেবী মা জগদ্ধাত্রী স্বপ্ন পান এবং পূজার আদেশ পান। কথিত আছে প্রথম বছর দশমীর দিনে বৃহস্পতিবার পড়ায় দেবীর বিসর্জন সম্ভব হয়নি এবং মাস পয়লা ও সংক্রান্তির দিনেও দেবীর বিসর্জন হয় না। মা সারদা দেবী এই পূজা বারবার বন্ধ করার মনস্কামনা করলেও প্রত্যেকবার মায়ের স্বপ্নাদেশে তিনি পূজা চালিয়ে যান এবং দশ বিঘা জমি এই পূজো কমিটির নামে বরাদ্দ করেন। জীবদ্দশায় প্রত্যেক পূজাতে উপস্থিত থাকতেন মা সারদা। আজও নিষ্ঠা ভরে এই পূজা হয়ে আসছে, মা সারদার নামেই।

নদীয়ার শান্তিপুরের রায় বাড়িতে জগদ্ধাত্রী পূজার সাথেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সম্পর্ক আছে বলে মনে করা হয়। আবার শহর কলকাতায় জগদ্ধাত্রী পূজা নিয়ে বলতে গিয়ে 'হুতুম পেঁচা' বলেছেন — যে কলকাতায় জগদ্ধাত্রী সাথে সাথে লক্ষ্মী-সরস্বতী প্রমুখ দেব দেবী ব্রহ্মা, নারায়ণ, শিব সকলেরই সেই সময় প্রতিমা করে পূজা হত। পূর্ববঙ্গের বরিশালে ও একটি পাথরের জগদ্ধাত্রী মূর্তি পাওয়া গেছে। যা খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নির্মিত বলে ঐতিহাসিকরা মনে করেন এবং বর্তমানে সংরক্ষিত আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। বয়সে প্রবীণ না হলেও বর্তমানে বাঁকুড়া ত্রিনয়নী পূজা কমিটি সারা রাজ্যে যথেষ্ট নাম ডাক ফেলেছে। এইভাবে দুর্গাপূজার পরে কালীপূজা এবং তারপরে জগদ্ধাত্রী পূজা সারা বাংলাতে ছড়িয়ে পড়েছে এবং একটি অন্যতম স্থানীয় উৎসব হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

হারলেও লড়াই ছাড়বেন না

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

শিরোনামটা এমনই দিলাম। বিষয়টি সকলেরই চেনা। তাই সকলেরই অনুভূতিতে পৌঁছাতে চাই। জানি না পারবো কিনা বাট চেষ্টা তো করতে পারি। ঠিক আজকের সাবজেক্ট এর মত। আপনি আমি জানিই না আমরা কি পারি আর কি পারি না। কিম্বা কতটা পারি, কতটা নয়। অনেকে অনেক কিছু আগে থেকে বুঝতে পারেন। তাদের কথা না হয় আজকে বাদই দিলাম। কারণ তাদের অতিরিক্ত আত্ম বিশ্বাস থাকে। যাকে আমরা ইংরেজিতে ওভার সেল্ফ কনফিডেন্স বলে থাকি। অবশ্য এই অভ্যাস সবার নয়। অতিরিক্ত না হলেও সাধারণ বিশ্বাসের ধারণা থেকে একটু সরে গেলে থাকে চরম বিপদ। অনেক কিছু সমস্যা। অনেক অনেক সমস্যা। যারা চরম আত্ম বিশ্বাসী তাদের না হয় একটু আলাদা সরিয়ে আমাদের আলোচনা সাধারণদের নিয়ে।

দেখুন তথাকথিত রাজনীতি নিয়ে না আলোচনা করেও আমাকে এতগুলি দৈনিক যখন নির্বিকারে বছরের বছর সহ্য করে চলেছে তখন আপনিও রাজনীতি ছাড়া অনেক দূর এগোতে পারবেন। এখানে আমি তাদের কথা বলছি যারা কিনা মনে করেন যে মাথার উপর রাজনীতির হাত না থাকলে কোনো কাজ করা বা সাকসেস পাওয়া সম্ভব নয়। এমনটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে হয় না। আপনি আমি সেটা কিছুটা মানলেও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না। আর এক্ষেত্রে বলবো আগে সেই বিশ্বাসটাই আনতে হবে যে আমি পারি। আর আমিই পারি। একেবারে ছোটবেলা থেকেই এই ধারণাটা আমাদের মাথায় ঢুকে গেছে যে আমাদের পড়াশুনো করে কি লাভ! অনেকেই বলবে অমুকের হয়নি, তমুকের হয়নি ইত্যাদি ইত্যাদি। আর এতে ঠিক মদত দেওয়ার লোকও জুটে যায়। বরং এই ধারণার লোককে তেমন দেখা যায় না যে কিনা বোঝাবে পড়াশুনো না করেই বা কি লাভ। পারলে বোঝান না পড়াশুনো না করে বেকার থাকা থেকে পড়াশুনো করে বেকার থাকা অনেক সম্মানের। অন্তত পড়াশুনোর মান মর্যাদা সে সারা জীবন পাবে। সে যদি পাগলও হয় তবুও তাকে লোকে শিক্ষিত পাগল বলেই জানবে। ঠিক এই খানেই নিন্দুকেরা আমার দিকে রে রে করে তেড়ে আসবে। বলবে লেখক ভুলভাল বকছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে বলবো আপনি আপনার মত বলতেই পারেন কিন্তু নিত্যসত্য কি সেটাই আসল কথা। আর ওই সব ধ্যান ধারণা থেকেই বোধহয় সরস্বতী মন্দির খুব একটা দেখা হয় না। মনে হয় শনী তে আছে ভয় আর সরস্বতী তে তো সম্মান হয়,- বাকিটা বুঝে নিতে হয়।

এখন প্রশ্ন হলো ভিতই যদি নড়বড়ে হয় তবে বাকিটা ভঙ্গুর হওয়ায় রোখে কে। ধরেই নিলাম যা আছে তাই নিয়ে চলতে হবে। যা আছে সেটাকে যদি ঠিকঠাক কাজে লাগানো যায় তাতেই বাজিমাত করা যায়। আর উন্নত মেধা থাকলে কোনো কথা হবে না। তবে সব ক্ষেত্রে লাগে নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাস। যা আছে তাই দিয়ে যদি ভালোভাবে জড়িয়ে থাকা যায় তবে কুড়িয়ে লাভ কি। আপনি আমি সেটা সকলেই ভালোভাবে জানি। কিন্তু তবু পারি না। কেনো পারি না কারণ আমরা সব কিছু সহজেই পেতে চাই। তার জন্যে যে নূন্যতম পরিশ্রম লাগে সেটাকে বেমালুম ভুলে যাই। এটাই আমাদের সমস্যা। আমরা খুব তাড়াতাড়ি সাফল্য পেতে চাই। কিন্তু কি জানেন, সাফল্যের কোনো শর্ট কাট নেই। আপনি চাইলেও তা করতে পারবেন না। আপনাকে যা করতে হবে তা ভালোবেসে করতে হবে। প্রকৃত ভালোবাসা না থাকলে কোনো কিছুতেই সাকসেস পাওয়া যায় না। আমি মধ্যম মানের মেধা নিয়ে কথা বলছি। এক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রায় সকলে হারার আগে হেরে বসে আছে। কিন্তু তা ভাবলেও চলবে না। করা তো আরও পরের কথা। অন্তত জীবনে পিছিয়ে পড়ার একটা ভয়ংকর সম্ভাবনা থেকেই যায়। আসলে আপনি ঠিক জানেনই না আপনি কি পারেন আর কি পারেন না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এর 'পাশফেল 'গল্পে আমরা অনেকেই পড়েছি। সেখানে দেখেছি কিভাবে জীবন একজন পাশ করা ছেলে ফেল করা ছেলের কাছে জীবনে হেরে গেলো। কারণ যে আত্মবিশ্বাস ফেল করা ছেলেটার মধ্যে ছিল, পাশ ছেলেটার মধ্যে সেই অদম্য ইচ্ছাটা ছিল না। সুতরাং এটা বোঝা গেলো যে জীবনে হারা জেতা নির্ভর করে মূলত আত্মবিশ্বাসের উপর।

সব ক্ষেত্রে এটা সত্য যে আপনি যদি আত্ম বিশ্বাসী না হন , তবে আপনার সবটাই বৃথা। কোনো ক্ষেত্রে আপনি কোনোভাবেই এগিয়ে থাকতে পারবেন না। আমার কলম তাদের জন্য যারা কিনা ভেঙে পড়েছেন সব কিছু থেকে। আপনি মাঝারি। তো তাতে কোনো চাপ নেই। বিশ্বের ইতিহাস ঘেঁটে দেখুন এই মাঝারি মানুষগুলোই জীবনে কেমন মাত করেছেন। এটা কম কথা নয়। আসলে আমাদের বিশ্বাসের উপরে জোর আনতে হবে। তবেই সাকসেস পাওয়া যায়। একটি হিন্দি মুভি বেরিয়েছিল ' টুয়েলভ ফেল '। কি অসাধারণ মুভি। কি অসামান্য গল্প। একটা বারো ক্লাসের ফেল করা ছেলে কিভাবে আই পি এস হতে পারে তার গল্প। আপনার আমার ইচ্ছাটা যদি স্ট্রং থাকে তবে আপনাকে কেউ আটকাতে পারবে না। সে আপনি যত সামান্যই হোন না কেন। আমরা লড়াই করতে ভুলে গেছি। আমাদের মধ্য থেকে জেদ হারিয়ে গেছে। না, আমদের থেকে কোনোভাবেই জেদ হারালে চলবে না। জানবেন ভালোর ঘরে ভগবানও বিরাজ করে। আর ভালো তখনই হাওয়া যায় যখন আপনি সৎ ও পরিশ্রমী হবেন। তাই লড়াই থেকে সরে দাঁড়াবেন না। কেউ কিছু নিয়ে আসনি। আর কেউ কিছু নিয়ে যাবে না। তবু জীবন ও মরণের মাঝে যে কদিন বেঁচে থাকবো সে কদিন ভালোভাবে বাঁচব না কেনো? এই ভালোভাবে বাঁচার জন্যে দরকার শিক্ষা। আর প্রকৃত শিক্ষা লড়াই করতে জানে।

যে কোনো বড়ো মানুষের জীবন লক্ষ্য করলে জানতে পারবেন কি অপরিসীম সংগ্রাম তাদের জীবনে রয়েছে। কত ফেলিওর তাদের জীবনকে আরো শক্ত করে তুলেছে। আর সেই ভাবে তারা জীবনকে পাল্টেছেন। আর এটা সম্ভব হয়েছে তারা লড়াই থেকে সরে আসেন নি বলে। আর এ ব্যাপারে যারা মনীষী তাদের তো আরও বিরাট সংগ্রামের ইতিহাস আছে। তাই তো তাদের জীবনের ইতিহাস পড়ানো হয়। আর আরো ভালোভাবে মনীষীদের জীবনী গ্রন্থ পড়লে জানতে পারবেন কি অপরিসীম কষ্ট ও তার উত্তরণের পথ তারা আবিস্কার করেছেন। স্বামীজি বলেছেন লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত লড়াই না থামানোর কথা। মা সারদা বলেছেন' যে সয় সে রয়।' অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে সকল মনীষী তাদের বাণীতে অসীম ধৈর্য্য ও লড়াই এ কথা বলেছেন। ওই সব বাণী মানলেও আপনার আমার জীবনের অর্ধেক সমস্যার বহুলাংশ সমাধান হয়ে যাবে। তবে যারা জীবনের অল্পেতে হতাশ হলে পড়েন তারা যেন এটা কখনোই না ভাবেন যে জীবন এক জায়গায় থেমে থাকবে। জী বন একটি চলমান প্রক্রিয়া। তবে সেটাকে কিভাবে চলবেন তা আপনার ব্যাপার। আপনি আমি সঠিক আমাদের মেধাকে ঠিকমতো জানি না। জানবেন আমরা পারি। আর আমরাই পারি। লড়াই লড়াই আর লড়াই। থামা মানে জীবন শেষ। বাঁচুন প্রতিদিন। শপথ নিন প্রতিদিন। বিশ্বাস রাখুন প্রতিদিন। জানবেন একবার হারাতে জীবন থামে না। বরং আরও চ্যালেঞ্জ আসে। কি পারবেন না চ্যালেঞ্জ নিতে। তাই আসুন মন প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করি। লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত চেষ্টা করি। নিজেকে এমনভাবে তৈরি করুন যাতে ভগবানও একদিন এসে আপনাকে জিজ্ঞাসা করে — বল তোর কি চাই?

লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

আনন্দকথা

শুক্লা পঞ্চমী)। শ্রীরামকৃষ্ণ বালকের ন্যায় দিগম্বর, ঠাকুরদের নাম করিতে করিতে ঘরে বেড়াইতেছেন। কখন গঙ্গাদর্শন, কখন ঠাকুরদের ছবির কাছে গিয়া প্রণাম, কখন বা মধুর স্বরে নামকীর্তন। কখন বলিতেছেন, বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, গীতা, গয়ত্রী, ভাগবত-ভক্ত-ভগবান। গীতা উদ্দেশ করিয়া অনেকবার বলিতেছেন, ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী ত্যাগী। কখন বা — তুমিই ব্রহ্ম, তুমিই শক্তি, তুমিই পুরুষ, তুমিই প্রকৃতি; তুমিই বিরাট, তুমিই স্বরাট; তুমিই নিত্য, তুমিই লীলাময়ী; তুমিই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব।

এদিকে কালীমন্দিরে ও রাধাকান্তের মন্দিরে মঙ্গল আরতি হৎইতেছে ও শীর্ষঘণ্টা বাজিতেছে। ভক্তেরা উঠিয়া দেখিতেছেন কালীবাড়ির পুষ্পোদ্যানে ঠাকুরদের পূজার্থ পুষ্পচয়ন আরম্ভ হইয়াছে ও প্রভাতী রাগের লহরী উঠাইয়া নহবত বাজিতেছে।

নরেন্দ্রাদি ভক্তগণ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া ঠাকুরের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর হাস্যমুখ, উত্তর-পূর্ব বারান্দার পশ্চিমাংশে দাঁড়াইয়া আছেন।

(ক্রমশঃ)

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

বনগাঁয় ব্যবসায়ীকে গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁয় ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে, আহত ব্যবসায়ী আশঙ্কাজনক অবস্থায় কলকাতার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আহত ব্যবসায়ীর নাম অসিত অধিকারী বনগাঁর বক্সিপল্লির বাসিন্দা। তাঁর পেটের ডানদিকে গুলি লেগেছে বলে জানা গিয়েছে।

সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটে উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ থানার কালুপুর পাঁচপোতা এলাকায়।ব্যবসায়ীকে গুলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায়। আহতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁর পাঁচপোতা এলাকায় অসিতের মাছের ভেড়ি রয়েছে।প্রতিদিন সকালে সেই ভেড়িতে তিনি খাবার দিতে যান প্রত্যেকদিনের মতোই এদিন সকালেও তিনি রেললাইন ধরে জলাশয়ে মধ্যে মাছের ভেড়িতে খাবার দিতে যাচ্ছিলেন। অভিযোগ সেই সময় তাঁকে লক্ষ করে গুলি চালায় এক দুষ্কৃতী। গুলি গিয়ে লাগে তাঁর পেটে চিৎকার শুনে ছুটে আসেন রেললাইনের পাশে থাকা স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘটনাস্থলে আসে তাঁকে উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কলকাতার হাসপাতালে রেফার করা হয় ব্যবসায়ীর পরিবারের দাবি ঠিক কী কারণে কারা গুলি চালিয়েছে তা তাঁরা জানেন না তবে এর আগে তাঁর ওপরে কখনও হামলা হয়নি। এই ঘটনায় তাঁরা আতঙ্কিত। ব্যবসায়ীর স্ত্রী মিনতি অধিকারী বলেন, 'রোজকার মতো এদিন সকালে স্বামী মাছের ভেড়িতে খাবার দিতে যাচ্ছিলেন ঠিক সেই সময় তাকে পিছন থেকে গুলি করা হয় বলে খবর আসে। একটা বাচ্চা গুলি চালিয়েছে এমনটাই তিনি শুনেছেন। আগে কোনওদিন তার ওপর এরকম হামলা হয়নি। আমার কারও ওপর সন্দেহ নেই। স্বামীকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ এবার ঘটনার তদন্ত করে দেখুক।'

ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ নমুনা সংগ্রহ করেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, গুলিবিদ্ধ অসিত অধিকারী অসামাজিক কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রাথমিক ভাবে পুলিশের অনুমান পুরনো কোনও শত্রুতার জেরে তাকে গুলি করা হয়ে থাকতে পারে। গুলির ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু রাজনৈতিক তরজা। বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, 'এটা তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর কোন্দলের কারণে হয়েছে। এলাকার বর্গা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর ঝামেলা। আমরা পুলিশের কাছে অনুরোধ করব সঠিক ভাবে তদন্ত করলে দুধ কা দুধ পানি কা পানি হয়ে যাবে।'

বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ জানিয়েছেন, 'বিজেপির পায়ের তলায় মাটি নেই সেই কারণে ভুলভাল বকছে। এই ঘটনা দুষ্কৃতীকারীরা ঘটিয়েছে। আমরা দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলেছি।' গোটা ঘটনার তদন্ত করছে বনগাঁ রেল পুলিশ এবং জিআরপি পুলিশ সহ বনগাঁ থানার পুলিশ।

বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে রাজপুর সোনারপুর পৌর এলাকার সুধী নাগরিকবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে 27.09.2024 তারিখে পৌরসভার কর্তৃপক্ষের দ্বারা গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে এই শহরকে সার্বিকভাবে উন্মুক্ত শৌচ ও মূত্রত্যাগ বিহীন (Open Defecation free & open urination free) শহর হিসাবে ঘোষণা করা হল। নাগরিকবৃন্দ এর কাছে এই সার্বিক স্বচ্ছতা বজায় রাখার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ ও সহযোগিতার আহ্বান জানানো হচ্ছে। এর সাথে সকল অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে কোনো ব্যক্তি উন্মুক্ত স্থানে শৌচ অথবা মূত্রত্যাগ করলে ১০০(এক শত) টাকা জরিমানা ধার্য হবে।

স্বাক্ষরিত,
ড. পল্লব কুমার দাস,পৌরপ্রধান,
রাজপুর সোনারপুর পৌরসভা

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]

কলকাতায় ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
৯, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, ৮ম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
মিস আবেদন নং ৭৭- ২০২৪ সালের
এসএ ১১-২০২৪

অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য ... আবেদনকারী
বনাম
রিলায়েন্স প্রজেক্টস অ্যান্ড প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস লিমিটেড এবং অন্যান্য ... বিবাদিগণ

প্রতি,
(১) মেসার্স নিয়োগী অটো (প্রা.) লি. দক্ষিণ এনএইচ-২, সিটি সেন্টার, সেক্ট - ২, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৬
বিবাদী নং ৩

যেহেতু আবেদনকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৮ ধারা অধীনে মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার, ডিআরটি-৩ কলকাতা কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ/বিচার এবং অন্যান্য অবহিতের বিরুদ্ধে। এতদ্বারা আপনাদের এই ট্রাইবুনাল সমীপে সকাল ১০.৩০টায় বা অবধারিতভাবে ট্রাইবুনালের সুবিধামতো ২১.১১.২০২৪ তারিখে লিখিত প্রতিবেদন মাধ্যমে উত্তর দাখিলের জন্য সমন জারি করা হচ্ছে।
২. আপনারা কোনও নথিভুক্ত দাখিল করতে চাইলে, লিখিত প্রতিবেদনের সঙ্গে তার একটি তালিকা সহ দাখিল করতে পারেন।
৩. আপনাদের নথিভুক্ত ট্রাইবুনাল এবং ট্রাইবুনাল সমীপে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত প্লিডার/আইনজীবী মারফত হাজির হওয়ার ক্ষেত্রে হাজিরার আবেদন দাখিল করবেন।
৪. আরও অবগত হোন যে, উল্লিখিত তারিখে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে মামলার শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত, তারিখ ৬ নভেম্বর, ২০২৪।

স্বা/-
রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি অ্যাপিলেট ট্রাইবুনাল
কলকাতা

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: গত ১৩ বছর ধরে এলাকার একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কার হয় না। দীর্ঘ ১৩ বছর ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় পুরো রাস্তাটি ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। কোথাও কোথাও রাস্তার পাথর উঠে হাঁটু সমান গর্ত হয়েছে কোথাও আবার পাথরের কণা মারাত্মক ভাবে বেরিয়ে রয়েছে। দীর্ঘ এই ১৩ বছর ধরে রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গেলেই প্রায় প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা।

রাস্তা দিয়ে চলাচলকারী টোটো ও ইঞ্জিন ভ্যানচালকদের দাবি রাস্তা খারাপ থাকার ফলে প্রতিদিন দুর্ঘটনার পাশাপাশি তাদের গাড়ি খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সারাদিনে যা উপার্জন হয় তা সবটাই খরচ হয়ে যাচ্ছে টোটো ও ভ্যান সারাই করতে। বহু বছর ধরে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানানো হলেও কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন। তাই বসিরহাটের তুষখালি মণিপুর রোডের ধুচনেখালি বাজারে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান সমস্ত গাড়ি চালকরা ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এই রাস্তা দিয়ে তিনটি অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষ প্রতিদিন যাতায়াত করেন। থানা, বিডিও অফিস, সহ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় যেতে হলে এই রাস্তা ছাড়া আর কোনও বিকল্প রাস্তা নেই। তাই এই রাস্তা অবিলম্বে সংস্কার করতে হবে সেই দাবিতে বিক্ষোভ।

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

জোনাল অফিস : কলকাতা দক্ষিণ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১৫.১২.২০২২** তারিখে ঋণগ্রহীতা **(১) মেসার্স তারামা ফিশ ট্রেডার্স, স্বত্বাধিকারী : শ্রী বলাই দাস (ঋণগ্রহীতা) ঠিকানা** - কাকদ্বীপ বীরেন্দ্র মার্কেট, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭ **(২) শ্রী বলাই দাস (ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতা, বন্ধকদাতা) ঠিকানা** - গ্রাম - পূর্ব গঙ্গাধরপুর, পো- কাক-কালীনগর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭ **(৩) মিতা দাস (জামিনদাতা) ঠিকানা** - গ্রাম - পূর্ব গঙ্গাধরপুর, পো- কাক-কালীনগর, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭ নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৯,৩৮,০৩৪.০০ টাকা (নয় লাখ আটত্রিশ হাজার চৌত্রিশ টাকা) ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **০৮.১১.২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, কাকদ্বীপ শাখার** নিকট বকেয়া **৯,৩৮,০৩৪.০০ টাকা (নয় লাখ আটত্রিশ হাজার চৌত্রিশ টাকা) ১৫.১২.২০২২ অনুযায়ী** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২.৩১ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত বসবাসের ভবন অবস্থিত মৌজা : কালীনগর,জেএল নং ১০, আরএস খতিয়ান নং ৭৬২, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৫৩, আরএস দাগ নং ২৬৭০/২৯৮২, এলআর দাগ নং ৪২১৪, শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -কাকদ্বীপ, **শ্রী বলাই দাসের নামে।** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৪৪, পৃষ্ঠা ১২৯ থেকে ১৩২, দলিল নং ২৭০৭-২০০৮ সালের। চৌহদ্দি : উত্তরে : সাধারণ চলার পথ, দক্ষিণে :সাধারণ চলার পথ এবং কৃষ্ণ দাসের সম্পত্তি, পূর্বে : নিজস্ব সম্পত্তি, পশ্চিমে : রতন দাসের সম্পত্তি।

তারিখ :০৮.১১.২০২৪
স্থান : কাকদ্বীপ
অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
শাখা : কলকাতা মেন
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) অধীন

যেহেতু :
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **০৩.০৮.২০২১** তারিখে ঋণগ্রহীতা : **কৃষ্ণ কালী বস্ত্রালয় (স্বত্বাধিকারী : শ্রীমতি নীলিমা কর্মকার) ১/১/৩২, চক পাড়া, লিলুয়া, হাওড়া - ৭১১২০৩** এবং **শ্রীমতি গৌরী করণ (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) ২৩২/১৮/১১, চক পাড়া, নতুনপল্লী, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৩** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১১,৮১,৪৪৩ টাকা (এগার লাখ একাশি হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা)** সুদ এবং ব্যয় সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **১১.১১.২০২৪ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **১১,৮১,৪৪৩ টাকা (এগার লাখ একাশি হাজার চারশ তেতাল্লিশ টাকা)** ০৩.০৮.২০২১ থেকে কার্যকর মতে সুদ সহ। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সারফেসি আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।"

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

বিবরণ অ্যাড/নং	সীমানা	মালিক/বন্ধকদাতা
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের (বাস্তু) জমি পরিমাণ ২ কাঠা (কমবেশি) তদস্থিত নির্মাণ পরিমাণ ১৪২০.৬৯ বর্গফুট মৌজা : লিলুয়া, জেএল নং ১২, খতিয়ান নং ৮৭২১, দাগ নং ৬৬১ (অংশ), হোল্ডিং নং ২৩২/১৮/১১, চক পাড়া, বাজারের নিকট, বালি পুরসভার অধীন, ওয়ার্ড নং ৩৫, (বর্তমানে হাওড়া পৌর সংস্থা ওয়ার্ড নং ৬৬), চৌহদ্দি :	**উত্তরে :** ৬ ফুট সাধারণ চলার পথ, **পূর্বে :** শ্রীমতি চন্দ্রাণী সরকার এবং শ্রী অশোক পালের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** নিরুপমা দে এর সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** শ্রীমতি ছবি দে/মিত্র দে।	**শ্রীমতি গৌরী করণ (বন্ধকদাতা এবং জামিনদাতা) ২৩২/১৮/১১, চকপাড়া, নতুনপল্লী, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৩**

তারিখ :১১.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
স্বা/- (দীপক কুমার দে)
সিএম এবং অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক (একটি সরকারী সংস্থা) Paschim Banga Gramin Bank (A Government Enterprise)

হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জি পাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১, বর্ধমান শাখা বাদামতলা, কালনা রোড, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১০১

পরিশিষ্ট IV[রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা** এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান শাখা**,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ। উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা ৮ অধীনে নির্দিষ্ট সময়ে বকেয়া আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতাগণকে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	১) দাবি নোটিশের তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ
শ্রী নূর আলম শেখ, পিতা সফি আলম শেখ, ঠিকানা : কৃষ্ণপুর, পো-রাজবাটী, থানা-বর্ধমান, জেলা -পূর্ব বর্ধমান,পিন- ৭১৩১০৪, **এবং শ্রীমতি মীনাক্ষী আচার্য, (সহ-ঋণগ্রহীতা)** পিতা সুনীল কুমার আচার্য, ঠিকানা : আচার্যপাড়া, দুবরাজপুর, পো এবং থানা- দুবরাজপুর, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১১২৩, পশ্চিমবঙ্গ এবং **জামিনদাতা : ১) শ্রী বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, পিতা প্রয়াত বিমল চক্রবর্তী,** ঠিকানা : গ্রাম এবং পো- হাতনি, জেলা-হুগলি,পিন - ৭১২১৩৪, **২) সুনীল কুমার আচার্য,** পিতা প্রয়াত অবনী আচার্য, ঠিকানা : আচার্যপাড়া, দুবরাজপুর, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭৩১১২৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **ফ্ল্যাট নং ৭ডি, ৮ম তলে,** পরিমাণ এরিয়া ৯১৮ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ) ৭২৫ বর্গফুট (ঢাকা) ৬২৭ বর্গফুট (কার্পেট) কমবেশি বি-জি-১১ তলা ভবনে, ব্লক/টাওয়ার নং ৪, **রিজেন্ট ক্রাউন ফেজ-২** অধীনে। এবং একটি কার পার্কিং স্পেস (১১০ বর্গফুট) নবনির্মিত বসবাসের তথা বাণিজ্যিক প্রকল্পে **"রিজেন্ট ক্রাউন"** নামে এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সমুদয় সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত উক্ত বসবাসের কমপ্লেক্স অবস্থিত মৌজা- গোড়া, জেএল নং ৪১, থানা-বর্ধমান সদর অধীন, জেলা-পূর্ব বর্ধমান। বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৪২২৪-২০২২ সালের, তারিখ : ২৮.০৪.২০২২, এডিএসআর অফিস : বর্ধমান।	**১) ২২.০৮.২০২৪ ২) ০৫.১১.২০২৪ ৩) ৯,০৩,৯৪০.০০ টাকা** (নয় লাখ তিন হাজার নশো চল্লিশ টাকা) টাকা ১২.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (০১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ এবং খ) **১,৭৯,০২৯.০০ টাকা** (এক লাখ উনআশি হাজার উনত্রিশ টাকা) ১২.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (০১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ সহ।
মেসার্স এস ডব্লু অটোমোবিলস, স্বত্বা : আজিজুল হক মল্লিক, কেশবগঞ্জ চট্টি, নবাবহাট, জি টি রোড, পো : রাজবাটী, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৪, পশ্চিমবঙ্গ, এবং জামিনদাতা : সাজিদুর রহমান মল্লিক, গোদা, ডাঙ্গাপাড়া, লাকুড়দি, পো : রাজবাটী, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৪।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ এবং তদস্থিত ভবন নির্মিত মৌজা : গোদা, জেএল নং ৪১, খতিয়ান নং আরএস ৭৩০, এলআর ৭১৬৬ এবং ৭১৬৭, প্লট নং এলআর ১৭৯২, পরিমাণ এরিয়া ২.৩১ ডেলিমেল বা ১০০৯ বর্গফুট, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, আজিজুল হক মল্লিক এবং সাজিদুর রহমান মল্লিকের নামে ,বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৬৮৩-২০১১ সালের, এডিএসআর -বর্ধমান, তারিখ : ৩১.০১.২০১১। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** পুরসভা সড়ক, **পশ্চিমে :** সামসুদ জোহার সম্পত্তি, **উত্তরে :** আবদুল সামাদের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** নূরুল হুদা মল্লিকের সম্পত্তি।	**১) ২২.০৮.২০২৪ ২) ০৫.১১.২০২৪ ৩) ৯,২৮,৩৯৭.০৩ টাকা** (নয় লাখ আঠাশ হাজার তিনশ সাতানব্বই টাকা এবং তিন পয়সা) টাকা ৩১.০৫.২০২৩ অনুযায়ী (৩১.১২.২০২১ পর্যন্ত সুদ সহ এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ সহ।
শ্রীমতি রঞ্জু ব্যানার্জি, স্বামী অস্তিক ব্যানার্জি এবং **শ্রী অস্তিক ব্যানার্জি (সহ ঋণগ্রহীতা)** পিতা : প্রয়াত এন ব্যানার্জি, মেঘনাদ সাহা পল্লি, কৃষ্ণপুর, পো : রাজবাটী, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, পিন : ৭১৩১০৪, পশ্চিমবঙ্গ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন, মৌজা : গোদা,জেএল নং ৪১, আরএস খতিয়ান নং ১২০, আরএস প্লট নং ২১৭৬, এলআর খতিয়ান নং ৬১৬৫ এবং এলআর প্লট নং ২২১১, পরিমাণ এরিয়া : ৯৪৩ বর্গফুট, জমির শ্রেণি : বাস্তু, বেলকাশ জিপি এর অধীন, থানা : বর্ধমান সদর, জেলা : পূর্ব বর্ধমান, রঞ্জু ব্যানার্জি স্বামী অস্তিক ব্যানার্জির নামে,বন্ধকদত্ত দলিল নং ১-৫২১৭-১৯৯২ সালের, এডিএসআর -বর্ধমান। **চৌহদ্দি : পূর্বে :** কৃষ্ণপুর হাইস্কুল। **পশ্চিমে :** আরএস প্লট নং ২০৪৮ (অংশ) **উত্তরে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, **দক্ষিণে :** কৃষ্ণনগর স্কুল খেলার মাঠ।	**১) ২২.০৮.২০২৪ ২) ০৫.১১.২০২৪ ৩) ৩,৬৯,১২৬.০০ টাকা** (তিন লাখ উনসত্তর হাজার একশ ছাব্বিশ টাকা) টাকা ০৬.০৬.২০২৪ অনুযায়ী (৩১.০৩.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ এবং পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য এবং চার্জ সহ।

তারিখ : ১২.১১.২০২৪
স্থান : গোদা, বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসার
পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

নোটিশ

আমার মক্কেল, **শ্রীমতি অনিতা রায়,** স্বামী শ্রী নির্মলেন্দু টিক্কাদার এবং পিতা -অখিল চন্দ্র রায়, বয়স ৪৩ বছর, স্থায়ী সাকিন 'সপ্তর্ষি অ্যাপার্টমেন্ট', ১৪/১, দুর্গানগর স্টেশন রোড, দমদম, পো : ইটালগাছা, থানা :দমদম, জেলা : উত্তর ২৪পরগনা, পিনকোড: ৭০০০৭৯, পশ্চিমবঙ্গ, বর্তমানে সাকিন ফ্ল্যাট নং ৮ডি, সংকল্প-৩, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া -১, থানা: নিউ টাউন, কলকাতা - ৭০০১৫৬, পশ্চিমবঙ্গ, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, শ্রী নির্মলেন্দু টিকাদার এর সহিত বিবাহের (ম্যারেজ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং ১৩/২০০৬ তারিখ ০২.০৬.২০০৬ 'অনিতা টিকাদার (রায়) হিসেবে উল্লিখিত), ফলে অনিতা টিকাদার নামে পরিচিত হন, যা বিভিন্ন নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে।বৈবাহিক সূত্রে তাঁদের এক পুত্র সন্তান 'সপ্তর্ষি টিকাদার' আছে। জন্ম সার্টিফিকেট তাদের সন্তানের নাম 'সপ্তর্ষি টিকাদার', রেজিস্ট্রেশন নং ২২২৯ তারিখ ০৩.০৭.২০০৭, স্বাস্থ্যএবং পরিবার কল্যাণ বিভাগ,পশ্চিমবঙ্গ সরকার অধীন, বারাসত পুরসভার জন্মএবং মৃত বিভাগ কর্তৃক ইস্যুকৃত নথিতে 'অনিতা টিকাদার' (মাতা হিসেবে) উল্লেখ করা হয়েছে এবং সকলের অবগতির জন্য ঘোষণা করা হচ্ছে যে, অনিতা রায় এবং অনিতা টিকাদার এবং অনিতা টিকাদার (রায়) এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। বর্তমানে তিনি কেবল "অনিতা রায়" হিসেবে পরিচিত।

দেবদুলাল চক্রবর্তী (অ্যাডভোকেট)
বারুইপুর সিভিল অ্যান্ড ক্রিমিনাল কোর্ট
পো এবং থানা : বারুইপুর, কলকাতা : ৭০০১৪৪

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভুমি ও ভুমি সংস্কার রাজস্ব দপ্তরের ১০০০/১৫/২২/২০২৪ নম্বর ২৭/০২/ ২০২৪ তারিখের আদেশনামা মুলে আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি ।
দাসপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিসের ২০১৮ সালের ৭৭ নম্বর রেজিস্ট্রীকৃত আমমোক্তারনামা দলিল মুলে **শ্রী রুপেশ পোড়ে, শ্রী দীনেশ পোড়ে, শ্রী রমেশ কুমার পোড়ে** সর্ব্বপিতা- স্বর্গীয় নিমাই পোড়ে এবং **মনিকা পোড়ে দোলই** স্বামী- শ্রী নরেন্দ্রনাথ দোলই মহাশয়গন দাসপুর থানার অন্তর্গত খাঞ্জাপুর গ্রামনিবাসী **সন্ধ্যা পোড়ে** স্বামী-নিমাই পোড়ে এবং পোতরা গ্রামনিবাসী **সাবিত্রী সিংহ,** এই দুইজনকে তাঁহাদের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারনামা বলে **সন্ধ্যা পোড়ে ও সাবিত্রী সিংহ** খাঞ্জাপুর মৌজায় ১১৩৯ নম্বর খতিয়ানে ৩৭৯২ দাগে ১.৭১০ শতক সম্পত্তি **তন্ময় দোলই** পিতা- মোহিনী মোহন দোলই মহাশয়কে দাসপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিসের ২০২৪ সালের ৩৩২৭ নম্বর রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে এবং খাঞ্জাপুর মৌজায় ১১৩৯ নম্বর খতিয়ানে ৩৭৯০ দাগে ০৬ শতক সম্পত্তি **শ্রীমতী মৌমিতা দোলই** স্বামী-শ্রী শংকর দোলই মহাশয়াকে দাসপুর সাবরেজিস্ট্রী অফিসের ২০২৪ সালের ৩৩২৮নম্বর রেজিস্ট্রীকৃত বিক্রয় কোবলা দলিল মূলে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনকে অবগত করানো হইতেছে যে কাহারো যদি এই হস্তান্তরের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে সেক্ষেত্রে আগামী একমাসের মধ্যে দাসপুর-২ বি.এল.এন্ড. এল.আর.ও. অফিসে জানাইবেন। অন্যথায় পরবর্তীকালে উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন কেস গুলি আইন মোতাবেক নিষ্পত্তি হইবে।

Priti Sankar Ghosh
Advocate- Ghatal Court
Enrolment no-F722/695/2003

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
জোনাল অফিস - চুঁচুড়া, সেনকো বিল্ডিং, ৩য় তল, বালি মোড় ব্যান্ডেল, জেলা - হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২১০৩
ফোন নং - (০৩৩) ২৬৮০ ২৯৯০, ই-মেল zochinsurah@indianbank.co.in

পরিশিষ্ট - ৪ (রুল ৮(১))
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এতদ্বারা ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে অনুমোদিত অফিসার সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তি/সমূহের স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/শাখার নাম	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখল নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)	সম্পত্তির বিস্তারিত
১	**শ্রী সুমন ঝা** (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) স্বত্বাধিকারী **মেসার্স রিয়া ফ্যাশন,** পিতা শ্রী সর্বজিৎ ঝা, অহনা রিজেন্সি, ফ্ল্যাট নং সিডি/৪, ব্লক বি, বি বি ডি রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৩৩, পব, এবং শ্রীমতি সোনী ঝা, (জামিনদাতা) স্বামী শ্রী সুমন ঝা, অহনা রিজেন্সি, ফ্ল্যাট নং সিডি/৪, ব্লক বি, বি বি ডি রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, ৭১২২৩৩, পব, এবং মেসার্স রিয়া ফ্যাশন, স্বত্বাধিকারী শ্রী সুমন ঝা, পিতা শ্রী সর্বজিৎ ঝা, ৩৮, নীলগঞ্জ রোড , ওয়ার্ড নং ৮, কলকাতা : ৭০০১০৯, পব। **শাখা : রাধাগোবিন্দনগর এবং কোন্নগর শাখা।**	০২.০৭.২০২৪ এবং ০৮.১১.২০২৪	৮১,২০,৫৮৪.০০/- টাকা (একাশি লাখ কুড়ি হাজার পাঁচশ চুরাশি টাকা) ০২.০৭.২০২৪ অনুযায়ী এবং উল্লিখিত পরিমাণ ০৩.০৭.২০২৪ থেকে আরও সুদ বহন করে সম্মত হারে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ড আপ এরিয়া ১২৮৮ বর্গফুট কমবেশি ফ্ল্যাট নং সিডি/৪, ব্লক বি, ৫মতলে, "অহনা রিজেন্সি" নামক বহুতল ভবনে , মৌজা : কোতরং, জেএল নং ৮, আরএস দাগ নং ১৪৪৯, খতিয়ান নং ১২৪৭, এলআর দাগ নং ৩২৪৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৩১, ওয়ার্ড নং ৬, উত্তরপাড়া কোতরং পুরসভা , হোল্ডিং নং ৩৭৫/সি/১৮, বি বি ডি রোড, পো : হিন্দমোটর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা : হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ৩৮৪-২০১৯, তারিখ ৩১.০১.২০১৯, বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৮, পৃষ্ঠা ১৭১৮৯ থেকে ১৭২১২, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর উত্তরপাড়া, সুমন ঝা এর নামে। **(সম্পত্তি শ্রী সুমন ঝা এবং শ্রীমতি সোনী ঝা এইচবিএল তে বন্ধকদত্ত (এ/সি নং ৫০৪৬৮৩২২১৬২), প্রাথমিক জামিন হিসেবে এবং ২য় দায়বদ্ধ মেসার্স রিয়া ফ্যাশন এর এ/সি অনুযায়ী)**

তারিখ- ০৮.১১.২০২৪, স্থান- উত্তরপাড়া কোতরং
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank | ইলাহাবাদ ALLAHABAD

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
কলকাতা মেন শাখা
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১

পরিশিষ্ট - IV-A"
[রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি এবং ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদাতা(গণ) এবং বন্ধকদাতাগণের এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে নিম্নোক্ত নির্ধারিত জামিনদাতার অধীনে বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, নির্ধারিত জামিন অধীন ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক প্রতীকী/স্বত্ব দখলীকৃত, বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে', এবং 'যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ১১.১২.২০২৪ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টের** মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে জামিন অধীনে ঋণদাতার সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়ের জন্য।
ই-নিলাম প্রক্রিয়া অধীনে বিক্রয় অধীন সম্পত্তির নিম্নোক্ত মতে নির্দিষ্ট বিস্তারিত।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম	সম্পত্তির বিস্তারিত	ক) দখলের ধরন খ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা গ) সংরক্ষিত মূল্য ঘ) ইএমডি পরিমাণ ঙ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ চ) সম্পত্তির আইডি ছ) বকেয়া পরিমাণ
১.	**মেসার্স শ্রী শোভনলাল স্বাহা এবং শ্রীমতি ত্রিনা সাহা ঠিকানা :** রাজেশ্বরী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ৪, সোদপুর অমরাবতী, কলকাতা : ৭০০১১০, **শাখা : কলকাতা মেন।**	রাজেস্বরী অ্যাপা. ৩য়তল, ফ্ল্যাট নং ৪, সোদপুর অমরাবতী, কলকাতা : ৭০০১১০।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩৪.৬০ লাখ টাকা ঘ) ৩.৪৬ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30299140318 ছ) ৪০,৯৭,৯৪৫ টাকা (১৪.০২.২০২৪ অনুযায়ী)
২.	**শ্রীমতি ললিতা মাতে এবং মৌসুমী মাতের আইনি উত্তরাধিকারী, ঠিকানা:** ১১৯৬, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড (বর্তমানে ৭০/এইচ, সত্যজিৎ রায় সরণি, কলকাতা : ৭০০০৬০) **শাখা : কলকাতা মেন।**	২ তলা ভবন, ১১৯৬, মহেন্দ্র ব্যানার্জি রোড (বর্তমানে ৭০/এইচ, সত্যজিৎ রায় সরণি, পো. এবং থানা - পর্ণশ্রী কলকাতা : ৭০০০৬০) ।	ক) প্রতীকী খ) জানা নেই গ) ৩৭.৪০ লাখ টাকা ঘ) ৩.৭৪ লাখ টাকা ঙ) ১০,০০০ টাকা চ) IDIB30257480853 ছ) ৮,৫৩,৫১০ টাকা (৩১.০১.২০২২ অনুযায়ী)

যোগাযোগের ব্যক্তি : দীপক কুমার দে, অনুমোদিত অফিসার (০৩৩) ২২৩০ ৮৯৯২/২২৩০ ৬৭৭২

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.-এর ওয়েবসাইট **(https://www.ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানতে অনুগ্রহ করে মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://www.ebkray.in** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. যোগাযোগ নং ৮২৯১২ ২০২২০-এ যোগাযোগ করুন।
দরদাতাদের https://www.ebkray.in-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ : ১১.১১.২০২৪, স্থান : কলকাতা
স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
শাখার ঠিকানা : ১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : sbi.05171@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : সত্যজিৎ চৌধুরী, ই-মেল আইডি : **satyajit.c@sbi.co.in,** মোবাইল নং : ৯৪০২৬৯৮৩৫৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৯.১১.২০২৪ সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং ১

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৯.১১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,৮৭,৯১৯.০০ টাকা (উনিশ লাখ সাতাশি হাজার নশো উনিশ টাকা) ০৩.০১.২০২৪** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাসোয়ান (ঋণগ্রহীতা)** পিতা ব্রহ্মদেও পাসোয়ান **ঠিকানা** - ৮২/১ বিএসএনএল স্টাফ কোয়ার্টার, বালিগঞ্জ প্লেস, রুম নং বি৬০১, কলকাতা - ৭০০০১৯ **এবং** কোয়ার্টার নং ই৫, টাইপ - ৩, বিএসএনএল কলোনি, সিদগোরা, সিদগোরা থানার নিকট, পূর্ব সিংভূম, শহর জামশেদপুর, পিন - ৮৩১০০৯, **এবং** ২০১, ৩য় তল, গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট, মনোহরপুর, ওয়ার্ড নং ৯, ডানকুনি পুরসভা, ডানকুনি, পো. এবং থানা - ডানকুনি, জেলা - হুগলি-৭১২৩১১, **এবং** হরদিমো, খায়রা, জামুই, খায়রা, বিহার-৮১১৩১৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দখলদারি সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ২০১, তিনতলায় "গোল্ডেন কি অ্যাপার্টমেন্ট" ভবনে, পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ৬৫০-এবং ২০ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অর্থাৎ মোট এরিয়া ৭৮০ বর্গফুট মার্বেল মেঝে সমন্বিত ২ বেড রুম, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা, 'এ' তপশিল অন্তর্ভুক্ত। উক্ত ফ্ল্যাট নির্মিত জমির পরিমাণ এরিয়া ১০.৭৪ ডেসিমেল কমবেশি সমপরিমাণ ০৬ কাঠা ০৮ ছটাক কমবেশি জি-৫ তলা ভবনে অবস্থিত মৌজা : মনোহরপুর, জেএল নং ৯৮, আরএস দাগ নং ১৭০৩ এবং ১৭৫৯, আরএস খতিয়ান নং ২১৬, এলআর দাগ নং ২৩৯৪ এবং ২৩৯৫, এলআর খতিয়ান নং ৮৭৮২, ৮৭৭৭ এবং ৮০৬/২, স্থানীয় ডানকুনি পুরসভার ওয়ার্ড নং ৯ অধীন, থানা : ডানকুনি, পিন : ৭১২৩১১ এডিএসআর জনাই অধিক্ষেত্রে, জেলা : হুগলি, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যাবতীয় সুবিধা ও পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং যথাযথ ভাগ অংশ সংশ্লিষ্ট জমির। স্বত্ব দলিল নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬০৮-২০২১, পৃষ্ঠা ২০৪২৪৪ থেকে ২০৪২৮৭, দলিল নং ০৬০৮০৮২৮৭ -২০২১ সালের।
সম্পত্তি শ্রী বশিষ্ঠ কুমার পাশোয়ান পিতা ব্রহ্মদেও পাশোয়ান এর নামে।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খোলা জায়গা, দক্ষিণে : ফ্ল্যাট নং ২০২, পূর্বে : সিঁড়ি এবং লিফট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।
সংরক্ষিত মূল্য : ১৯,১০,০০০.০০ টাকা এবং বায়না জমা ১,৯১,০০০.০০ টাকা, বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক্রম নং ২

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৯.১১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **৯.৬৮ কোটি টাকা ৩০.০৬.২০২৩** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স কে আর ট্রেডকম প্রা. লি. ঠিকানা ১)** ৭এ, হসপিটাল স্ট্রিট, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০৭২ **২)** ২৫এ পার্ক স্ট্রিট, রুম নং ৩০১, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০১৬, **ডিরেক্টর - শ্রী কাঞ্চন রক্ষিত এবং শিব শঙ্কর রক্ষিত ঠিকানা** - ২৮/১২ এ বেদিয়া ডাঙ্গা, সেকেন্ড লেন (নিউ বালিগঞ্জ রোড), কলকাতা - ৭০০০৩৯ **জামিনদাতা - ১) শ্রী অনিল চন্দ্র দেবনাথ ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং সি, ৪র্থ তল, সোনারগাঁও অ্যাপার্টমেন্ট, কৃষ্ণনগর রোড, কলকাতা - ৭০০০৭২ **২) শ্রী বিশ্বনাথ দেবনাথ ঠিকানা** - গ্রিনপার্ক, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০৭ কাছ থেকে।

(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
সম্পত্তি নং ১ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত পরিমাণ ৩ কাঠা ৪০ বর্গফুট, মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, স্ট্রিট ৭, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১০৭,থানা : কসবা,তৌজি নং ১৪৫, খতিয়ান নং ১৩৩১, ২১৬৮, দাগ নং ২৪৫৪, থানা : কসবা,কলকাতা : ৭৮, জেলা :দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্কিম প্লট নং পি-১১এ, (চক্রবর্তী পাড়ার নিকট) উল্লেখ্য দলিল নং ১৫৮৬-২০০৬ সালের, শ্রী কাঞ্চন রক্ষিত এর নামে।
সম্পত্তি নং ২ : সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ৫ কাঠা ৫ ছটাক ৪ বর্গফুট , মৌজা : বালুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩৭, আরএস ২২৭, এলআর খতিয়ান নং ৩৬১, ১৪৪৬/২, দাগ নং ৬৯৫/১২৫৭, পরগনা : আনওয়ারপুর, থানা: বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯২৬-১৯৯৪ সালের শ্রী অনিল চন্দ্র দেবনাথের নামে। সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১ ছটাক, মৌজা বালুরিয়া, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩৭, আরএস দাগ নং ২২৭, , এলআর খতিয়ান নং ৭৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৫৪৩/১, ১৪৪৬/২, ২৪৫/১, দাগ নং ৭০৯/১২৬২,পরগনা : আনওয়ারপুর,থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, উল্লেখ্য দলিল নং ১৯২৭-১৯৯৪ সালের, শ্রী বিশ্বনাথ দেবনাথের নামে।
সম্পত্তি ১: সংরক্ষিত মূল্য : **৭১,৩৭, ০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা **৭,১৩, ৭০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **২০,০০০.০০ টাকা।**
সম্পত্তি ২: সংরক্ষিত মূল্য : **৬৯,৯৪, ০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা **৬,৯৯,৪০০.০০ টাকা** এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : **২০,০০০.০০ টাকা।**

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক্রম নং ৩

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত ২৯.১১.২০২৪** তারিখে 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৯,৩৭,১৬৫.০০ টাকা (উনিশ লাখ সাঁয়ত্রিশ হাজার একশ পঁয়ষট্টি টাকা) ০৩.১০.২০২৪** পর্যন্ত পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রীমতি দেবযানি চ্যাটার্জি** স্বামী সুব্রত বক্সি **ঠিকানা** - ফ্ল্যাট নং ৪০৩, বিল্ডিং নং ০৯, টাইপ-এ, ব্লক - এ-০৯, পিয়ারলেস নগর, থানা - পানিহাটি, সোদপুর, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা - ৭০০১১৪ **এবং** জেড৫, সোদপুর গভ. হাউজিং কমপ্লেক্স, হোল্ডিং নং ২৯এফ, কলকাতা - ৭০০১১০, **এবং** পি অ্যান্ড টি ডিপার্টমেন্ট, খড়দা, পি কে বিশ্বাস রোড, শ্যাম মন্দিরের নিকট, কলকাতা - ৭০০১১৭ কাছ থেকে।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইউনিট নং ৪০৩, পাঁচতলায়, ভবন নং ০৯, টাইপ এ, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৪২৮ বর্গফুট কমবেশি, এবং অবিভক্ত জমির অংশ এবং সকলের জন্য সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত, অবস্থিত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড,মৌজা : পানিহাটি, ভবানীপুর, এবং সুখচর, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ০৩,হোল্ডিং নং ২৯এফ (নতুন), পানিহাটি, থানা : খড়দহ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা,দাগ নং ১০২০, খতিয়ান নং ১১০৪,দলিল নং ১-৫৩৭৫/২০০৪। সম্পত্তি শ্রীমতি দেবযানী চ্যাটার্জি, স্বামী সুব্রত বক্সি এর নামে। **সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত।**
সংরক্ষিত মূল্য : ৯,২৬, ০০০.০০ টাকা, বায়না জমা ৯২,৬০০.০০ টাকা এবং বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০.০০ টাকা।

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২২.১১.২০২৪ | স্বত্ব দখলীকৃত | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭১১৫৩৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** দরদাতা হিসেবে রেজিস্ট্রেশনের জন্য দেখুন **https://ebkray.in>eauction-psb>bidder-registration**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **ebkray/PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। (ই-মেইল আইডি **support.ebkray@psballiance.com) https://ebkray.in**-এ নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে

তারিখ : ১২.১১.২০২৪
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

টাকার বিনিময়ে অন্য নামে জমি, অভিযোগ বিএলআরওর বিরুদ্ধে

কাঁকসায় বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: কারও পৈত্রিক সম্পত্তি আবার কারও কেনা জমি কাঁকসার বিএলআরও অফিস থেকে টাকার বিনিময়ে অন্যের নামে করে দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ। ফলে পরে সেই জমি নিজেদের নামে করতে গিয়ে হয়রানি শিকার হতে হচ্ছে স্থানীয়দের। তাঁদের অভিযোগ, কাঁকসার বিএলআরও দপ্তর ঘুঘুর বাসায় পরিণত হয়েছে। মোটা টাকার বিনিময়ে দিনের পর দিন এখানে দুর্নীতি হচ্ছে।

সোমবার সকালে কাঁকসা ব্লকের একাধিক এলাকার বাসিন্দারা কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরে এসে আধিকারিকদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। আধিকারিকদের সঙ্গে বচসার জেরে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার পুলিশ। স্থানীয়দের অভিযোগ, অধিকাংশ মানুষ বছরের পর বছর কাঁকসার বিএলআরও দপ্তরে তাদের সমস্যা নিয়ে আসলেও তার কোনও সমাধান হয় না।

কাঁকসার বাসিন্দা শেখ রাজার অভিযোগ, তাঁর বাবার নামে কাঁকসার রাজবাঁধে একটি প্রায় ২৪ কাঠা জমি ছিল, সেই জমির টাকার বিনিময়ে এলাকার প্রভাবশালী রথীন মজুমদার নামের ব্যক্তি নিজের নামে করে নেন। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারেন ওই ব্যক্তি নকল দলিল দেখিয়ে নিজের নামে করে নিয়েছেন। সেই তথ্য সামনে আসতেই তাঁরা তাঁদের জমি ফেরত চান। পরে ফের ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি তাঁর বাবার জমি নিজের নামে করে নিয়েছে বলে অভিযোগ। এই বিষয়ে তাঁরা উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের কাছে অভিযোগ জানানোর পরেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

তঁর অভিযোগ, তাঁর বাবার নামের জমি টাকার বিনিময়ে ওই প্রভাবশালী ব্যক্তি নিজের নামে করে নিয়েছেন। গোটা ব্লকজুড়ে এমন ধরনের দুর্নীতির কাজ হচ্ছে কাঁকসার বিএলআরও দপ্তর থেকে। এই বিষয়ে প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। দপ্তরের আধিকারিকদের সংখ্যাও কম। যার কারণে দিনের পর দিন মানুষ তাদের সমস্যা নিয়ে আসলেও দপ্তরে কর্মীর অভাবে হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে তাঁদের।

এই বিষয়ে কাঁকসার ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক অনুপস্থিত থাকায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অন্যদিকে কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নবকুমার সামন্ত জানিয়েছেন, এমন ঘটনা সত্যি হলে তা বিএলআরও তদন্ত করে দেখে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ তুলেছিলেন বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকরা ঠিকমতো কাজ করেন না। যার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় সাধারণ মানুষকে। আর বদনাম হতে হয় রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রীর এই অভিযোগের পর রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের ওপর নানান অভিযোগ সামনে আসতে থাকে। সেই ঘটনার কয়েক বছর কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের গাফিলতির চিত্র একই রয়ে গিয়েছে বলে দাবি।

ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্তে জেলা প্রশাসনে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ছাত্রদের দেওয়ার ট্যাব কেলেঙ্কারি নিয়ে এবার তদন্তে নামলেন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা। মালদার বেশ কয়েকটি স্কুলে যে পরিমাণ ট্যাব কেলেঙ্কারির তথ্য ফাঁস হয়েছে, তা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসনের কাছেও এব্যাপারে লিখিত অভিযোগ জানানো হয়েছে।

এদিকে ট্যাব কেলেঙ্কারির ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার হরিশ্চন্দ্রপুরের একটি স্কুল চলাকালীন বাইরে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রামবাসীরা। সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মূলত ট্যাব কেলেঙ্কারি অভিযোগ রয়েছে। জেলা শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, ১৫০ জন ছাত্রের ট্যাবের টাকা চলে গিয়েছে অন্য অ্যাকাউন্টে। এ বিষয়ে মালদার তিনটি স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে মূলত অভিযোগ উঠেছে। তার মধ্যে অন্যতম হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের কনুয়া ভবানীপুর হাই মাদ্রাসা। ইতিমধ্যেই জেলার শিক্ষা পরিদর্শক তিনটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের নামে জেলাশাসকের কাছে অভিযোগ দায়ের করেছেন। তারপরে জেলাশাসক তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।

এদিন হরিশ্চন্দ্রপুরের কনুয়া ভবানীপুর হাইস্কুলে তদন্তে যান চাঁচলের এসডিও সৌভিক মুখার্জি। তাঁর সঙ্গে ছিলেন চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা, হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিৎ সরকার সহ জেলা শিক্ষা দপ্তরের আধিকারিকেরা। প্রায় দেড় ঘণ্টা চলে তদন্ত। তারপরে বেরিয়ে যান আধিকারিকরা। এদিকে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ট্যাব দুর্নীতির বিষয় নিয়ে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান স্থানীয় গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে প্রতিবাদের সামিল হন সংশ্লিষ্ট এলাকার এক পঞ্চায়েত কর্মাধ্যক্ষ। এদিন হবিবপুরের কেন্দপুকুর হাইস্কুলের বিরুদ্ধেও ছাত্রদের ট্যাব বিলে নিয়ে বিস্তর দুর্নীতি অভিযোগ উঠেছে। সেখানেও এদিন জেলা প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা তদন্তে যান। কথা বলেন স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। যদি এপ্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকেরা কোন মন্তব্য করেননি।

মালদা জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস জানিয়েছেন, 'বিভিন্ন স্তর থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর ছাত্রদের ট্যাব বিলির বিষয়টি আমরা তদারকি করে দেখেছি। সেখানে বিশাল কেলেঙ্কারি ধরা পড়েছে। অন্তত ১৫০ জন পড়ুয়া ট্যাবের টাকা চলে গেছে অন্য অ্যাকাউন্টে। এব্যাপারে জেলা প্রশাসনকে জানানোর পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে চারজনের প্রতিনিধি দল হবিবপুরের কেন্দপুকুর হাইস্কুলে গিয়ে তদন্ত করে দেখে এসেছে।'

আন্ত্রিকের প্রকোপে আক্রান্ত ১৪, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পুকুরের জলের ওপরেই অধিকাংশ মানুষের ভরসা। তার সঙ্গে পানীয় জলের জন্য একটি মাত্র কলের ওপর ভরসা করে থাকতে হয়। তাও আবার মাঝে মধ্যেই খারাপ হয়ে যায়। ফলে গ্রামজুড়ে দেখা দিয়েছে আন্ত্রিকের প্রকোপ। আন্ত্রিকের প্রকোপে আক্রান্ত গ্রামের ১৪জন। খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরের আঝাপুর পঞ্চায়েতের মোহনপুর গ্রামের।

গ্রামবাসীরা ক্ষোভের সুরে জানিয়েছেন, গ্রামের পুকুরের জলকেই তারা সব কাজেই ব্যবহার করে। একমাত্র পানীয় জলের কল রয়েছে শিশুশিক্ষা কেন্দ্রে। তার ওপরই ভরসা করতে হয় গ্রামবাসীদের। কিন্তু সেই কল মাঝেমধ্যেই খারাপ হয়ে যায়। তা সারানোর জন্য পঞ্চায়েত বা প্রশাসনের কোনও উদ্যোগ দেখা যায় না। গ্রামবাসীরা নিজেদের উদ্যোগেই চাঁদা তুলে মাঝে মধ্যেই ওই একমাত্র কল সরিয়ে ব্যবহার করে। বাধ্য হয়েই তারা বেশিরভাগ কাজের ক্ষেত্রে পুকুরের জলই ব্যবহার।

প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন গ্রামের মানুষ। এই ঘটনায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুকুরের জল ব্যবহার না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করা হলে। তাতে গ্রামবাসীরা আরও বিপাকে পড়েছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, পুকুরের জল ব্যবহার না করলে তারা বাড়ির সমস্ত কাজের জলের জোগান কোথা থেকে পাবেন। ফলে বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুব্ধ তারা। খবর পেয়ে এলাকায় স্বাস্থ্য দপ্তরের দল পৌঁছে ক্যাম্প করে এবং বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন করে গ্রামে কেউ নতুন করে আক্রান্ত আছে কিনা তার খোঁজ নেন।

গ্রামবাসীদের দাবি, গ্রামের এক ব্যক্তির আন্ত্রিকের কারণে মৃত্যু হয়েছে। যদিও প্রশাসন তা মানতে নারাজ। জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ওই এলাকা পরিদর্শনের পর জানিয়েছেন স্বাস্থ্য দপ্তর গোটা বিষয়টি দেখছে। তবে যার মৃত্যু হয়েছে বয়সজনিত বিভিন্ন অসুখের সমস্যা ছিল, তার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তথা জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিশ্বনাথ রায় জানিয়েছেন, কোনও খাবার জনিত জিনিস থেকে খাদ্যে বিষক্রিয়া থেকে এই রোগ হতে পারে। তবুও গোটা বিষয়টা খতিয়ে দেখা হচ্ছে অন্যদিকে পুকুরের জল ব্যবহার করার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

মাথায় ঘোমটা দিয়ে মহিলা সেজে প্রতিমা বরণ পুরুষদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জগদ্ধাত্রী প্রতিমা বরণ করেন পুরুষরা মাথায় ঘোমটা দিয়ে মহিলা সেজে। ২৩২ বছর ধরে প্রাচীন এই প্রথাই চলে আসছে ভদ্রেশ্বর তেঁতুলতলা জগদ্ধাত্রী বারোয়ারিতে।

কথিত আছে, একদা ইংরেজ ছাউনি ছিল ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি এলাকায়। ইংরেজ শাসনকালে সমগ্র অঞ্চল জঙ্গলে ভরা ছিল। ঘুরে বেড়াত গোরা সৈনিকের দল। ঘরের বাইরে মহিলাদের নিরাপত্তার অভাব ছিল সবসময়। এইসব কারণে বাড়ির মহিলারা সেই সময় বাড়ি থেকে বেরোতেন না। তাঁদের স্থান ছিল বাড়ির অন্দর মহলেই। তাই তৎকালীন সময়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আচার অনুষ্ঠান সবই সামাল দিতেন পুরুষরাই। এমনকি ঠাকুর বরণের ক্ষেত্রেও সেই প্রথা অব্যাহত থাকত।

হুগলি জেলার উত্তরপাড়া অরবিন্দ সরণীতে কৌশিকী মহিলা সমিতির উদ্যোগে এবারে প্রথম বছর জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভ সূচনা হল।

উত্তরপাড়া বইমেলার খুঁটিপুজোয় কাউন্টডাউন শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হুগলির উত্তরপাড়ায় আগের মত এবার আবার বইমেলার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল অর্থাৎ কাউন্ট ডাউন শুরু হল তারই প্রথম ধাপ হিসাবে সোমবার সকালে উত্তরপাড়ার মনমোহন উদ্যান বা সিএ মাঠে উত্তরপাড়া বইমেলার খুঁটিপুজো সম্পন্ন হল। যথারীতি নিয়ম মেনে কাসর ঘন্টা বাজিয়ে পুরোহিত মশাই মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে খুঁটি পুজো করলেন। এদিন বাঁশ পুঁতে উত্তরপাড়ার পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব খুঁটি পুজোর কাজে হাত লাগালেন।

উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ কাউন্সিলর অর্ণব রায় সহ অন্যান্যরা। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, 'এই বইমেলা প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও হচ্ছে ২০০১ সাল থেকে এই বইমেলা হচ্ছে মাঝে এই মাঠ উন্নয়নের কাজের জন্য বইমেলা না হওয়ার কথা ছিল সেই উন্নয়নের কাজ পরে হবে সাধারণ মানুষ বইমেলাকে খুব চাইছেন এবং খুব সহযোগিতা করেন এই মেলায় ৮৩ স্টল থাকছে মেলার দিনগুলো থাকছে নানা রকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সবাইকে আসতে অনুরোধ করছি।'

শেষ প্রচারে ফিনিশিং টাচ দিতে ময়দানে সব দল

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: তালডাংরা বিধানসভার উপ নির্বাচনের প্রচারের আজউ শেষ দিন। শেষ দিনে সকাল থেকে প্রচারের ফিনিশিং টাচ দিতে ময়দানে নামলেন সব দলের প্রার্থীরাই। এদিন সকালে বাঁকুড়ার সিমলাপাল ব্লকের মাচাতোড়া এলাকার বিভিন্ন গ্রাম ঘুরে প্রচার সারেন তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী ফাল্গুনী সিংহবাবু। কখনও পায়ে হেঁটে আবার কখনও দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে হুডখোলা গাড়িতে চড়ে প্রচার সারেন তিনি। প্রচার শেষে তাঁর দাবি প্রচারের প্রথম দিন থেকেই তিনি জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। এখন সময় যত যাচ্ছে ততই ব্যবধান বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। প্রচারের ময়দানে এদিন সকাল থেকেই ঝড় তুললেন তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অনন্যা রায় চক্রবর্তীও। এদিন সকাল থেকে সিমলাপাল ব্লকের পার্শ্বলা পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় প্রচার সারেন তিনি। ঢাক বাজিয়ে দলের নেতা কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে কখনও পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি ঘুরে আবার কখনো হুডখোলা গাড়িতে চড়ে শেষ দিনের প্রচার সারেন তিনি।

প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও পুনর্বাসন না মেলার অভিযোগ ভাঙন বিধ্বস্ত মালদাবাসীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও এখনও মেলেনি পুনর্বাসন। ফলে গঙ্গার ভাঙনের জেরে আজও কেউ আম বাগানে, আবার কেউ গ্রামীণ এলাকার রাস্তার ধারে ত্রিপলের নীচেই দিন কাটাচ্ছেন। গঙ্গার ভাঙনে বিধ্বস্ত কালিয়াচক ৩ ব্লকের প্রায় ৩৫০ পরিবার চরম সমস্যার মধ্যে রয়েছেন। যদিও এনিয়ে কেন্দ্র সরকারকেই দায়ী করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। পালটা বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের উদাসীনতার কারণে পুনর্বাসন পাননি ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্তরা।

উল্লেখ্য, ২০২০ সাল থেকে কালিয়াচক ৩ ব্লকের বীরনগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চিনাবাজার, দুর্গারামটোলা সহ একধিক এলাকা গঙ্গার ভাঙনে তলিয়ে গিয়েছে। মূলত এই সব এলাকার ভাঙন দুর্গতেরা গত চার বছর ধরে কারোর আমবাগানে আবার রাস্তার ধারে ফাঁকা জায়গায় বাঁশ, চাটাই, ত্রিপল টাঙিয়েই কোনও রকমে জীবনযাপন করছেন।

চিনাবাজার এলাকার ভাঙনে ক্ষতিগ্রস্ত সুনীল মণ্ডল, অজয় মণ্ডল বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে সামান্য ত্রিপল দেওয়া হলেও, পরবর্তীতে পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়নি। ভোটের সময় ভোট নিতে রাজনৈতিক দলের নেতারা আসেন এবং তাঁরা আশ্বাস দেন। তবে ভোট পেরিয়ে গেলে তাঁদের এলাকায় আর দেখা যায় না। অন্যের জমিতে তাদের থাকতে হচ্ছে পুনর্বাসনও এখনও তাঁরা পাননি । এইভাবে যদি ভাঙ্গন চলতে থাকে তাহলে বিননগর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতটি সম্পূর্ণভাবে কয়েক বছরের মধ্যে তলিয়ে যাবে।

গঙ্গা ভাঙন এ্যাকশন কমিটির সম্পাদক আব্দুল্লাহ মসলুদ্দিন জানিয়েছেন, '২০২০ সালে ভয়াবহ গঙ্গা ভাঙনে চিনাবাজার, দুর্গারামটোলার প্রায় ৩৪০টি পরিবার গঙ্গাগর্ভে তলিয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি এখনও কিছু পায়নি। আমাদের দাবি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে যাতে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়।' তৃণমূলের জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি বলেন, এখনও পর্যন্ত ওই এলাকার ১২৫টি পরিবারকে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। বাকিদেরও খুব শীঘ্রই পুনর্বাসন দিয়ে দেওয়া হবে। তবে ওই এলাকার সাংসদ কংগ্রেসের রয়েছেন। তিনি কখনওই ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে আওয়াজ তোলেন না। আর কেন্দ্রের মোদি সরকার মালদার গঙ্গার ভাঙ্গন ঠেকানো নিয়ে রীতিমতো উদাসীন মনোভাব দেখিয়ে চলেছে। ফারাক্কা ব্যারেজ কাজ বন্ধ করে দিয়েছে পাশাপাশি কেন্দ্র সরকার আর্থিক ভাবেও ভাঙন প্রতিরোধের ক্ষেত্রে রাজ্যকে সহযোগিতা করছে না।

বিজেপির জেলার সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুরি বলেন, তৃণমূলের ভিত্তিহীন অভিযোগ। তোলাবাজি কাটমানির ঠেলায় পড়ে ফরাক্কা ব্যারেজের অধীনস্থ ঠিকাদাররা অনেকদিন আগেই চলে গিয়েছে। আর যে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা বলা হচ্ছে, কোনও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি পায়নি। দক্ষিণ মালদার কংগ্রেস সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বলেন, 'ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি যাতে পুনর্বাসন পায় সে ব্যাপারে আমরা প্রশাসনকে জানিয়েছি।'

শেষ দিনের প্রচারে রাজ্যকে কটাক্ষ দিলীপ ঘোষের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: হাসপাতালের রোগী রেফার, সিসিটিভি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ, কলকাতায় অস্ত্রভাণ্ডার, বনগাঁয় গুলি, শিয়ালদা আদালতে সিবিআইয়ের সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট সহ একাধিক ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে তোপ দাগলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

দিলীপ ঘোষ সোমবার মেদিনীপুর উপ-নির্বাচনের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে শেষ দিনের প্রচার করতে বলেন, পশ্চিমবাংলায় ভোটের সন্ত্রাস হবে এটা আমি জানতাম। শালবনির বহু গ্রামে বিজেপিকে ঝাণ্ডা বাঁধতে দেওয়া হচ্ছে না। কর্মীদের মারা হচ্ছে, ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে। পুলিশকে

জানালে পুলিশ বলে, 'আমাদেরকে কী জিজ্ঞেস করে ঝান্ডা বাঁধছিলেন। এখানে নির্বাচনে পতাকা বাঁধতে গেলেও পুলিশের অনুমতি নিতে হবে। সুতরাং কী পরিস্থিতিতে ভোট হচ্ছে সেটা বোঝাই যাচ্ছে।'

বনগাঁয় গুলি চালানো প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, পশ্চিমবাংলায় গুলি চালানো নতুন কিছু নয়, রাস্তাঘাটে কলকাতার বুকে রোজ গুলি চলছে, বোম ফাটছে। এগুলো সয়ে গেছে। খুন, ধর্ষণ, গুলি বন্দুক, বোম কারখানা - এগুলো সাধারণ ঘটনা হয়ে গিয়েছে। এগুলোই এখন আমাদের কুটির শিল্প। যেখানে আইন-শৃঙ্খলা বলে কিছু নেই, সেখানে মানুষ খুব একটা প্রভাবিত হয় না। দুষ্কৃতকারীরা যেখানে পার্টি আর সরকার চালায় সেখানে এর থেকে বেশি কিছু আশাও করা যায় না।'

কলকাতায় অস্ত্র ভান্ডারের হদিস প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে যখন আইন শৃঙ্খলা কড়া হয়েছে তখন আমাদের রাজ্যের অবস্থা ভয়ংকর হয়ে উঠছে।আমাদের পাশের রাজ্য বিহার, উত্তরপ্রদেশে ২০-৩০ বছর আগে জঙ্গলের রাজ ছিল। ওখানে সরকার পরিবর্তন হতেই দুষ্কৃতী মাফিয়া গুন্ডারা পালিয়ে পালিয়ে এসে পশ্চিমবঙ্গে ঘাটি গেড়েছে। কারণ এখানে যে সরকার আছে সেই সরকার এই দুষ্কৃতকারীদের বন্ধু সরকার। বাংলাদেশের উগ্রপন্থী হোক বা নেপাল বা উত্তর-পূর্ব কিংবা পাঞ্জাবের গ্যাংস্টার সবার এই রাজ্যে আড্ডা, আর এখানে নিশ্চিন্তে থাকে, কারণ এখানে কেউ গায়ে হাত দেবে না।'

পোল্ট্রি ফার্মে অগ্নিকাণ্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আগুনে পুড়ে গেল পোল্ট্রি ফার্ম। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। মূলত শট-সার্কিটের জেরে আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বোয়ালদার গ্রাম পঞ্চায়েতের পোড়ামাধাইল এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে পোড়ামাধাইল এলাকার একটি পোল্ট্রি ফার্মে আগুন লেগে যায়। বিষয়টি সামনে আসতেই স্থানীয়রা খবর দেয় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের একটি ইঞ্জিন।

আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার পর্যটকরা ইতিহাসের খোঁজে মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিবেদন, লালবাগ: শীতের আঁচ পড়তেই মুর্শিদাবাদের ইতিহাসের গন্ধে পা রেখেছেন বিদেশি পর্যটকের। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া থেকে ৪১ জনের পর্যটক দল গত দু'দিন মুর্শিদাবাদে ইতিহাস খুঁজে বেড়াচ্ছেন। হাজারদুয়ারি থেকে শুরু করে বড়নগরের চার বাংলা মন্দির, ভারতের সেরা পর্যটন গ্রাম কিরীটেশ্বরী ঘুরছেন বিদেশি পর্যটক দল।

বাংলা বিহার উড়িষ্যা অর্থাৎ শুবে বাংলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ পলাশীর যুদ্ধের পর ধীরে ধীরে তার অস্তিত্ব তার ঐতিহ্য খুইয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত মুর্শিদাবাদে আনাচে কানাচে কান পাতলে প্রাচীন ইতিহাসের গন্ধ উঠে আসে। বছরের বিভিন্ন সময়ে ইতিহাসের টানে এবং নবাবী ঐতিহ্য খুঁজে দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজ্য তথা দেশের লক্ষাধিক পর্যটক ভিড় জমান এই মুর্শিদাবাদে। এবছর শীত পড়তে না পড়তেই নভেম্বরের শুরু থেকেই দেশীয় পর্যটকদের পাশাপাশি বিদেশি পর্যটকদের ঢল নামতে শুরু করেছে মুর্শিদাবাদে।

৪১ জন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং অস্ট্রেলিয়ার ও আমেরিকার পর্যটক রবিবার থেকে দিনভর মুর্শিদাবাদের আনাচে-কানাচে ইতিহাসের টানে ঘুরছেন। দেখছেন মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যবাহী কাটরা মসজিদ, ইমামবাড়া, হাজারদুয়ারি, জাহান কোষা কামান, ফুটো মসজিদ, কাঠগোলা বাগানবাড়ি, নসিপুর রাজবাড়ি, জগৎ শেঠের বাড়ি। পর্যটক দল লালবাগ ছাড়িয়ে বড়োনগর, কিরীটেশ্বরী, শাশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ, কাশিমবাজার রাজবাড়ি ঘুরছেন।

নদীপথে কলকাতা থেকে বিলাশবহুল জাহাজ পর্যটক দলটি এসে লালবাগে নবাব প্যালেসের কাছে নোঙর বাঁধে। বিদেশি পর্যটক আসতে শুরু করায় খুশি পর্যটন কেন্দ্রের ব্যবসায়ীরা। উচ্ছ্বসিত হোটেল ব্যবসায়ীরাও। মুর্শিদাবাদ সিটি কল্যান সমিতির সময়াদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, চলতি মাসের চার তারিখ একটি বড় বিদেশি পর্যটক দল এসেছিল। রবিবার আরও ৪১ জনের একটি দল এসেছে। এটি মুর্শিদাবাদের পর্যটনের ক্ষেত্রে ভালো ইঙ্গিত।

অবসরেও ছাত্রী হস্টেলের আর্জি গোঘাটের প্রধান শিক্ষিকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: নভেম্বর মাসে স্কুল থেকে অবসর নিতে চলেছেন প্রধান শিক্ষিকা।স্কুলের মহিলা হোস্টেলটি চালু করেছিলেন তিনি। ছাত্রীদের জন্য স্বপ্নের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু করোনার সময় মহিলা হস্টেল বন্ধ হয়ে যায়। তাই আরামবাগ মহকুমার গোঘাটের বেঙ্গাই কামিনীদেবী গালর্স হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মাধুরী ব্যানার্জীর অবসরকালীন সময়ে হতাশা ও আফসোস প্রকাশ করলেন। তাঁর হাত ধরে স্কুলের বহু উন্নতি হলেও হোস্টেলটি আর চালু করতে পারলেন না। ৩০ নভেম্বর ২০২৪ সালে মাধুরীদেবী স্কুল থেকে অবসর নেবেন।

জানা গিয়েছে, মাধুরীদেবী তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন ১৯৮৮ সালে সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে কাজে যোগ দেন। তারপর ২০২৬ সালে বেঙ্গাই কামিনীদেবী হাইস্কুলে যোগদেন।অনেক পরিশ্রম করে তিনি ওই গালর্স হস্টেল শুরু করেন ২০১৬ সালে। এটি ২০২০ সাল পর্যন্ত চলে। কিন্তু করোনার জন্য বন্ধ হয়ে যায়। তারপর আবাসিকদের জন্য উপযুক্ত কক্ষের অভাবে এবং অজ্ঞাত কারণে

বন্ধ হয়ে যায়। এই হস্টেল পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও হুগলির বিভিন্ন জায়গার দরিদ্র পরিবারের মেধাবী ছাত্রীরা হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করত। তাই এই মানবিক কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় হতাশ তিনি।

সোমবার স্কুলের মধ্যে প্রাক-অবসরকালীন সময়ে মিলন উৎসব হয়। সাধারণত স্কুলের শিক্ষক অবসর নিলে ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরা ওই অবসর প্রাপ্ত শিক্ষককে উপহার সামগ্রী দেওয়ার পাশাপাশি ভাল খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এদিন ওই স্কুলে দেখা গেল উলটো চিত্র। প্রধান শিক্ষিকা নিজেই তাঁর প্রিয় ছাত্রীদের ও সহপাঠী শিক্ষিকাদের খাওয়া দাওয়া ব্যবস্থা করার পাশাপাশি উপহারের ব্যবস্থা করেন। মিলন উৎসব হিসাবে স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। এই রখম এক শিক্ষিকার অবসরে ছাত্রীদের মন ভারাক্রান্ত কিন্তু বড়দিদির মনের জোর তাদেরও মনের জোর বাড়িয়ে দিয়েছে। স্কুলের বড়দিদির আদর্শ ও তাঁর কর্মজীবনের কাজ তাঁদের আজ অনুপ্রাণিত করছে।

প্রাক অবসরকালীন মিলন উৎসবে মাধুবীদেবী ছাত্রীদের উদ্দেশে ডাক্তার, অফিসার, ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি ভালো মানুষ হওয়ার পরামর্শ দেন। ছাত্রীরা যাতে সুস্থ থাকে সেই জন্য প্রার্থনা করেন ভগবানের কাছে। এই বিষয়ে ওই স্কুলের ছাত্রী সুদেষ্ণা কুন্ড বলেন, 'ম্যাডামের সান্নিধ্যে থেকে মাকে অনুভব করেছি। সমস্ত সমস্যা নিজের হাতে সমাধান করেছেন।সবমিলিয়ে ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মাধবীদেবী অবসর সময় হয়তো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও ফুলের বাগানকে আঁকরে ধরে কাটিয়ে দিলেও তাঁর ছাত্রীরা তাঁর আদর্শকে চিরজীবন মনে রাখবে।'

মণিপুরে সিআরপিএফ শিবিরে গুলির লড়াইয়ে নিহত ১১ জঙ্গি

ইম্ফল, ১১ নভেম্বর: অশান্ত মণিপুরে এ বার হামলা হল কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফের শিবিরে। সোমবার দুপুরে জিরিবাম জেলায় ওই ঘটনায় হামলারকারী জঙ্গিদের উপর সিআরপিএফ গুলি চালালে ১১ জন নিহত হন। কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি, নিহতেরা সকলেই জঙ্গি। তাঁদের ছোড়াগুলিতে সিআরপিএফের এক জওয়ান গুরুতর আহত হন।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, নিহতেরা কুকি জঙ্গিগোষ্ঠীর সদস্য। সোমবার দুপুর আড়াইটে নাগাদ তারা প্রথমে বড়বেকরা মহকুমা সদরের থানায় হামলা চালায়। এর পরে কিছু বাড়িঘর ও দোকানে লুটপাট চালিয়ে জাকুরাডোর করংয়ের রাস্তায় সিআরপিএফের উপর হামলা চালায়। এর পরেই শুরু হয়ে দু'পক্ষের গুলির লড়াই। ঘটনার পর এলাকা ঘিরে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, শনিবার রাতে জিরিবাম জেলায় জাইরাওন নামে এক গ্রামে মেইতেই সশস্ত্র গোষ্ঠী আরাম্বাই টেঙ্গল এবং ইউএনএলএফের যৌথ বাহিনীর হামলায় এক কুকি মহিলা নিহত হয়েছিলেন। রবিবার কুকি-জো জনজাতিদের যৌথ মঞ্চ যৌথ মঞ্চ আইটিএলএফের মদতপুষ্ট জঙ্গিরা এক মেইতেই মহিলাকে খুন করে। পূর্ব ইম্ফল জেলার থামনাপোকপি, ইয়াইঙ্গাংপোকপি, সাবুংখোক এবং সানসাবি-সহ বিভিন্ন এলাকায় মেশিনগান, রকেটচালিত গ্রেনেড (আরপিজি) নিয়ে হামলা চলে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশের উপর। সোমবারও বিভিন্ন এলাকা থেকে দফায় দফায় সংঘর্ষের খবর এসেছে।

ভোট পরবর্তী হিংসায় চার ধৃতকে জামিন দিল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রথম জামিন। বড় ধাক্কা খেল সিবিআই। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে যে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়েই মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্টে। সেই মামলাতেই এবার প্রথম জামিন। ৪ অভিযুক্তের জামিন মঞ্জুর করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

জানা গিয়েছে, এদিন সুপ্রিম কোর্ট জামিন মঞ্জুর করে অপু মুখার্জি (বাবুসোনা), আজহার শেখ, রাজেন্দ্র শর্মা এবং সুরেশ লালার। চারজনই তৃণমূলকর্মী। কৃষ্ণনগরে ভোট পরবর্তী হিংসা মামলায় তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। দীর্ঘ তিন বছর জেলবন্দি থাকার পর জামিন পেলেন তাঁরা।

জামিনের বিরোধিতা করে সিবিআই। নির্বাচন পরবর্তী মামলায় সিবিআই এর তরফে অ্যাডিশনাল সলিসিটর জেনারেল এসভি রাজুর বক্তব্য, এরা প্রত্যেকেই খুনের আসামী। এ ধরনের আসামীদের জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত। শীর্ষ আদালতে সিবিআই বলে, 'অভিযুক্তরা অস্ত্র ব্যবহার করেছে। একজনের বুলেট আঘাত রয়েছে।' তবে দীর্ঘ তিন বছর কেটে যাওয়ার পরও বিচার প্রক্রিয়া শুরু না হওয়ায় এবং তিন বছর ধরে অভিযুক্তরা জেলে থাকার কারণেই জামিন মঞ্জুর করে সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'তিন বছর ধরে অভিযুক্তরা জেলে আছে। ৭৩ জন প্রত্যক্ষদর্শীর মধ্যে এতদিনে মাত্র ৬ জনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।' এই পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতেই জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং অগাস্টিন জর্জ মসিহ।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, জামিনের শর্তাবলী কী হবে, তা ট্রায়াল কোর্ট ঠিক করবে। অন্যান্যদের জামিন এবং ট্রায়ালের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টের এদিনের জামিনের নির্দেশে ট্রায়াল কোর্ট যাতে প্রভাবিত না হয় সেই সতর্কবার্তাও স্পষ্ট করে দেন বিচারপতি।

দিল্লিতে সারা বছর বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ করতে চায় শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্লি, ১১ নভেম্বর: দিল্লির দূষণ মামলায় বাজি ফাটানো বন্ধ করাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট সুপ্রিম কোর্ট। শীর্ষ আদালতের মতে, দীপাবলিতে বাজি ফাটানো নিষিদ্ধ করা চোখে ধুলো দেওয়ার মতো। শুধু দীপাবলির সময়েই নয়, বাজি ফাটানোর উপর কড়াকড়ি সারা বছর ধরেই থাকা দরকার বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্ট চাইছে, রাজধানী দিল্লিতে বাজি কেনাবেচা বন্ধ করতে দিল্লি পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করুক।

সোমবার বিচারপতি অভয় এস ওকা এবং বিচারপতি অগাস্টিন জর্জ মাসিহ্রের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি ছিল। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে, দূষণমুক্ত পরিবেশে বাঁচার অধিকার সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রত্যেক মানুষের মৌলিক অধিকারের অন্তর্গত। কোনও ধর্মই এমন কোনও কাজের কথা বলে না, যাতে দূষণ ছড়ায়। এই ভাবে বাজি ফাটতে থাকলে সেই মৌলিক অধিকারের উপর প্রভাব পড়বে বলে মনে করছে শীর্ষ আদালত। বাজি ফাটানোর উপর চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করার বিষয়টিও দিল্লির সরকারকে বিবেচনা করার জন্য বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে আগামী ২৫ নভেম্বরের মধ্যে এ বিষয়ে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে আদালত।

মুম্বইয়ের সমুদ্রসৈকতে ব্যাগের ভিতর সাত টুকরো দেহ উদ্ধার

মুম্বই, ১১ নভেম্বর: মুম্বইয়ের সমুদ্রসৈকতে একটি ব্যাগ থেকে মিলল এক ব্যক্তির সাত টুকরো দেহ। মুম্বইয়ের গোরাই এলাকার শেফালি গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাতে মহারাষ্ট্র পর্যটন উন্নয়ন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত একটি নির্জন এলাকা থেকে ব্যক্তির দেহাংশ-সহ ওই ব্যাগটি উদ্ধার হয়েছে।

মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, সমুদ্র সৈকতের কাছেই পড়ে ছিল একটি ব্যাগ। তা থেকে দুর্গন্ধও ছড়াচ্ছিল। সন্দেহ হতেই পুলিশে খবর দেন স্থানীয়েরা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। ব্যাগ খুলতেই দেখা যায়, ব্যাগে রাখা চারটি প্লাস্টিকের বাক্সে রয়েছে এক ব্যক্তির দেহাংশ। ঘটনায় একটি মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ব্যক্তির দেহাংশ ইতিমধ্যেই ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, নিহত ব্যক্তির বয়স ২৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তবে তাঁর নামপরিচয় নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় তদন্তকারীরা।

পুতিনের সঙ্গে ট্রাম্পের কথা হয়নি, দাবি ক্রেমলিনের

ওয়াশিংটন, ১১ নভেম্বর: আমেরিকার নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে কথা হয়েছে বলে মার্কিন গণমাধ্যমের খবরকে নাকচ করে দিয়েছে ক্রেমলিন। মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট গতকাল রবিবার জানিয়েছে, গত বৃহস্পতিবার ট্রাম্প পুতিনের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন। এ সময় তিনি পুতিনকে এই লড়াইকে আর না বাড়াতে বলেন।

এর প্রতিক্রিয়ায় সোমবার ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ সাংবাদিকদের বলেন, ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন সম্পূর্ণ অসত্য। এমনকি তাদের মধ্যে ফোনে কোনও কথাও হয়নি বলে তিনি দাবি করেন। সূত্র প্রকাশ না করে ওয়াশিংটন পোস্ট প্রথম ট্রাম্প ও পুতিনের ফোনালাপের কথা জানায়। প্রতিবেদনে বলা হয়, ফোনালাপে ট্রাম্প পুতিনকে মনে করিয়ে দেন যে ইউরোপজুড়ে তাঁদের সামরিক বাহিনীর বিশাল উপস্থিতি রয়েছে।

বেশ কয়েকজন এই পত্রিকাকে বলেছেন, ট্রাম্প দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধের সমাধান খুঁজতে আরও আলোচনা করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্প বলেছিলেন, নির্বাচিত হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তিনি ইউক্রেন যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে পারেন। এমনকি তিনি এ বিষয়ে পুতিনের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে পারেন বলে ইঙ্গিত দেন। তবে তিনি কীভাবে শান্তিচুক্তি করাবেন বা কী ধরনের শর্ত দেবেন, তা বলেননি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট শান্তি আলোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে ইউক্রেনকে তার পূর্ব ও দক্ষিণ ভূখণ্ড থেকে সরে আসার দাবি জানিয়ে আসছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে - টেন্ডার

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সংখ্যা ঃ (১) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩৪, (২) ১১৪-ইএলসি-জি-কেজিপি-২৪-২৫-৩৫, তারিখ ঃ ০৮.১১.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিইই/জি/খড়গপুর-৭২১৩০১, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য আইটেমসমূহের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে বেলা ১২টার আগে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্র.নং.-১। কাজের বিবরণঃ** ঝাড়গ্রামে বদলের প্রয়োজনে ৫টি টাইপ II কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৪,০৪,৫০৩.২৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ২৮,১০০ টাকা। **ক্র.নং.-২। কাজের বিবরণঃ** সারদিয়া-তে বদলের প্রয়োজনে ৬টি টাইপ II কোয়ার্টার নির্মাণের জন্য ইলেক্ট্রিক্যাল কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১৫,৯৪,৪৩৭.১৬ টাকা। **বিড সিকিউরিটি/বায়না মূল্য জমাঃ** ৩১,৯০০ টাকা। **খোলার তারিখ ঃ** ২৭.১১.২০২৪ [ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য]। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য [ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য]। **সম্পাদনের সময়সীমাঃ** স্বীকৃতি পত্র ইস্যু করার তারিখ থেকে ৬ মাস [ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য]। **জমা দেওয়ার তারিখ ঃ** ২৭.১১.২০২৪ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত [ক্র.নং. ১ ও ২-এর জন্য]। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ, বিবরণ ও স্পেসিফিকেশন-এর জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাদের বিড জমা করতে পারেন। কোনো ক্ষেত্রেই এই কাজগুলির জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র.ঃ** সম্ভাব্য বিডারগণ অন্যান্য সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণের জন্য নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-773)**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Pratapnagar Gram Panchayat
Vill + P.O.- Kustia, P.S.- Sonarpur, South 24 Pgs.

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced bidders for execution of different development works vide **NIT No.: 56, 57 & 58, Memo No.- PGP/56, 57 & 58/2024-2025, Date: 11.11.2024.** Total Scheme-13 Nos., Fund-15th FC (1st Installment, Untied & Tied-2024-25). Date of Publish of Tender : **11.11.2024 from 03:00 PM.** Last Date of Submission : **20.11.2024 up to 01.00 PM.** Date of Opening of Tender : **22.11.2024 at 01:00 PM.** For details visit www.wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Pratapnagar Gram Panchayat

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur, Dist.- Birbhum, Pin-731216

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/MAY1/KAN/34/2024-25 dated 11/11/2024** bid submission date is **12/11/2024 from 5:00 PM** onwards to Last date **25/11/2024 till 5.00 PM.** For more information Visit to **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kanachi Gram Panchyat
P.O.-Katigram, Dist.-Birbhum

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৩য় তল, নিউ কমপ্লেক্স বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১, হাওড়া ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে ৩ বছর মেয়াদের জন্য পার্কিং লট পরিচালনার চুক্তি প্রদানের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। আরও বিস্তারিত বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং :** পার্ক-এইচডব্লুএইচ-নভ-৭। **ক্র.নং., লট নং এবং স্টেশনের নাম** নিম্নরূপ: (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-টিডব্লু-১০৭-২৪-১ (পার্কিং - টু্য হুইলার), কাটোয়া। (২) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিডব্লু-৬৭-২৩-১ (পার্কিং - টু্য হুইলার), সিঙ্গুর। (৩) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিওজিটি-টিডব্লু-৬৬-২৩-১ (পার্কিং - টু্য হুইলার), গোঘাট। (৪) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেওজি-টিডব্লু-২৬২-২৪-১ (পার্কিং - টু্য হুইলার), কোন্নগর। (৫) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫১-২৪-১ (পার্কিং - টু্য হুইলার), পালসিট। (৬) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএইচআর-টিডব্লু-২৪৮-২৪-২ (পার্কিং - টু্য হুইলার), ভদ্রেশ্বর। (৭) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই-টিডব্লু-১৩৯-২৪-০১ (পার্কিং - টু্য হুইলার), ত্রিবেণী। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময় :** ২০.১১.২০২৪ তারিখ দুপুর ১২টা। (HWH-403/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-অকশন আহ্বান করছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : **অকশনের শ্রেণী :** এটিএম। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং :** এএসএন-এটিএম-২৬-১১। **অকশন শুরুর তারিখ :** ২৬.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টা। **স্টেশনের নাম/স্থান :** নিম্নলিখিত ৫টি স্টেশনের পিএডব্লু, এসটিএন, এসইউআরআই, এসটিএল (২টি এটিএম) ৫টি স্থানে এটিএম স্থাপন। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সকল সম্ভাব্য দরদাতাকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং ২৬.১১.২০২৪ তারিখ সকাল ১১টায় ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-221/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ই-টেন্ডার নং ২৪৬_২০২৪-২৫, তারিখ ০৮.১১.২০২৪। কাজের বিবরণ:** এসএসই/ডব্লু/এনডিএই ও এইএন/এনডিএই-র অধিকারক্ষেত্রে এলএইচএস ৪/১/ই (ডিএমএলই-কেজেইউ), ৭/২/ই (এসওএই-বিএইচএলই), ১২/১/ই (ডিটিএই-এনডিআইএম) ইত্যাদির ড্রেনেজ কাজ, অ্যাপ্রোচ শেড, হাইট গেজ নির্মাণের ব্যবস্থা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ এবং এইএন/কেডব্লুএই-র অধিকারক্ষেত্রে একে শাখায় আরইউবি-র ড্রেনেজ কাজ ও রাস্তার তলের কাজ ও এলএইচএস ১৪১-এর অ্যাপ্রোচ শেডের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৪,১০,৪৩,০৬১.৪৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৩,৫৫,২০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ০২.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-398/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Chakdaha Municipality

NOTICE

Chakdaha Municipality invites Quotation vide Quotation No. 02(2nd Call)/Online **UPS (6KVA)/ C.M/2024-2025, Dt:- 11-11-2024** for supplying 6KVA ONLINE UPS for New Municipality Building. For further information please visit Chakdaha municipal office or Municipal office notice board.

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT, NORTH 24 PGNS

NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-08 of 2024-25 (1st Call)

Online Tender has been invited from bonafide agencies for **Installation of 50 feet Clock Tower along with Flag pole at Amtala More in Ward no-04 under Basirhat (M) Dist: North 24 PGS e-Tender Start Date: 12.11.2024 at 9.00 am Closing Date: 27.11.2024 upto 9.00 am** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**

Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
(A Statutory body of the Govt. of West Bengal)
City Centre, Durgapur - 713216
(Ph.: 0343-2546716/6815)

N.I.T. (Online) No: - ADDA/DGP/ED/N-22/2024-25 (Sl. No. 5 & 6)

Time Extension Notice

The Last date of online submission has been extend up to 18.11.2024 in place of 09.11.24 for **(1)** Tender ID No. 2024_ADDA_764991_1 **(2)** ID No. 2024_ADDA_764999_1. For other details visit our website **www.addaonline.in** or **http://wbtenders.gov.in** or contact Exe. Engr.(Civil.)ADDA.

Sd/-
Exe. Engr. (Civil), ADDA

WEST BENGAL AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
(A Govt. Undertaking)
Registered Office: 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001

NIeT- 168/2024-2025 Dated- 11-11-2024

e-Tenders are invited by the Executive Engineer on behalf of West Bengal Agro Industries Corpn. Ltd, 23B, Netaji Subhas Road, 3rd Floor, Kolkata-700001 from bonafide and resourceful Agencies for completion of Electrical works at Purulia, District. Tender document may be downloaded from. **http://wbtenders.gov.in** Bid submission start date- **12-11-2024 after 9.00 am.** Bid submission end date- **26-11-2024 upto 3.00 pm**

Date: 11.11.2024 **Sd/- Executive Engiueer**

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ চালু সংস্থা বা চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ২৬ নভেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ১৪ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ১৭ ডিসেম্বর ২০২৪ বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)

এতদ্দ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড** (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে চালু সংস্থা হিসেবে একলপ্তে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-

কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যে অবস্থায় আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত"** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।

কোম্পানির সম্পদ চালু সংস্থা এবং চালু ব্যবসা হিসেবে একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের সম্পদ বিক্রি, জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে একলপ্তে সম্পাদিত হবে।	৭,২৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ২৯.১১.২০২৪ থেকে ০৫.১২.২০২৪ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)

১. আগ্রহী আবেদনকারীগণকে অনলাইন ই-নিলাম, ই-নিলাম টেন্ডার ফর্ম, উপযুক্ততার যোগ্যতাবলি, ডাকদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি আবশ্যক ইত্যাদি সম্বলিত ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্যাদির সম্পূর্ণ নথি যা পাওয়া যাবে **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com** থেকে পড়তে অনুরোধ করা হচ্ছে।
২. লিকুইডেটরের অধিকার রয়েছে যেকোনও সময়ে প্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিলের বা ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাদি সম্প্রসারণ বা পরিবর্তনের। তিনি কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩. সংরক্ষিত মূল্যের সঙ্গেই সকল প্রযোজ্য কর এবং ডিউটি ব্যতীত এবং সফল ডাকদাতাকে প্রযোজ্য সকল কর এবং ডিউটি প্রদান করতে হবে। সংশ্লিষ্ট কোনও অবস্থাতেই প্রযোজ্য হারে কোনও কর(সমূহ) কর্পোরেট ডেটর কর্তৃক প্রদানের দায়বদ্ধতা থাকবে না।
৪. নথি দাখিলের শেষ তারিখ **১৪.১২.২০২৪ এবং ই-নিলাম সম্পাদিত হবে ১৭.১২.২০২৪ তারিখে বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা (আইএসটি) পর্যন্ত।**

স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : আইবিবিআই/আইপিএ-০০১/আইপি-পি-০২৫৬৭/২০২১-২০২২/১৩৯৩৬
এএফএ বৈধতা ২৭.১১.২০২৪ পর্যন্ত
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
ইমেল : cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

তারিখ : ১২.১১.২০২৪
স্থান : রুরকি

ইউনাইটেড ক্রেডিট লিমিটেড
CIN: L65993WB1970PLC027781
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৭বি, ক্যামাক স্ট্রিট (৯ম তল), কলকাতা- ৭০০০১৬
টেলিফোন নং (০৩৩) ২২৮৭ - ৯৩৫৯/৯৩৬০ ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৭ - ২০৪৭
ই-মেল : unitedcreditltd@gmail.com, ওয়েবসাইট : www.unitedcreditltd.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০/০৯/২০২৪ অনিরীক্ষিত	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০/০৯/২০২৪ অনিরীক্ষিত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০/০৯/২০২৩ অনিরীক্ষিত
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	৮৭.৬৭	১৭৪.২৯	৮১.৮১
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফাপূর্ব)	৫১.৩০	৮৯.৩২	৩৫.৭১
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৫১.৩০	৮৯.৩২	৩৫.৭১
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৪৩.০৮	৬৯.৩১	২৯.৪২
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৪৩.০৮	৬৯.৩১	২৯.৪২
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০	৫৪৯.৩০
৭	সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) সমাপ্ত ৩১ মার্চ পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো			
৮	ক) শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :			
	১. মৌলিক	০.৮১	১.৩০	০.৫৬
	২. মিশ্রিত	০.৮১	১.৩০	০.৫৬

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০.০৯.২০২৪ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ।
খ) ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ - www.bseindia.com, www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.unitedcreditltd.com -তেও।

বোর্ডের আদেশক্রমে
(এ. কে. ডাবরিওয়ালা)
চেয়ারম্যান এবং ম্যানেজিং ডিরেক্টর
DIN : 00024498

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৪

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN: L45201WB1996PLC077451
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪০৯, স্বায়িকা সেন্টার, ৪এ, পোলক স্ট্রিট, কলকাতা (প.ব.)৭০০০০১, ফোন: ০৩৩-২২৩৪৩৬৭৩
ওয়েবসাইট : www.dynamicarchistructures.com, **ইমেল:** info@dynamicarchistructures.com

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(ইপিএস ছাড়া টাকার অঙ্ক কোটিতে)

ক্র. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত/চলতি বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	বর্ষ থেকে তারিখ অর্থাঙ্ক/পূর্ববর্তী বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪	অনুরূপ ৩ মাস সমাপ্ত পূর্ববর্তী বর্ষের ৩০.০৯.২০২৩
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৩.৫০	৬.১২	১.৭৪
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে #)	৩.২৯	৫.৬৬	১.৫৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	৩.২৯	৫.৬৬	১.৫৪
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	২.৮৭	৪.৯২	১.৩৬
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী)এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয়(করের পরে)]	২.৮৭	৪.৯২	১.৩৬
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৫.০১	৫.০১	৫.০১
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার) (চলতি এবং অচলতি কার্যাদির জন্য)			
	১. মৌলিক :	৫.৭৩	৯.৮২	২.৭২
	২. মিশ্রিত :	৫.৭৩	৯.৮২	২.৭২

দ্রষ্টব্য :
ক উপরের ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জে জমাকৃত বিস্তারিত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের নির্যাস যা সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.dynamicarchistructures.com -এ পাওয়া যাবে।
খ #- ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা ইন্ড এএস রুলস অনুযায়ী লাভ এবং ক্ষতির বিবরণে সামঞ্জস্য করা হয়েছে।

ডায়নামিক অর্কিস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
দানমাল পোরওয়াল
চেয়ারম্যান কাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর (DIN- 00581351)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১.১১.২০২৪

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড
BCL
রেজিস্টার্ড অফিস: পলাশডিহা পাঁচগাছিয়া রোড, পোঃ- কন্যাপুর, আসানসোল - ৭১৩৩৪১ জেলা- বর্ধমান, পঃবঃ,
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ই-মেল: cs@burnpurcement.com
ওয়েবসাইট- www.burnpurcement.com, CIN No.: L27104WB1986PLC040831

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৪ (নিরীক্ষিত)
কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট)			৪,৩৩৯.৯৪		৯,৩১১.৬২	১৩,৪৩৬.৬২
সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	-১,৬৬৫.২৯	-১,৬১৩.০৬	-১,৯১১.৪৬	-৩,২৭৮.৩৬	-৩,৭৪৩.৪৭	-১০,১১৫.৫০
করপূর্ব সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৬৬৫.২৯	-১,৬১৩.০৬	-১,৯১১.৬২	-৩,২৭৮.৩৬	-৩,৭৪৩.৬২	-১০,১১৫.৬৭
কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	-১,৬৬৫.২৯	-১,৬০৮.৬৬	-১,৯১৫.৫৩	-৩,২৭৩.৯৫	-৩,৭৫০.৩৮	-৯৯১১.২২
সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী) লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	-১,৬৬৫.২৯	-১,৬০৮.৬৬	-১,৯১৫.৫৩	-৩,২৭৩.৯৫	-৩,৭৫০.৩৮	-৯,৯১১.২২
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (১০/- টাকা মূল্যের)	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪	৮,৬১২.৪৪
মজুত (পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত)	-	-	-	-	-	-৫৪,২৭২.৫৪
শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) (টাকায়)						
মৌলিক :	-১.৯৩	-১.৮৭	-২.২২	-৩.৮০	-৪.৩৫	-১১.৫১
মিশ্রিত :	-১.৯৩	-১.৮৭	-২.২২	-৩.৮০	-৪.৩৫	-১১.৫১

দ্রষ্টব্য
১. উপরিউক্ত আর্থিক ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরিচালন পর্ষদের ১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের সভায় অনুমোদিত।
২. চলতি সময়কালের শ্রেণিভুক্তিকরণে নিশ্চিত করতে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই বিগত সময়কালের রাশিসমূহ পুনর্দলভুক্ত/পুনর্সজ্জিত করা হয়েছে।
৩. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ। স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহে বিএসই (www.bseindia.com) এবং এনএসই (www.nseindia.com) -তে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি পাওয়া যাবে। কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.burnpurcement.com) -তেও একই ফলাফল পাওয়া যাবে।

বোর্ডের আদেশক্রমে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
পবন পারিক
ডিরেক্টর এবং সিএফও
DIN: 07125401

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১১ নভেম্বর, ২০২৪

ময়দান

EKDIN, VOL 18, ISSUE 151, KOLKATA, TUESDAY, 12 NOVEMBER 2024, PAGE 8

কলকাতা, ১২ নভেম্বর ২০২৪

ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের এত মাথাব্যথা কেন, প্রশ্ন গম্ভীরের

নিজস্ব প্রতিনিধি: টেস্ট ক্রিকেটের সবচেয়ে মর্যাদপূর্ণ সিরিজগুলোর একটি বিবেচনা করা হয় বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিকে। অস্ট্রেলিয়া-ভারতের সেই সিরিজ শুরু হতে দুই সপ্তাহও বাকি নেই। দুই দেশের দুই কিংবদন্তি ব্যাটসম্যান অ্যালান বোর্ডার ও সুনীল গাভাস্কারের নামে নামকরণ করার পর এবারই প্রথম ৫ ম্যাচের সিরিজ হতে যাচ্ছে।

কিন্তু সিরিজ শুরুর আগে ভারতের জন্য অন্যতম দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে শীর্ষ দুই ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলির ছন্দহীনতা। টেস্টে সর্বশেষ ১০ ইনিংসে রোহিতের রান ১৩৩, কোহলির ১৯২। দুজনেরই ফিফটি মাত্র একটি করে।

ভারত জিতলে না হয় ব্যাট হাতে রোহিত-কোহলির ছন্দহীনতা কিছুটা হলেও আড়ালে পড়ে যেত। কিন্তু নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে নিজেদের মাটিতে ভারত যেভাবে অপদস্থ হয়েছে, তাতে দুজনের সাম্প্রতিক ব্যাটিং পরিসংখ্যান আরও বেশি করে সামনে আসছে।

রোহিত-কোহলির রানখরা রিকি পন্টিংয়েরও নজর এড়ায়নি। বিশেষ করে কোহলির ফর্ম নিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি অধিনায়ক। বিশ্ব ক্রিকেটের হালচাল নিয়ে আইসিসির সাপ্তাহিক আয়োজন 'আইসিসি রিভিউ'-এর সর্বশেষ পর্বে পন্টিং বলেছেন, 'সেদিন বিরাটের (কোহলির) একটি পরিসংখ্যান দেখ লাম। এটা বলছে, সে গত পাঁচ বছরে টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছে। এটা আমার কাছে সঠিক মনে হয়নি। কিন্তু এটা যদি সঠিক হয়, তাহলে তা উদ্বেগজনক।'

পন্টিং আরও বলেন, 'আমার মনে হয় (কোহলির জায়গায়) অন্য কেউ হলে এমন পরিসংখ্যান নিয়ে একজন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে খেলে যেতে পারত না।'

২০২০ সাল থেকে এখন পর্যন্ত টেস্টে মাত্র দুটি সেঞ্চুরি করেছেন কোহলি। দুটিই গত বছর। একটি ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে, অন্যটি

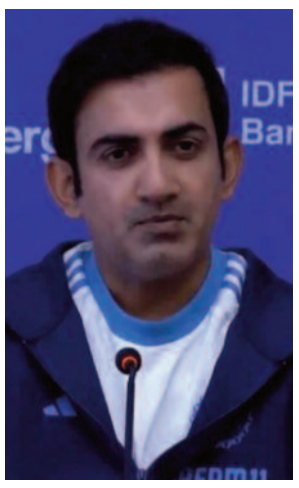

অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে। পন্টিং আসলে সেটাই মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন।

কিন্তু কোহলিকে নিয়ে এ ধরনের কথাতেই কিছুটা চটেছেন ভারতের কোচ গৌতম গম্ভীর। অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে ভারতের প্রধান কোচ আজ সংবাদ সম্মেলনে পন্টিংয়ের কথার প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে পন্টিংয়ের এত মাথাব্যথা কেন? তাঁর উচিত অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট নিয়ে ভাবা। সবচেয়ে বড় কথা, রোহিত ও কোহলিকে নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন নই।'

রোহিত-কোহলি সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নন;এমনটাই মনে করেন গম্ভীর, 'আমি মনে করি ওরা মানুষ হিসেবে খুব শক্তিশালী। ওরা ভারতের ক্রিকেটের জন্য অনেক কিছু অর্জন করেছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো, ওরা এখনো কঠিন পরিশ্রম করে যাচ্ছে, নিবেদন দেখিয়ে চলেছে এবং আরও সাফল্য পেতে ক্ষুধার্ত হয়ে আছে।'

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ধবলধোলাই হওয়ার দুস্মৃতি ভুলে শুধু অস্ট্রেলিয়া,জয়ের ব্যাপারে ভাবছেন গম্ভীর, 'ড্রেসিংরুমের সবাই ভালো করার ব্যাপারে আশাবাদী। আমার মনে হয়েছে পুরো দলই ক্ষুধার্ত। বিশেষ করে সর্বশেষ সিরিজে যা হয়েছে, এরপর সবার মধ্যে ভালো করার তাড়না আরও বেড়েছে।'

পন্টিং রোহিত-কোহলির সমালোচনা করলেও তাঁর একসময়ের সতীর্থ মাইকেল হাসি কিন্তু ভারতীয় দুই ব্যাটসম্যানের পাশে দাঁড়িয়েছেন। ফক্স ক্রিকেটকে আজ হাসি বলেছেন, '(রোহিত-কোহলির মতো) চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড়ের শেষ দেখে ফেলার চেয়ে বোকামি আর হয় না। অনেক সমালোচিত হয়ে খেলেতে নেমেও ওরা ভালো পারফর্ম করেছে;অতীতে আমরা এমনটা বহুবার দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতেও ওরা ভালো করবে। ভারতীয় হিসেবে ও টেস্ট খেলোয়াড় হিসেবে ওরা গর্বিত। এরপরও আমি মনে করি অস্ট্রেলিয়াই ফেবারিট।'

অন্য দলগুলোর ওপর নির্ভর না করে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে উঠতে হলে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ভারতকে ৪-০ ব্যবধানে সিরিজ জিততে হবে। ২০১৪ সালের পর থেকে ভারত টানা চারবার বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি জিতেছে।

চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠেই শেষ ম্যাচ খেলবেন ধোনি

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের 'রিটেনশন' নীতি প্রকাশ্যে আসার পরেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল পরের মরসুমে মহেন্দ্র সিংহ ধোনির আইপিএল খেলা। নাম ঘোষণার শেষ দিন ধোনিকে চার কোটি টাকায় 'আনক্যাপড' ক্রিকেটার হিসাবে ধরে রেখেছে চেন্নাই। তিনি পরের বছর চেন্নাইয়ে জীবনের শেষ ম্যাচটি খেলবেন। এমনই বিশ্বাস দলের প্রধান কর্তার।

ধোনি যে পরের বছরই শেষ বার আইপিএল খেলবেন তার নিশ্চয়তা নেই। তবে যবেই শেষ ম্যাচ খেলুন, সেটা ঘরের মাঠেই হবে বলে বিশ্বাস চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথনের। তিনি বলেছেন, মাহি ভাইকে যত দূর চিনেছি, তাতে ও সব নিজের মধ্যেই রাখতে ভালবাসে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে পারে না।

তাঁর সংযোজন, চেন্নাইয়ের প্রতি ধোনির আবেগ, ওর প্রতি সমর্থকদের ভালবাসা এবং আগের এক সাক্ষাৎকারে চেন্নাইয়ে শেষ ম্যাচ খেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলতে পারি, চিপকেই ওর শেষ ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা। যত দিন চায় খেলতে পারেন। ধোনির জন্য দরজা সব সময় খেলা। ওর দায়বদ্ধতা থেকে এটুকু বুঝেছি, যে সিদ্ধান্ত নেবে ভেবেচিন্তেই নেবে।

অক্টোবরের শেষ দিকে এক অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে ধোনি বলেছিলেন, যে ক'বছর আমার ক্রিকেটজীবন পড়ে রয়েছে তা উপভোগ করতে চাই। ছোটবেলায় বিকেল ৪টের সময় খেলতে যেতাম। খুব মজা করতাম সেই সময়টা। তবে পেশাদার খেলাধুলোয় নামলে ক্রিকেট উপভোগ করাটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। যে কোনও খেলার ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এক। তবে আমি এখন ক্রিকেট শুধুই উপভোগ করতে চাই।

ধোনি যে পরের বছরই শেষ বার আইপিএল খেলবেন তার নিশ্চয়তা নেই। তবে যবেই শেষ ম্যাচ খেলুন, সেটা ঘরের মাঠেই হবে বলে বিশ্বাস চেন্নাই সুপার কিংসের সিইও কাশী বিশ্বনাথনের। তিনি বলেছেন, মাহি ভাইকে যত দূর চিনেছি, তাতে ও সব নিজের মধ্যেই রাখতে ভালবাসে। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ কিছু জানতে পারে না।

তাঁর সংযোজন, চেন্নাইয়ের প্রতি ধোনির আবেগ, ওর প্রতি সমর্থকদের ভালবাসা এবং আগের এক সাক্ষাৎকারে চেন্নাইয়ে শেষ ম্যাচ খেলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলতে পারি, চিপকেই ওর শেষ ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা। যত দিন চায় খেলতে পারেন। ধোনির জন্য দরজা সব সময় খেলা। ওর দায়বদ্ধতা থেকে এটুকু বুঝেছি, যে সিদ্ধান্ত নেবে ভেবেচিন্তেই নেবে।

তামাশা চলছে, ভারতের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা

নিজস্ব প্রতিনিধি: খবরটা নতুন নয়। ২০২৩ এশিয়া কাপের মতো ২০২৫ চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতেও পাকিস্তানে দল পাঠাবে না ভারত। নরেন্দ্র মোদি সরকারের নেওয়া সিদ্ধান্ত আইসিসিকে ই,মেইলের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। ভারতের এমন সিদ্ধান্তে যারপরনাই ক্ষুব্ধ পাকিস্তানের ক্রিকেট মহল।

দেশটির সাবেক ক্রিকেটাররা ভারত সরকারের পাকিস্তানে ক্রিকেট দল না পাঠানোর সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে সরকারকে কঠোর পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন। কেউ বলছেন, 'ক্রিকেট নিয়ে ভারত তামাশা করছে'। কেউ বলছেন, 'যথেষ্ট হয়েছে'। এখনই নমনীয় অবস্থান থেকে সরে আসতে হবে।

পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক রশিদ লতিফ ভারতের পাকিস্তানের মাটিতে খেলতে না চাওয়ার পেছনে রাজনৈতিক কারণই আসল বলে মনে করেন। পিটিআইকে সাবেক এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান বলেন, 'যথেষ্ট হয়েছে। যখন সব দলই কোনো সমস্যা ছাড়া পাকিস্তানে খেলতে পারছে, তখন ভারতের এই সিদ্ধান্তটা পুরোপুরি রাজনৈতিক। এটা কোনো মতেই গ্রহণযোগ্য নয়।'

২০০৯ সালে লাহোরে শ্রীলঙ্কা দলের ওপর হামলার পর টানা ছয়

বছর নিরাপত্তা শঙ্কাকে সামনে এনে কোনো টেস্ট খেলুড়ে দেশ পাকিস্তানে খেলতে যায়নি। তবে গত কয়েক বছরে পরিস্থিতি পাল্টেছে। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ডসহ সব দেশই সেখানে খেলতে গেছে। বাকি আছে শুধু ভারত। দ্বিপক্ষীয় সিরিজ বন্ধ থাকলেও ২০২৩ সালে এশিয়া কাপ খেলতে পাকিস্তানে যাওয়ার কথা ছিল ভারতের। কিন্তু ভারত সরকার রাজি না হওয়ায় টুর্নামেন্টটি 'হাইব্রিড মডেলে' পাকিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কায় আয়োজন করা হয়।

এখন চ্যাম্পিয়নস ট্রফি ঘিরে ভারতের একই ধরনের অবস্থান নিয়ে ত্যক্ত-বিরক্ত জাভেদ মিয়াঁদাদ। পাকিস্তানের সাবেক টেস্ট অধিনায়ক তাঁর দেশের ক্রিকেটকে ভারত ছাড়াই চলতে পরামর্শ দিয়েছেন, 'যা চলছে, সেটা তামাশা। আমরা যদি আদৌ ভারতের সঙ্গে না,ও খেলি, পাকিস্তানের ক্রিকেট শুধু টিকেই থাকবে না, উন্নতিও করবে। যেটা অতীতেও দেখা গেছে।'

পাকিস্তানের হয়ে ১২৪ টেস্ট ও ২৩৩ ওয়ানডে খেলা মিয়াঁদাদ মনে করেন, আইসিসির আয়ের জন্য ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ হওয়া দরকার। এখন নিজেদের স্বার্থেই ভারতকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে আনার ব্যবস্থা করা উচিত আইসিসির, 'আমি দেখতে চাই ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ ছাড়া আইসিসি ইভেন্টে কীভাবে আয় হয়।'

ভারত সরকার ক্রিকেট দল না পাঠানোর কারণ হিসেবে প্রকাশ্য কিছু না বললেও দেশটির সংবাদমাধ্যম নিরাপত্তার কথা বলে আসছে। বর্তমান বাস্তবতায় যা সঠিক নয় বলে মন্তব্য করেছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও পিসিবির প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হক, 'তারা (না এসে) ক্রিকেটের বড় একটা ইভেন্টকে বঞ্চিত করছে। পাকিস্তানের মাটিতে ভারতীয় দলের ওপর কোনো হুমকি নেই। বরং এখ নে খেলতে এলে পরম আতিথেয়তাই পাবে।'

৮ বছর বিরতি দিয়ে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির পরবর্তী আসর শুরু হওয়ার কথা ২০২৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি। এই টুর্নামেন্টে অংশ নেবে ৮ দল।

গোয়েন্কার দলে কোনও স্বাধীনতা ছিল না, নিলামের আগে লখনউ নিয়ে মুখ খুললেন রাহুল

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএলের নিলামের আগে লোকেশ রাহুলকে ছেড়ে দেয় লখনউ সুপার জায়ান্টস। যা স্বস্তি দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটারকে। গত মরসুমে লখনউ দলের অধিনায়ক ছিলেন রাহুল। সেই দল ছেড়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন তিনি।

আইপিএলের নিলামে উঠবেন রাহুল। লখনউয়ের প্রাক্তন অধিনায়ক হয়তো অন্য কোনও দলের হয়ে খে লবেন। তবে লখনউয়ে যে ফিরবেন না, তা এক প্রকার স্পষ্ট। রাহুল বলেন, আমি নতুন ভাবে শুরু করতে চাই। অন্য দলের হয়ে খেলে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চাই। এমন জায়গায় খেলতে চাই যেখানে আমি স্বাধীনতা পাব। দলের পরিবেশ ভাল হবে। মাঝে মাঝে দল বদলালে নিজের জন্য ভাল হয়। বেশ কিছু দিন ধরেই আমি ভারতের টি-টোয়েন্টি দলের বাইরে। কিন্তু ক্রিকেটার হিসাবে আমি কেমন, তা ভাল ভাবেই জানি। ফর্মে ফিরতে আমাকে কী করতে হবে সেটাও জানি। আগামী আইপিএল মরসুমে আশা করি ক্রিকেটটা উপভোগ করতে পারব। আমার লক্ষ্য আবার ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ফেরা।

২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পর থেকে রাহুল আর ভারতীয় দলে ফিরতে পারেননি। ২০২৪ সালে টি-টোয়েন্টি

বিশ্বকাপজয়ী দলেও ছিলেন না তিনি। লখনউয়ের হয়ে ৩৮টি ম্যাচ খেলেছেন রাহুল। ২০২২ সালেই রাহুলকে নিয়েছিল লখনউ। সেই সময় তাঁর জন্য ১৭ কোটি টাকা খরচ করেছিলেন সঞ্জীব গোয়েন্ কা। লখ নউয়ের হয়ে ১৪১০ রান করেছেন রাহুল। গড় ৪১.৪৭। স্ট্রাইক রেট ১৩০.৬৭। তিনি যে আর লখনউয়ে ফিরছেন না তা বলাই যায়। আগামী মরসুমে লখনউ নতুন অধিনায়ক পেতে চলেছে।

ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজনের বিরোধিতা করবে পাকিস্তান, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে না যাওয়ার বদলা

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে খেলতে পাকিস্তানে যাবে না ভারত। আইসিসি-কে সরকারি ভাবে এ কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার পরেই পাল্টা খেলায় নেমে পড়েছে পাকিস্তান। ভারতীয় বোর্ডের বিরুদ্ধে আদালতে যাওয়া তো রয়েছেই। এ বার ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজনের বিরোধিতাও করতে চলেছে তারা।

পাকিস্তানের এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, যত দিন সে দেশে ভারত খেলতে যাবে না তত দিন কোনও খেলাতেই ভারতের সঙ্গে খেলবে না পাকিস্তান। শুধু তাই নয়, পাকিস্তান সরকারের তরফে ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজনের বিরোধিতা করা হবে। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির (আইওসি) দরবার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। পাকিস্তানের দাবি, খেলাধুলোর প্রতিযোগিতাকে রাজনৈতিক রং দেওয়ার চেষ্টা করছে ভারত। যদিও আইওসি সেই দাবি মানবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

গত ১ অক্টোবর আইওএ লিখিত

ভাবে অলিম্পিক্স আয়োজনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রী প্রথম বার ভারতের অলিম্পিক্স আয়োজনের কথা বলেছিলেন। তার পরেই শুরু হয়েছিল প্রস্তুতি। তবে ভারত আবেদন করলেই অলিম্পিক্স আয়োজনের অনুমতি পাবে এমন নয়। কারণ ভারত ছাড়াও ২০৩৬ সালের অলিম্পিক্স আয়োজন করার দৌড়ে রয়েছে সৌদি আরব, কাতার, মেক্সিকো, ইন্দোনেশিয়া, পোল্যান্ড, মিশর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং তুরস্ক।

২০২৮ সালের অলিম্পিক্স হবে আমেরিকার লস অ্যাঞ্জেলসে। ২০৩২ সালের অলিম্পিক্স আয়োজনের অধিকার পেয়েছে অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক্স কমিটির প্রধান থমাস বাক জানিয়েছেন, ২০৩৬ সালের অলিম্পিক্স আয়োজন করতে চেয়ে অনেকগুলি শহর আবেদন করেছে।

বিভিন্ন সময়ে মোদীকে বলতে শোনা গিয়েছিল ২০৩৬ সালের অলিম্পিক্স আয়োজন করার কথা। প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, ২০৩৬ সালে ভারতের মাটিতে অলিম্পিক্স আয়োজন করার চেষ্টায় আমরা কোনও খামতি রাখব না। ১৪০ কোটি ভারতীয়ের এটা বহু দিনের স্বপ্ন।

লিভারপুলে জেন, জিদের ভিড়েও 'কিং' সেই সালাহই

নিজস্ব প্রতিনিধি: আকাশ ভেদ করে চলে যাচ্ছে একটি তির। একটু আগে লিভারপুল রোডের অ্যানফিল্ড স্টেডিয়াম থেকে যা ছুড়ে দিয়েছেন মোহাম্মদ সালাহ। সেই তির ছোড়ার দৃশ্যে বজ্রধ্বনিতে ফেটে পড়ল পুরো গ্যালারি। পুরো দৃশ্যটিতে তির ছুড়ে দেওয়ার ভঙ্গি এবং দর্শকদের উল্লাসটাই শুধু বাস্তব। বাকিটা কল্পনা।

প্রায় ৮ মৌসুম ধরে সালাহ যা করে চলেছেন, তা তো অনেক আগেই মিটিয়ে দিয়েছে কল্পনা ও বাস্তবতার পার্থক্য। চলতি মৌসুমে আলোচনায় থাকা 'বো অ্যান্ড অ্যারো' উদ্ যাপনও সালাহর নিজস্ব জগতে তেমনই একটি সংযোজন।

অথচ লিভারপুলে ইয়ুর্গেন ক্লপ যখন এএস রোমা থেকে সালাহকে নিয়ে এলেন, তখন ভ্রু কুঁচকে তাকিয়েছিলেন অনেকে। ভাবটা এমন ছিল যে আরে এটা তো বাতিল গাড়ি, যাকে জোসে মরিনিওই চেলসিতে চালাতে পারেননি। ক্লপ একে নিয়ে কীভাবে শিরোপা জিতবেন! এমনকি প্রথম মৌসুমে নজরকাড়া পারফরম্যান্সে গোটা ইংল্যান্ডকে তাক লাগিয়ে দেওয়ার পরও অনেকে বলছিলেন, 'ওয়ান সিজন ওয়ান্ডার।'

সেবার বিরোধী শিবির থেকে ছড়িয়ে পড়া এ কথা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। এমন কথার বিপরীতে সালাহ মুখে লেগে থাকা হাসিটাতে করুণার দৃষ্টি মিশিয়ে ছুড়ে দিয়েছিলেন পাল্টা তির। কে জানত, সেবারের এক মৌসুমের বিস্ময় পরবর্তীকালে হয়ে উঠবেন প্রতি মৌসুমের বিস্ময়। ২০১৭ সালে লিভারপুলে আসার পর থেকে মৌসুমের পর মৌসুমে সালাহর উদ্ যাপনের রূপটুকুই শুধু বদলেছে। মাঠের সালাহ যেমন ছিলেন, তেমনই রয়ে গেলেন। মিসরের অখ্যাত এক তরুণ থেকেই ধীরে ধীরে হয়ে উঠলেন 'মিসরের রাজা'। লিভারপুল শহরের 'ডার্লিং বয়'।

প্রথম মৌসুমের পর দ্বিতীয় মৌসুমেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্সের পর থেমে গিয়েছিল 'ওয়ান সিজন ওয়ান্ডার' রব। কিন্তু সালাহকে নিয়ে কাটাছেঁড়া থামেনি কখনো। এর পেছনে আফ্রিকান মুসলিম হওয়াটাও অবশ্য একটা বড় কারণ ছিল। কিন্তু সেই সব সমালোচনাকে কখনো বুদ্ধের ভঙ্গিতে এক পায়ে দাঁড়িয়ে 'ট্রি পোজ' উদ্ যাপনে আবার কখনো কাল্পনিক তির ছুড়ে উড়িয়ে দিয়েছেন সালাহ। যদিও এসব মোকাবিলায় সালাহর ব্রহ্মাস্ত্র ছিল তাঁর পারফরম্যান্স। ম্যাচের পর ম্যাচে মৌসুমের পর মৌসুমে তাঁকে প্রাসঙ্গিক রেখেছে মাঠের নৈপুণ্য।

চলতি মৌসুমের কথাই ধরা যাক। ক্লপের বিদায়ের পর অনেকেই ভেবেছিলেন, সালাহও হয়তো ক্লাব ছেড়ে যাবেন। বিশেষ করে মৌসুমের শেষ দিকে ক্লপের সঙ্গে সাইডলাইন-বিতর্কে জড়িয়ে সামলোচিত হওয়ার পর ছড়িয়ে পড়েছিল এ গুঞ্জন। নতুন কোচ আর্নে স্লটের সঙ্গে কতটা মানিয়ে নিতে পারবেন, তা নিয়েও ছিল আলোচনা। কিন্তু সবাইকে চুপ করিয়ে সালাহ যেন আরও ধারালো ও তীব্র। এখন পর্যন্ত প্রিমিয়ার লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলদাতা হওয়ার পাশাপাশি গোলে অবদানেও সবার ওপরে আছে তাঁর নাম।

যেখানে ৮ গোলের পাশাপাশি গোলে সহায়তা আছে ৬টিতেও (১৪ গোল)। এ তালিকায় ১২ গোলে অবদান নিয়ে যৌথভাবে দুইয়ে আছেন কোল পালমার ও আর্লিং হলান্ড। হলান্ডের অবশ্য সব কটিই গোল, কোনো সহায়তা নেই। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়েও এরই মধ্যে গোল অবদান রাখায়ও দুই অঙ্ক স্পর্শ করেছেন এই ফরোয়ার্ড, যেখানে ১০ গোলের সঙ্গে আছে

১০টি সহায়তাও।

প্রিমিয়ার লিগে সর্বশেষ ৪ ম্যাচে ৪ গোল করার পাশাপাশি ২টি সহায়তাও আছে তাঁর। সর্বশেষ গতকাল রাতে অ্যাস্টন ভিলার বিপক্ষে জয়ের পথে প্রথম গোল দারউইন নুনিয়েজকে সহায়তা করেছেন এবং দ্বিতীয় গোলটি নিজে করেছেন ট্রেডমার্ক শটে। চলতি মৌসুমে লিভারপুলের এমন চোখ ধাঁধানো পারফরম্যান্সের নৈপথ্যে নায়কও তাই সালাহ। এখনো তিনি ক্লাবটির আক্রমণভাগের প্রাণভোমরা।

গত আট বছরে লিভারপুলের যুগবদল হয়ে গেছে। ক্লপ তো বিদায় নিয়েছেনই, তার আগে ক্লাব ছেড়েছিলেন সাদিও মানে ও রবার্তো ফিরমিনোও। এই দুজনের বিদায়ে ভেঙে গেছে আক্রমণভাগের ত্রিফলাও। এর মধ্যে দিয়েগো জোতা, লুইস দিয়াজ, কোডি গাকপো, নুনিয়েজরা অ্যানফিল্ডের ড্রেসিংরুমে এসেছেন। বয়সের বিচারে যাঁরা প্রায় সবাই জেন-জি। কিন্তু সবার ভিড়েও লিভারপুলের কিং এখনো সেই সালাহই, যিনি এখন লিভারপুলের সমার্থকই হয়ে উঠেছেন বলা যায়।

শুধু এটুকুই নয়, এরই মধ্যে লিভারপুলের সর্বকালের সেরা কি না, সেই বিতর্কও উসকে দিয়েছেন এই গোলমেশিন। পাশাপাশি প্রিমিয়ার লিগে সর্বকালের সেরার তালিকায় থাকার মতো অর্জনও যুক্ত হয়েছে তাঁর নামের পাশে। চলতি মৌসুমেও লিভারপুলের সাফল্য ও ব্যর্থতার অনেকটা নির্ভর করছে সালাহর ধারাবাহিকতার ওপর। যেভাবে শুরু করেছেন, সেটি যদি ধরে রাখতে পারেন, তবে একাধিক শিরোপায় হাত রেখে মৌসুম শেষ করা তাঁর পক্ষে একেবারেই কঠিন নয়।

এ তো গেল মাঠের কথা, মাঠের বাইরেও সালাহ এক বিপ্লবের নাম। মিসরের প্রাচীন শহর নাগরিক থেকে ১৫ ঘণ্টায় ৫-৬টি মাইক্রোবাস বদলে ৯০ মাইল পাড়ি দিয়ে অনুশীলন করতে যাওয়া ছেলেটিই বদলে দিয়েছেন ইংরেজদের চিন্তার জগৎ। ২০১৯ সালে করা এক গবেষণায় দেখা গেছে, সালাহর কারণে লিভারপুল অঞ্চলে 'ইসলামোফোবিয়া' (ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি বিদ্বেষ) উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে; যেখানে 'হেট ক্রাইম' (ঘৃণাজনিত অপরাধ) ১৮ দশমিক ৯ শতাংশ কমার কথা বলা হয়। সালাহর পারফরম্যান্সের পাশাপাশি মাঠের বাইরে তাঁর আচরণও এতে নিঃসন্দেহে বড় ভূমিকা রেখেছে।

এরই মধ্যে ৩২ পেরিয়েছেন সালাহ, গোধূলিবেলাও পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। কিন্তু থামাথামি সালাহর জন্য এখনো দূরের বাতিঘর। গতি ও আগ্রাসনে তরুণ 'জেন-জি' ফুটবলাররাও অনেক সময় পাল্লা দিতে পারেন না সালাহর সঙ্গে। বরং বয়স যেন আরও ক্ষুরধার করছে তাঁকে, মাঠে নামলেই সুবাস ছড়াচ্ছেন পুরোনো ওয়াইনের মতো। এই সুবাস সালাহ আরও কত দিন ধরে রাখতে পারেন, সেটাই এখ ন দেখার অপেক্ষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**